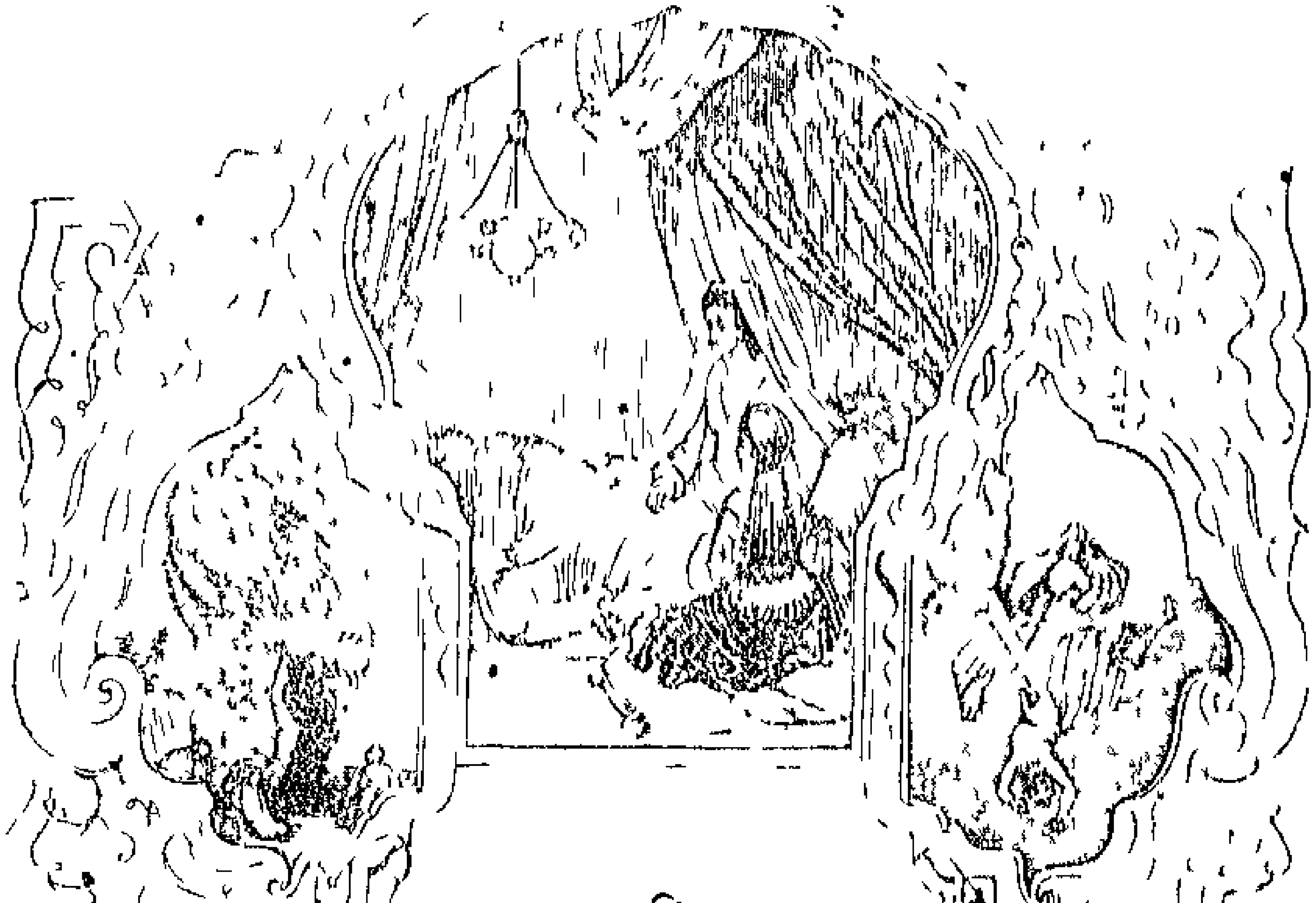


সচিত্র

একাধিক সহস্র রজনী।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত
ও

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ,

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ;—কলিকাতা।

শ্রী মতিলাল মণ্ডল কর্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।



আবু-ল্-হসন্ বা প্রবুদ্ধ নিদ্রিত।

নরপতি খলীফে হারুণ-উর্-রসীদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে একজন বণিক্ ছিলেন। তাঁহার আবু-ল্-হসন্ নামে একটী মাত্র পুত্র ছিল। কিছুদিন পরে বণিক্ প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিলেন। আবু-ল্-হসন্ পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধেকাংশ গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং অপরাংশ বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া ব্যয় করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেলে আবু-ল্-হসন্ ব্যাকুলিত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও পানসহচরদিগের নিকটে গিয়া নিজ অবস্থা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক তাহাকে নিঃসম্বল জানিয়া কেহ তাহার সহিত কথাও কহিল না। আবু-ল্-হসন্ তাহাদের সেইরূপ আচরণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল এবং জননীর নিকটে সমস্ত বর্ণন করিল। তাহার মাতা বলিলেন "আজি কালিকার

গতিকই এইরূপ, বৃথা দুঃখ করিলে আর কি হইবে, যতদিন লোকের সঙ্গতি থাকে ততদিন সকলে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করে, যখন দেখে যে আর স্বার্থ-সিদ্ধির আশা নাই অমনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়—তোমার বন্ধুবান্ধবেরা যতদিন তোমার কাছে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে ততদিন তোমায় তোষামোদ করিয়াছে—আত্মীয়তা করিয়াছে, এখন আর তোমার কোন উপকার করিবার ক্ষমতা নাই তাহাদের নিকট তেমন সমাদরও নাই"। আবু-ল্-হসন্ সেই কথা শুনিয়া রোদন করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর আবু-ল্-হসন্ গুপ্তস্থান হইতে সম্পত্তির অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ আনয়ন করিয়া পরমসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। এবার আর পূর্ব্ব বন্ধুদিগের সহিত সংস্রব মাত্রও রাখিল না এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও কাহার সহিত বন্ধুতা করিব না, প্রত্যহ নূতন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহারই সহিত আমোদ প্রমোদ করিব, প্রভাত হইলে বিদায় করিয়া দিব, পথে সাক্ষাৎ হইলে আর চিনিয়াও চিনিব না—অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যভিবাদন পর্য্যন্তও করিব না।

এইরূপে সে প্রত্যহ নূতন নূতন লোক আনিয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত করিল। একদিন সে পান-সহচর যুটাইবার জন্য সেতুর উপরে বসিয়া আছে, এমন সময় খলীফে হারূণ-উর্-রসীদ অনুচরবর্গের সহিত ছদ্মবেশে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবু-ল্-হসন্ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু, আমার আবাসে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পানাহার করিয়া অধীনকে চিরবাধিত করিবেন কি?" নরপতি বলিলেন "হানি কি, আমাদিগকে লইয়া চলুন আমরা আপনার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে অনিচ্ছুক নহি।" কে যে আতিথ্য স্বীকার করিল, আবু-ল্-হসন্ তাহার কিছুই জানে না—যেমন প্রত্যহ অপরিচিত পথিককে লইয়া যায়, আজিও খলীফেকে সেইরূপে নিজ আবাসে লইয়া গেল। খলীফে তাহার সহিত গিয়া গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন; যুবক একটী উইলো শাখার ন্যায় মনোহারিণী ক্রীত-দাসীকে আহ্বান করিয়া গীত গাহিতে বলিল। দাসী বীণায় সুর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল:—

দূরদেশে আছ বটে নয়ন অন্তরে
তবু তব বাস মম হৃদয় অন্তরে।
যদিও নহেক তুমি নয়ন গোচর
তথাপি অন্তর হতে নহেক অন্তর।
যথাতথা যাও তুমি যথাতথা রও
তিলেক হৃদয় হতে অন্তর ত নও।

উর্-রসীদ গীতটী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, বলিলেন "শুভে! অতি মনোহর গীত গাহিয়াছ।"

অনন্তর তিনি আবু-ল্-হসনকে বলিলেন "যুবক তুমি কে? তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি—আমি তোমার এই আতিথ্যের উচিত পুরস্কার প্রদান করিব।" আবু-ল্-হসন্ হাসিয়া বলিল "প্রভু, আপনি যে উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ, কিন্তু উপকার করা দূরে থাকুক আর যে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে সে আশাও করিবেন না, সুতরাং আমার পরিচয় শুনিয়া আপনকার কোন ফল নাই।" খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, কেন, কারণ কি? কিজন্য পরিচয় প্রদান করিবে না?" যুবক নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিল। খলীফে শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ঠিক কথা, পাঁচ জনেই খারাপ করিয়াছে, তোমার কোন দোষ নাই।" অনন্তর পরিচারকগণ একখানি পাত্রে একটী মেষশাবকের কাবাব ও একখানি কোমল রুটি দিয়া গেল, আবু-ল্-হসন্ সেই মেষমাংস ও রুটী খলীফের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল, তিনিও তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের আহার সমাপ্ত হইলে পরিচারকগণ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবার জন্য জল ও ক্ষার আনয়ন করিল, তাঁহারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। আবু-ল্-হসন্ তিনটী আলোকাধারে তিনটী বাতি জালিয়া দিয়া পানস্থলীর উপযুক্ত একখানি বস্ত্র পাতিয়া দিলেন এবং সুবাসিত মদিরা আনিয়া চষক পূর্ণ করতঃ সঙ্গীকে বলিলেন "পানসহচর! আপনার আজ্ঞায়

আমাদের পরস্পর লজ্জা ও কুণ্ঠিতত্ব দূর হউক। আপনার দাস আপনার আজ্ঞা প্রার্থনার্থ অপেক্ষা করিতেছে—জগদীশ্বর করুন যেন আপনাকে কখন না হারাই।" যুবক এই কথা বলিয়াই সুরাপান করিল এবং পুনরায় পাত্র পূর্ণ করিয়া অতি বিনীতভাবে খলীফের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। নরপতি তাহার সেইরূপ শালীনতায় প্রীত হইয়া মনে মনে বলিলেন "আল্লার দোহাই এ ব্যক্তিকে আমার উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইতেছে।" যুবক চসক চুম্বন করিয়া খলীফের হস্তে প্রদান করিল। তিনি পাত্রটী গ্রহণ করিয়া চুম্বনকরতঃ পান করিয়া পুনরায় যুবকের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পরম আনন্দে সুরাপান চলিতে লাগিল। যুবক একপাত্র সুরা ঢালিয়া চসকটী তিনবার চুম্বনপূর্ব্বক বলিল ঃ—

"বড়ভাগ্য তাই তব শুভ অধিষ্ঠান
তোমা তরে কত আজি লভিনু সম্মান ;
আমাদের ছাড়ি যদি যাও হে কখন
তোমার অভাব হায় হবে না পূরণ।

প্রভু জগদীশ্বর করুন এই চসকপূর্ণ সুরা পান করিয়া চিরস্বাস্থ্য লাভ হউক।" এইরূপ পরম আনন্দে মধ্য-রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। নরপতি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি কোন কামনা আছে? তুমি কি কোন অসুখ দূর হইলে সন্তুষ্ট হও?" সে বলিল প্রভু আমার কোন অসুখই নাই তবে এইখানে একটী মস্‌জিদে চারিজন বৃদ্ধ থাকে, আমি গীত বাদ্য করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেই তাহারা ওয়ালীকে বলিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট ক্লেশ দেয় ও অর্থদণ্ড করায়। যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে এক এক সহস্র বেত্রাঘাত করিয়া ফোতদুর করিতাম।"

"জগদীশ্বর করুন আপনার অভিলাষ পূর্ণ হউক" খলীফে এই কথা বলিয়াই অতর্কিতভাবে তাহার চসক মধ্যে একখণ্ড বেঞ্জ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলেন। আবু-ল্-হসন্ পান করিয়াই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। নরপতি উঠিয়া দ্বারদেশে গেলেন এবং সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আবু-

ল্-হসন্ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, তোমারা তাহাকে তদবস্থাতেই আমার প্রাসাদে লইয়া যাও।" সঙ্গীগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

খলীফে প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া উজীর জাফর, বোগ্দাদ নগরের ওয়ালী তাহির-তনয় আব্দ্-আল্লা প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষকে আহ্বান করিয়া আবু-ল্-হসন্কে দেখাইয়া বলিলেন "দেখ, এই যুবক যখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে তখন তোমরা সকলেই রাজোচিত সম্মান প্রদান করিয়া খলীফে বলিয়া অভিবাদন করিবে এবং যুবক যাহা কিছু আজ্ঞা করিবে তাহা সমাধা করিবে।" অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গিয়া দাসীদিগকে আহ্বান করিয়া সেইরূপ বলিয়া কৌতুক দর্শনার্থ পার্শ্বস্থ একটী গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারের যবনিকা ফেলিয়া দিয়া নিদ্রা গেলেন।

প্রভাতে আবু-ল্-হসনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে দাস-দাসীগণ দাঁড়াইয়াছিল, অমনি সকলে তাহার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। একটী যুবতী অগ্রসর হইয়া বলিল "প্রভু! প্রাতঃপ্রার্থনার সময় উপস্থিত।" আবু-ল্-হসন্ একটু হাসিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল---একি এ! কোথায় আসিলাম! গৃহটীর চতুর্দ্দিক স্বর্ণ রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য মণি খচিত কারুকার্য্যে শোভিত, স্বর্ণময় ও চীন পাত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কারচোবের পরদা সকল ঝুলিতেছে, ছাদে স্বর্ণময় নানাবিধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে। আবু-ল্-হসন্ হতবুদ্ধি হইয়া আপনা আপনি বলিল "একি! আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? না মর্ত্ত্যভুবন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে আসিয়াছি?" সে এই কথা বলিয়াই পুনরায় নয়ন নিমীলিত করিল। একজন খোজা বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! আপনারত এরূপ রীতি নহে, আজি আপনাকে এমন নূতন পরিবর্ত্তিতের ন্যায় দেখিতেছি কেন?" যুবক কেমন এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি এ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম!" অনন্তর ঘটনাগুলি প্রকৃত কি স্বপ্নময় জানিবার জন্য নিজ অঙ্গুলি দংশন করিল---তাহাতেও ব্যথা বোধ হয়। মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একজন ক্রীতদাসীকে ডাকিয়া বলিল "তোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল "নরনাথ! আমার নাম শেজেরেৎ-এদ্ দর্!" যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বলিতে পার,

আমি কে? কোন স্থানেই বা আছি?" দাসী বলিল "প্রভু, আপনি আমাদের অধীশ্বর ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে—আপনি আপন প্রাসাদে রাজপর্য্যঙ্কে রহিয়াছেন।" আবু-ল্-হসন্ আপনা আপনি বলিল "হুঁা বুঝা গিয়াছে আমার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে—আমার সেই অতিথিটী হয় ঐন্দ্রজালিক, না হয় প্রেত-যোনি; সে-ই আমাকে এইরূপে মায়াজালে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে।"

খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ গোপনে বসিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন, তাহার সেইরূপ ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আবু-ল্-হসন্ প্রধান খোজাকে আহ্বান করিল, সে "প্রভু খলীফের কি অনুমতি হয়" এই কথা বলিয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক বলিল "কে তোমাদের খলীফে?" সে বলিল "কেন প্রভু, এরূপ অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন কেন আপনিই ধার্ম্মিকাধিরাজ খলীফে সমস্ত রাজ্যের অধিপতি।" "তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ" আবু-ল্-হসন্ এই কথা বলিয়া আর একজন খোজাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যদি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে সত্য করিয়া বল দেখি আমি, খলীফে কিনা?" সে বলিল "আল্লার দোহাই আপনিই আমাদের খলীফে—সমস্ত রাজন্যগণের ঈশ্বর।" যুবক হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "সে কি কথা আমি কি এক রাত্রের মধ্যেই খলীফে হইয়া পড়িলাম, এই যে কল্য আমি আবু-ল্-হসন্ ছিলাম! আজি একেবারে খলীফে!" খোজা তাহার হস্তে একযোড়া রত্নখচিত পাদুকা প্রদান করিল। আবু-ল্-হসন্ পাদুকাদ্বয় অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া জামার আস্তিনের মধ্যে রাখিয়া দিল। খোজা বলিল "প্রভু পাদুকাদ্বয় পদে পরিধান করুন।" 'ঠিক কথা বলিয়াছ পাদুকা পায় দিতে হইবে, পাছে নষ্ট হইয়া যায় সেই ভয়ে আমি লুকাইয়া রাখিতেছিলাম" যুবক এই কথা বলিতে বলিতে পাদুকা পরিধান করিল। একজন ক্রীতদাসী একটী স্বর্ণময় পাত্র ও জল আনয়ন করিল। আবু-ল্-হসন্ মুখ প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল; পরিচারকগণ একখানি নমাজের আসন পাতিয়া দিল। আবু-ল্-হসন্ বিংশতি রেকার নমাজ করিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আমি সত্যই খলীফে হইয়াছি, এত ব্যাপার কখনই স্বপ্ন হইতে পারে না। নমাজ পাঠ সমাপ্ত হইলে পরিচারকগণ একটী মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ আনিয়া দিল। যুবক সেটা

পরিধান করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক এক একবার পরিচ্ছদগুলি দেখিতে লাগিল ও মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এ সকল কি? ইহা স্বপ্ন না ভূতযোনির মায়া?"

আবু-ল্-হসন্ এইরূপে বসিয়া আছে এমন সময়ে একজন মেমলুক আসিয়া বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! প্রধান রাজকর্ম্মচারী আপনার দর্শন-লাভাশায় দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আবু-ল্-হসন্ তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিল। সে প্রবেশ করিয়া যুবকের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া বলিল "নরনাথ! আপনার মঙ্গল হউক।" যুবক তাহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। রাজপুরুষ বলিল "আল্লা আল্লা! ধার্ম্মিক রাজ! আমরা আপনার দাস—রাজ্যস্থ সকলেই আপনার অধীন; কাহাকেও দেখিয়া আপনার আসন ত্যাগ করা উচিত নহে।" একজন পরিচারক আসিয়া সমাচার দিল জাফরএল্বারমেকী এবং তাহির-তনয় অব্দ-আল্লা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছেন। যুবক তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আনিতে বলিল। তাঁহারা আবু-ল্-হসনের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন। আবু-ল্-হসন্ প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক ওয়ালীকে আহ্বান করিয়া বলিল "অমুক পথের অমুক স্থানে আবু-ল্-হসনের মাতাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আমার সেলাম জানাও এবং সেইখানেই একটী মসজীদ আছে তাহাতে চারিজন শেখ থাকে সেই শেখদিগের প্রত্যেককে এক এক সহস্র বেত্রাঘাত করিয়া বিপরীতাভিমুখে গর্দ্দভারোহণে সকল পথ বেড়াইয়া আন। দেখিও যেন আমার আজ্ঞার তিলমাত্রও অন্যথা না হয়।" ওয়ালী তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা সমাধা করিতে গেল। এইরূপে যুবক সমস্ত দিবস নানারূপে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অপরাহ্ন সময়ে সকলকে বিদায় প্রদান করিল।

সকলে চলিয়া গেলে আবু-ল্-হসন্ পার্শ্বস্থ একটী খোজাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিল "আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে কিছু আহার করিতে ইচ্ছা করি। খোজা তাহাকে ভোজনার্থ একটী ভিন্ন গৃহে লইয়া গেল। পরিচারকগণ মেজ পাতিয়া দিয়া নানারূপ মহামূল্য উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সাজাইয়া দিল এবং দশজন পূর্ণযৌবনা রূপবতী ক্রীতদাসী পশ্চাৎভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। আবু-ল্-হসন্ তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?"

সে উত্তর দিল "প্রভু, আমার নাম কাজীর-এল্-বান্ *।" আবু-ল্-হসন্ বলিল "কাজীর-এল্-বান্! বল দেখি আমি কে?" সে বলিল "প্রভু আপনি ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে।" যুবক বলিল "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ—আল্লার দোহাই তোমারা আমাকে পরিহাস করিতেছ।" দাসী বলিল "সেকি প্রভু! আপনি ঈশ্বরকে ভয় করুন। আপনি ধার্ম্মিকাধিপতি, এ প্রাসাদ আপনার, আমরা আপনারই দাসী—আজি কেন আপনার পদমর্য্যাদা অস্বীকার করিয়া বারম্বার আমাদিগকে অপরাধিনী করিতেছেন।" সে সেই কথা শুনিয়াই মনে মনে ভাবিল, যখন ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে তখন তিনি যে আমাকে খলীফে করিয়া দিতে পারেন তাহার আর বিচিত্র কি? ভোজন সমাপ্ত হইলে দাসী তাহার হাত ধরিয়া পানাগারে লইয়া গেল। আবু-ল্-হসন্ গৃহের মনোহর সজ্জা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া মনে মনে বলিল "নিশ্চয়ই এ সমস্ত সেই জীন নরপতির লীলা, সে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহার পরিশোধ দিবার কোন সদুপায় না পাইয়াই এ সকল কৌশল করিয়াছে; সে-ই তাহার অধীনস্থ জীনদিগকে এইরূপ বেশ পরিগ্রহ করাইয়া আমাকে খলীফে বলিয়া সম্বোধন করিতে বলিয়া দিয়াছে। যাহা হউক এখন জগদীশ্বরের দয়া ব্যতীত আর আমার এ মায়াজাল হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই।" যুবক মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় একজন ক্রীতদাসী চসকে সুরাপূর্ণ করিয়া দিল। সে তাহা লইয়া পান করিল। দাসী পুনঃ পুনঃ সুরা ঢালিয়া দিতে লাগিল, আবু-ল্-হসনও বারম্বার সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িল। দাসী একপাত্র সুরায় কিঞ্চিৎ বেঞ্জ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিল। সেই সুরাপান করিয়াই আবু-ল-হসন ঢলিয়া পড়িল।

উর্-রসীদ আবু-ল্-হসন্‌কে পুনরায় তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। পরিচারকগণ যেরূপে তাহাকে আনিয়াছিল সেইরূপেই আবার রাখিয়া আসিল, অর্দ্ধ রাত্রে আবু-ল্-হসনের বেঞ্জের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া দেখিল চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারাবৃত, সে অন্ধকারে শয়ান রহিছে;—"কাজীর-এল্-বান্! শেজোরৎ-এদ্-দর!" বলিয়া খলীফের দাসীদিগকে

* কাজীর এল্-বান্—উইলো শাখা।



ডাকিতে লাগিল। তাহারা এখন কোথায়? সে নিজেই বা কোথায়? কে তাহাকে উত্তর দিবে? ক্ষণকাল এইরূপ ডাকাডাকি করিতে তাহার মাতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" এরূপ চিৎকার করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি পাগল হইয়াছ?" আবু্ল্-হসন্ মাতার কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "কে তুই পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা তোর্ এতদূর স্পর্দ্ধা ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফেকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছিস্!" তিনি বলিলেন, "বৎস, আমি যে তোমার মাতা!" সে বলিল "তুই মিথ্যা বলিতেছিস্, আমি এই সমস্ত দেশ বিদেশের অধিপতি ধার্ম্মিকরাজ খলীফে—রাজ্যস্থ সমস্ত লোক আমার প্রজা" আবু্ল্-হসনের জননী সেইকথা শুনিয়া ভীত হইয়া বলিলেন "চুপ! চুপ! ওকথা মুখে আনিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনই রাজদ্বারে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" তিনি এই কথা বলিয়া পুত্রের সেরূপ মতিভ্রম দূর করিবার জন্য তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিলে, প্রেতযোনিরা স্বপ্নে মনুষ্যের ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া থাকে। তুমি স্থির হও তোমাকে এক সুসংবাদ দিতেছি।" আবু-ল্-হসন্ জিজ্ঞাসা "করিল কি সুসংবাদ?" রমণী

বলিলেন, "কল্য খলীফে মস্‌জিদের শেখদিগের প্রত্যেককে সহস্র বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়া শপথপূর্ব্বক এই মোচলকা লিখিয়া লইয়াছেন যে আর তাহারা কখন পরের কথায় কথা কহিবেক না ও কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিবেক না; আর আমাকে একশত দীনার দিয়া সেলাম জানাইয়া পাঠাইয়াছেন।" সেই কথা শুনিয়াই আবু-ল্‌-হসন্‌ চীৎকার করিয়া বলিল, "আমিই তাহাদিগকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিয়া ছিলাম—আমিই তোমাকে একশত দীনার দিয়া সেলাম জানাইতে বলিয়াছিলাম—আমিই খলীফে, আমিই ধার্ম্মিকাধিপতি।" সে এই কথা বলিয়াই উঠিয়া একগাছি যষ্টির দ্বারা মাতাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

রমণী প্রহার যাতনায় ব্যাকুল হইয়া "মুসলমানগণ, আমাকে রক্ষা কর!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবেশীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে আরও প্রহার করিতে করিতে বলিতে লাগিল "পাপিয়সি! আমি খলীফে নহি? তুই আমাকে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে এইরূপ করিয়া রাখিয়াছিস্‌।" দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া পাগলাগারদে লইয়া গেল। সেখানকার চিকিৎসকগণ তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অতি কটু ঔষধ সেবন করাইতে ও প্রহার করিতে লাগিল। আবু-ল্‌-হসন্‌ যদিও প্রকৃত উন্মাদগ্রস্ত নহে তথাপি দারুণ প্রহারের যাতনায় তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এইরূপে দশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, একাদশ দিবসে তাহার জননী তাহাকে দেখিতে আসিলেন। আবু-ল্‌-হসন্‌ তাঁহার নিকট নিজ দুরবস্থার অভিযোগ করিল। রমণী বলিলেন "বৎস, সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত, বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি তুমি যদি যথার্থই ধার্ম্মিকরাজ হইতে, তাহা হইলে কি তোমাকে এরূপ দুরবস্থা ভোগ করিতে হইত?" যুবক বলিল "যথার্থ কথা—আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে সে দিন আমি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, সকলে আমাকে খলীফে করিয়া দিয়াছে; চতুর্দ্দিকে মনোহারিণী ক্রীতদাসীগণ আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—বাস্তবিক—সে সমস্তই স্বপ্ন মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে।" রমণী বলিলেন "ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন—বৎস, সয়তান ইহা অপেক্ষাও যে কত অধিক করিয়া



থাকে তাহা বলা যায় না।" আবু-ল্-হসন্ বলিল, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন—সে দিনের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—তিনি যেন আমাকে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আর না দেন।"

রমণী আবু-ল্-হসন্‌কে বাতুলালয় হইতে হাম্মামে লইয়া গিয়া আরোগ্য-স্নান করাইলেন এবং পুনরায় বাটীতে লইয়া গেলেন। আবু-ল্-হসন্ কয়েক দিনের পর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য পূর্ব্ববৎ আয়োজন সমস্ত করিতে বলিল। কিন্তু একাকী পান আহার করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মাতার নিকট গিয়া বলিল "মা, একাকী পান আহার করিয়া কোন আমোদ লাভ হয় না, একাকী জীবনধারণ করা আমার পক্ষে অতি ক্লেশকর।" তিনি বলিলেন, "তুমি যদি পুনরায় যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তাহা হইলে পুনরায় তোমাকে শীঘ্রই বাতুলালয়ে যাইতে হইবে।" আবু-ল্-হসন্ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না, একজন পানসহচর ধরিয়া আনিবার জন্য পুনরায় সেতুর উপরে গিয়া বসিয়া রহিল।

খলীফে আবু-ল্-হসনের কি দশা হইল দেখিবার জন্য প্রত্যহ বণিক্‌বেশে সেতুর উপরে বেড়াইতে আসিতেন, কিন্তু আবু-ল্-হসন্ বাতুলাশ্রমে ছিল

সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত না, সে দিন সহসা তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আবু-ল্-হসন্ নবপতিকে দেখিয়াই বলিল "আসুন আসুন জ্ঞান অধিপতি! ভাল আছেন ত?" উর্-বসীদ বলিলেন, "কেন মহাশয়, আমি আপনার কি করিয়াছি?" যুবক বলিল "জ্ঞানাধম! যাহা করিয়াছ তাহা অপেক্ষা আব কি অধিক করা যাইতে পারে? তোমার জন্য আমাকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ হইতে হইল—ক্ষিপ্ত বলিয়া পরিচিত হইতে হইল—ভয়ানক প্রহার যাতনা ভোগ করিতে হইল। আর ইহা অপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে! আমি তোমাকে বাটীতে লইয়া গেলাম—আমার খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা কিছু উপাদেয় ছিল সমস্তই তোমাকে দিলাম, তুমি কিনা তোমার ভূতপ্রেতদিগকে সমস্ত দিবস আমাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে দিলে। যাও এখন আর তোমার সহিত আলাপ পরিচয়ে কাজ নাই নিজে নিজের পন্থা দেখ।"

খলীফে ঈষৎ হাসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং মিষ্ট বচনে বলিলেন, "ভায়া হে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আমি তোমার কিছুই অনিষ্ট করি নাই—সে দিন তুমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া না দিয়াই প্রস্থান কবিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই সুযোগে কোন জীন তোমার গৃহে প্রবেশ কবিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকিবে।" আবু-ল্-হসন্ বলিল, "আব সে কথার প্রয়োজন নাই যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ভাল তুমিই বা কি বলিয়া দ্বার খুলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে? দেখ দেখি ভূতযোনিতে আমাকে কি যাতনাই না দিল?" সে এই কথা বলিয়াই যে যেরূপ ঘটিয়াছিল সমস্তই বর্ণন করিল। খলীফে অতি কষ্টে হাসা সম্বরণ করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, যে তুমি সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ—আমি আবাব তোমাকে পুনরায় সুখ স্বচ্ছন্দযুক্ত দেখিয়া যে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।" আবু-ল্-হসন্ বলিল "যাহাই বলনা কেন ভাই, আমি আর তোমাকে বাটীতে লইয়াও যাইব না, একত্র পানাহারও করিব না—সে সকল কার্য্য তুমিই কর আর যেই করুক, তুমিই ত তাহার কারণ; যে ব্যক্তি একবার একটা প্রস্তরে আহত হইয়া আবার তাহার নিকটে যায়, তাহাব অপেক্ষা

মূর্খ নির্ব্বোধ আর ত্রিভুবনে নাই। তোমার সহিত আলাপ হইয়া আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই, কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি ও ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে।" খলীফে বলিলেন, "অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে তাহা যথার্থ, কিন্তু তোমার কি কিছুই লাভ হয় নাই?—আমিই যদি সে সমস্তের কারণ হই তাহা হইলে মসজীদের শেখদিগের শাস্তিরও ত কারণ আমি।" যুবক বলিল, "হাঁ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব।" নরপতি বলিলেন, "আজি যদি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কিছু ভাল হয় তাহা হইলে ত সন্তুষ্ট হইবে?" যুবক যুগপৎ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কেন, আজি আবার তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" খলীফে বলিলেন, "আজিও আমি তোমার অতিথি হইতে ইচ্ছা করি।" আবু-ল্-হসন্ ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া বলিল, "ভাল, আমি তোমাকে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু অগ্রে তোমাকে পবিত্রাত্মা দায়ুদ-তনয় স্থলেমানের অঙ্গুরীয় খোদিত মন্ত্রাবলীর নামে এই শপথ করিতে হইবে যে তুমি আর তোমার ভূতপ্রেত দ্বারা আমাকে সেরূপ যাতনা দিবে না।" খলীফে বলিলেন "তোমার যাহা অভিরুচি।"

আবু-ল্-হসন্ বণিক্‌বেশধারী খলীফে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে বাটীতে লইয়া গিয়া নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিল। আহার সমাপ্ত হইয়া গেলে সুরাপান চলিতে লাগিল। চসকের উপর চসক সুরাপান করিয়া আবু-ল্-হসনের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে বলিল, "বন্ধুগণ! যথার্থ কথা আমি সত্য সত্যই খলীফে হইয়া এক দিন রাজকার্য্য সমাধা করিয়াছি। সে সকল স্বপ্ন নহে, বাস্তবিকই ধার্ম্মিকাধিপতি হইয়াছিলাম।" খলীফে বলিলেন, "সে সকল কেবল স্বপ্ন মাত্র, স্বপ্নে অলীক বিষয় সকল প্রকৃতের ন্যায়ই দেখাইয়া থাকে।" নরপতি এই কথা বলিয়াই তাহার সুরার মধ্যে কিঞ্চিৎ বেঞ্জ মিশাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার জীবনের দোহাই তোমাকে এই মদিরাটুকু পান করিতে হইবে।" "তোমার অনুরোধ রক্ষার্থে অবশ্যই পান করিব—অতিথি আমাদের পরম পূজনীয়।" আবু-ল্-হসন্ এই কথা বলিয়াই নরপতিপ্রদত্ত সুরা পান করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চেতনা বিদূরিত হইল, সে জড়বৎ ভূতলে নিপতিত হইল। খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ উঠিয়া তাহাকে প্রাসাদে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া চলিয়া

গেলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ আবু-ল্-হসন্‌কে লইয়া গিয়া রাজ-শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। নরপতি ক্রীতদাসীদিগকে শয্যার চারিদিকে ঘিরিয়া গীত বাদ্য করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং একটী গুপ্তস্থান হইতে তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি অবসান প্রায়, আবু-ল্-হসনের নেশার ঘোর ক্রমে ছাড়িয়া আসিল—বীণাবেণুর ও রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর স্বরালাপে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়াই ভয়-বিহ্বলস্বরে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দাসীগণ নিকটে আসিয়া বলিল, "ধার্ম্মিকরাজ! কি অনুজ্ঞা বলুন, আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনার্থ উপস্থিত আছি।" "জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই!—হা আল্লা আবার এসকল কি?" যুবক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল "মা, মা। তুমি কোথায়, আমাকে রক্ষাকর আজিকার রাত্রি আরও মন্দ—আরও ভয়ানক।" পূর্ব্বে কি কি ঘটিয়াছিল, মাতার সহিত কিরূপ বিবাদ হইয়াছিল, প্রতিবেশীগণ কিরূপে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করিয়াছিল, সেখানে কিরূপ ঔষধ সেবন করিতে হইত, কত প্রহারযাতনা ভোগ করিতে হইত সমস্তই মনে পড়িতে লাগিল—মনে মনে মহা ভয় উপস্থিত হইল, বলিল, "এ সমস্ত জীন, ইহারা মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া আছে মাত্র! যাহা হউক আল্লার হস্তে আত্মা সমর্পণ করিলাম, তিনি আমার ভাগ্যে যাহা করিবেন তাহাই হইবে।" সে এই কথা বলিয়াই নিকটস্থ একজন মেম্‌লুককে ডাকিয়া বলিল, "ওহে একবার আমার কাণটা কামড়াইয়া ধরত, দেখি আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত।" মেম্‌লুক বলিল "সেকি ধার্ম্মিকাধিপতি! আমি দাস হইয়া আপনাকে দংশন করিব কিরূপে?" আবু-ল্-হসন বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাহা বলিতেছি তাহা কর নতুবা তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" মেম্‌লুক দ্বিরুক্তি না করিয়া নিকটে গিয়া তাহার কর্ণে এমনি দংশন করিল যে মাংস ভেদ করিয়া দন্তে দন্তে স্পর্শ হইল। আবু-ল্-হসন যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। খলীফে অন্তরাল হইতে সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন। উপস্থিত দাস দাসীগণ মেম্‌লুককে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিল "আরে তুই পাগল হইলি নাকি? তোর্ একিরূপ বিবেচনা! তুই স্বচ্ছন্দে খলীফের কর্ণে দংশন করিলি?" আবু-ল্-হসন্



নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওরে পাপিষ্ঠ জীনগণ! আমার যে এত দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতেও কি তোদের প্রীতি হয় নাই? তোদেরইবা দোষ দিব কি; তোদেরি অধিপতি, যে তোদের এইরূপ রূপপরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া আমাকে যাতনা দিতে নিযুক্ত করিয়াছে তাহারই সমস্ত দোষ। যাহাহউক সিংহাসনের কবিতা, সরলতার পরিচ্ছেদ ও প্রতিকারক পরিচ্ছেদদ্বয়* পাঠ ব্যতিরেকে আর তোদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিতেছি না।" খলীফে যবনিকার অন্তরাল হইতে সেই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আবু-ল্-হসন! তুমি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলে।" স্বর শুনিয়াই আবু-ল্-হসন চিনিতে পারিল; উঠিয়া ভূমি চুম্বন করিল। নরপতি তাহাকে একটী মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া পানসহচররূপে নিযুক্ত করিলেন।

ক্রমে আবু-ল্-হসন সকল পানসহচরের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। নরপতি তাহাকে এত অনুগ্রহ করিতেন যে, যখন রাজ্ঞী এলকাসিম-তনয়া জুবেদের সহিত একত্র বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন তখনও সে তথায় থাকিত। খলীফে রাজ্ঞীর প্রিয়তমা ধনরক্ষিকা দাসী নুঝোৎ-এল্-

* কোরাণের কয়েকটী পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদ কয়টী পাঠ করিলে আর উপদেবতার ভয় থাকে না।

ফদের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। সে সহধর্ম্মিণীর সহিত পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কিছুদিনের পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয়িত হইয়া গেল,—বড়ই ক্লেশ উপস্থিত হইল। আবু-ল্-হসন্ প্রিয়-তমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিল, "দেখ, একটা কিছু কৌশল করিয়া দুইজনেই খলীফে ও রাজ্ঞী উভয়ের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করি।" রমণী বলিল, "হানিকি, কি করিতে হইবে বলুন।" সে বলিল, "আমরা দুই জনে যেন মরিয়াছি এইরূপ ভান করিয়া থাকি। অগ্রে আমি মরি, তুমি আমার উপর একখানি রেশমী কাপড় আচ্ছাদন করিয়া আমার পাকড়ীটী খুলিয়া সমস্ত শরীর মুড়িয়া ও পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় বাঁধিয়া দিয়া, বিশৃঙ্খলকেশবেশে রাজ্ঞীর নিকটে গিয়া রোদন কর ও কপোলে করাঘাত করিতে থাক। তাহা হইলেই তিনি রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি বলিবে আবু-ল্-হসনের অপেক্ষা জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া রাখুন; আবু-ল্-হসনের কাল হইয়াছে। তিনি সেই কথা শুনিয়া তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে থাকিবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান ধনরক্ষিকাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা ও একখানি রেশমী আচ্ছাদন বস্ত্র দিতে আজ্ঞা করিয়া বলিবেন, যাও তোমার স্বামীর গতি করিয়া আইস। তুমিও সেই দীনার ও বস্ত্র লইয়া চলিয়া আসিবে। তুমি আসিলে আবার আমি উঠিয়া তোমাকে আমার ন্যায় বাঁধিয়া ও আচ্ছাদিত করিয়া নরপতির নিকটে যাইব এবং তোমার মৃত্যু সংবাদ দিয়া বসন ভূষণ ও শ্মশ্রু ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকিব, তাহা হইলে তিনি ধনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আমাকে কবরের খরচের জন্য একশত দীনার ও একখানি রেশমী আচ্ছাদন বস্ত্র প্রদান করিতে বলিয়া বলিবেন, যাও তোমার সহধর্ম্মিণীকে কবরস্থ করিয়া আইস। আমি অমনি দীনারগুলি ও বস্ত্রখানি লইয়া চলিয়া আসিব। এইরূপে আমাদের দুইশত দীনার ও দুইখানি বস্ত্র লাভ হইবে।" নুঝেৎ-এল্-ফদ্ শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিল, "অতি উত্তম উপায়, যথার্থই ইহাতে আমরা বিনা আয়াসে উপার্জ্জন করিতে পারিব।"

আবু-ল্-হসন্ শয়ন করিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। রমণী তাহার আদেশ অনুসারে চক্ষুর্দ্বয় ও পদদ্বয় বান্ধিয়া একখানি আচ্ছাদনে প্রাবৃত

করিয়া দিল এবং কেশপাশ বিশৃঙ্খল ও বসন ভূষণগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রাজ্ঞী জুবেদের নিকটে গেল। রাজ্ঞী তাহাকে সেইরূপ ব্যাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি! তোমার কি হইয়াছে রোদন করিতেছ কেন?" নুঝেৎ-এল্-ফদ্ রোদন করিতে করিতে বলিল "ঠাকুরাণি! আবু-ল্-হসনের অপেক্ষা জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘ-জীবিনী করুন—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" রাজ্ঞী সেই সংবাদে অতীব দুঃখিত হইলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের পর অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া ধনরক্ষিকাকে ডাকিয়া একশত দীনার ও একখানি রেশমী আচ্ছাদনবস্ত্র প্রদান করিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত আনিয়া দিল। রাজ্ঞী বলিলেন "যাও এই মুদ্রাগুলি ব্যয় করিয়া যাহাতে তোমার স্বামীর সংগতি হয় তাহা কর গে। নুঝেৎ-এল্-ফদ্ দীনার ও বস্ত্র লইয়া পরম আনন্দে বাটীতে ফিরিয়া গিয়া আবু-ল্-হসনকে সমস্ত বলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুদ্রা ও বস্ত্র লইয়া পরম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

এইবার নুঝেৎ-এল্-ফদের পালা, সে তাহার স্বামীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ন করিল। আবু-ল্-হসন্ তাহাকে মৃতদেহের ন্যায় বাঁধিয়া ও আবৃত করিয়া রাখিল এবং বসনভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করত পাক্ড়ীটী বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে রাজসভায় গেল। খলীফে তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আবু-ল্-হসন্! ব্যাপার কি, কি হইয়াছে?" সে রোদন করিতে করিতে বলিল "হায়, নরনাথ! যদি আপনার পান সহচর জন্মগ্রহণ না করিত, কি যেক্ষণে আপনার পানসহচরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে ক্ষণ না হইত তাহা হইলে ভাল হইত।" নরপতি বলিলেন "কেন কি ঘটিয়াছে—কিজন্য তুমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছ?" সে উত্তর দিল "নরনাথ জগদীশ্বর আপনাকে নুঝেৎ-এল্-ফদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী করুন।" সেই কথা শুনিয়াই খলীফে "ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই" এই কথা বলিয়া আবেগে করে করাঘাত করিলেন। অনন্তর নরপতি পানসহচরের সান্ত্বনার্থ অনেক বুঝাইয়া বলিলেন— "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—যাহার প্রতিকার নাই তাহার জন্য শোক

করিলে আর কি হইবে ? শোক দুঃখ ত্যাগ কর আমি আর একটী দাসী তোমাকে প্রদান করিব তুমি তাহারই সহিত সুখে দিনাতিপাত করিও।” তিনি এই কথা বলিয়াই কোষাধ্যক্ষকে একশত দীনার ও একখানি আচ্ছাদন বস্ত্র দিতে আজ্ঞা করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিল। নরপতি বলিলেন “যাও এই দীনার ও আচ্ছাদনবস্ত্র লইয়া তোমার গৃহিণীকে কবরস্থ করগে। আবু-ল্-হসন মুদ্রাগুলি ও বস্ত্রখানি লইয়া পুলকিত হৃদয়ে বাটীতে ফিরিয়া গেল এবং সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিল “আর পড়িয়া রহিয়াছ কেন উঠিয়া আইস, আমাদের অভিলষিত পূর্ণ হইয়াছে।” রমণী সেইকথা শুনিয়া উঠিয়া দীনারগুলি পূর্ব্ব দীনারের সহিত ও বস্ত্রখানি পূর্ব্ব বস্ত্রের সহিত রাখিয়া দিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া বসিল। উভয়ে নানারূপ হাস্য পরিহাস ও আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল।

এদিকে খলীফে মনে মনে ভাবিলেন হয়ত প্রিয়তমা দাসীর বিচ্ছেদে রাজ্ঞী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অতীব কর্ত্তব্য সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র সভাভঙ্গ করিয়া মেসরুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন। রাজ্ঞী আবু-ল্-হসনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অবধি নরপতিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। নরপতি রাজ্ঞীকে ম্লান মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই বলিলেন “জগদীশ্বর তোমাকে তোমার দাসী নুঝেৎ-এল্-ফদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী করুন।” রাজ্ঞী বলিলেন “সেকি কথা সেকি কথা! আল্লা আমার ক্রীতদাসীকে নিরাপদে রাখুন। জগদীশ্বর আপনাকে আপনার পানসহচর আবু-ল্-হসনের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী করুন—কারণ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।” নরপতি ঈষৎ হাসিয়া মেস্‌রুরকে বলিলেন “দেখিতেছ মেস্‌রুর নারীজাতি স্বভাবতই একটু বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে, আল্লার দোহাই, এইমাত্র না আবু-ল্-হসন্ আমার নিকটে আসিয়াছিল?” সেই কথায় রাজ্ঞীর কিঞ্চিৎ ক্রোধের উদ্রেক হইল, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “কেন আবু-ল্-হসনের মৃত্যুতে কি পর্য্যাপ্ত হয় নাই, আমার দাসীটীরও মৃত্যু কামনা করিতেছেন। আমাদের একটী ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেই আমি দুঃখিত হইয়াছি, আপনি তাহা না হইয়া দুইটী ক্ষতির প্রার্থনা করিতেছেন, সেই জন্যই কি আমি বুদ্ধিহীন?” নরপতি বলিলেন “না না নুঝেৎ-এল্-ফদেরই কাল

হইয়াছে।” রাজ্ঞী বলিলেন “না কখনই না, সে এই কতক্ষণ রোদন করিতে করিতে স্বামির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া একশত দীনার ও একখানি আচ্ছাদনবস্ত্র দিলাম। আবু-ল্‌-হসনের কাল হইয়াছে সে আপনার নিকটে আইসে নাই—কেন একটা মিথ্যা কথা লইয়া বলপূর্ব্বক আমাকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিতেছেন?” সেই কথা শুনিয়া খলীফে হাঁসিয়া বলিলেন “তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, দাসীরই প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।” রাজ্ঞী বলিলেন “না না না! প্রভু, আবু-ল্‌-হসনেরই মৃত্যু হইয়াছে, আর কেহই মরে নাই।” সেইরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় ক্রমে খলীফের ক্রোধের উদয় হইল, তাঁহার বংশের চির-প্রসিদ্ধ ক্রোধ-চিহ্ন চক্ষুর্দ্বয়ের অন্তর্ভূমিস্থ শিরা ফুলিয়া উঠিল, মেস্‌রুরকে বলিলেন “যাও এখনই দেখিয়া আইস, আবু-ল্‌-হসন্‌ মরিয়াছে কি তাহার স্ত্রীর কাল হইয়াছে।” আজ্ঞামাত্র খোজা দ্রুত চলিয়া গেল।

খলীফে বলিলেন “এখন ত লোক পাঠাইলাম—আইস বাজী রাখ।” “স্বচ্ছন্দে।” রাজ্ঞী বলিলেন “স্বচ্ছন্দে, এখনই বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছি—আপনার পানসহচর আবু-ল্‌-হসন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।” খলীফে বলিলেন “আমিও বাজী রাখিতেছি তোমার দাসী নুঝেৎ-এল্‌-ফদেরই প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার প্রমোদ উদ্যান পরাজিত হইবে, আর যদি তোমার কথা মিথ্যা হয় তাহা হইলে তোমার চিত্র-প্রাসাদটী হারিবে।” সেই পণই স্থির হইলে দুই জনে মেস্‌রুরের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবু-ল্‌-হসন্‌ বাতায়নে বসিয়া ছিল দূর হইতে মেস্‌রুরকে তদভিমুখে আসিতে দেখিয়া নুঝেৎ-এল্‌-ফদ্‌কে বলিল “বোধহয় খলীফে তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সভাভঙ্গপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিয়াই নিজের বিশ্বাস মত বলিয়াছেন ‘আবু-ল্‌-হসনের মৃত্যুতে আপনার যে ক্ষতি হইয়াছে জগদীশ্বর তাহা পূরণ করিয়া দিউন।’ তাহা শুনিয়া হয়ত খলীফে বলিয়াছেন ‘সেকি কথা, নুঝেৎ-এল্‌-ফদেরই কাল হইয়াছে আর সকলেই কুশলে আছে, অতএব জগদীশ্বর তোমাকে তাহার অপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী করিয়া রাখুন।’ এইরূপে উভয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক

হইয়াছে, পরে নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া জয় পরাজয়ের পণ নিরূপিত করিয়া মেস্‌রুরকে দেখিতে পাঠাইয়াছেন। ঐ দেখ খোজা দ্রুতপদে আসিতেছে। অতএব তুমি পূর্ব্বের ন্যায় মৃতবৎ শয়ন কর, আমি তোমাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি। তাহা হইলে মেস্‌রুর আসিয়া দেখিবে যে যথার্থই তোমার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে আমারও কথাটা রক্ষা হইবে।"

স্বামীর আদেশানুসারে রমণী নিশ্চেষ্ট শয়ন করিল। আবুল্-হসন্ তাহাকে ইজারের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পার্শ্বে বসিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। মেস্‌রুর আসিয়া সেলাম করিয়া রমণীর মুখের আচ্ছাদন তুলিয়া দেখিয়া বলিল "ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই? আমাদের ভগিনী নুঝোৎ-এল্-ফদেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। অদৃষ্টের কার্য্য কত শীঘ্র যে সমাহিত হয় তাহা নিশ্চয় করা যায় না। জগদীশ্বর ইহাঁর প্রতি সদয় হউন আপনার দায় উদ্ধার করুন।" সে এই কথা বলিয়াই তথা হইতে নরপতির নিকটে গিয়া সমস্ত বলিল। জুবেদে সেই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। খলীফে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "এখন হাসিবার সময় নহে—এখন কে মরিয়াছে তাহা আমি শুনিতে চাহি।" খোজা বলিল "প্রভু! আল্লার দোহাই! আবু-ল্-হসন্ সুস্থ শরীরে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রীরই পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।" নরপতি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "এখন একবার রাজ্ঞীকে বল-দেখি কিরূপ দেখিয়া আসিলে।" মেস্‌রুর রাজ্ঞীর দিকে ফিরিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আমি এখান হইতে এক দৌড়েই আবুল্-হসনের আবাসে গেলাম। দেখিলাম নুঝোৎ-এল্-ফদের মৃত্যু হইয়াছে, আবু-ল্-হসন্ তাহার মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাকে সেলাম করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলাম এবং নানা রূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া মৃতদেহের সদ্গতি করিতে বলিয়া আসিলাম। আমি স্বচক্ষে মৃতদেহের আবরণ খুলিয়া দেখিয়া আসিতেছি, দেহটা পচিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আবু-ল্-হসনও তাহাকে কবরস্থ করিবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল, আমিও চলিয়া আসিলাম।" খলিফে হাসিয়া বলিলেন "ফের বল—ফের বল—নির্ব্বুদ্ধি রমণীকে আবার বল—কি দেখিলে।" রাজ্ঞী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন" "যে ক্রীতদাসের কথা বিশ্বাস করে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ," তিনি

এই কথা বলিয়াই খোজাকে গালি দিতে লাগিলেন। খলীফে কেবল হাসিতে লাগিলেন। মেস্‌রুর রাজ্ঞীর ভর্ৎসনাবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "যে মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে নারীজাতি স্বভাবতই বুদ্ধিতে ও ধর্ম্মজ্ঞানে হীন, তিনি অতি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন।"

রাজ্ঞী জুবেদে বলিলেন "আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন এবং আপনার ক্রীতদাস আপনার সন্তোষ বিধানার্থ মিথ্যা বলিয়া আপনার কথার পোষকতা করিতেছে। আমি নিজের বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া দিব সে দেখিয়া আসিবে কে যথার্থ মরিয়াছে।" খলীফে বলিলেন "স্বচ্ছন্দে —এখনই।" রাজ্ঞী একজন বৃদ্ধা কারামাণেকে ডাকিয়া কয়েকটী মুদ্রা দিয়া বলিলেন "যাও তুমি শীঘ্র নুঝেৎ-এল্-ফদের বাটীতে গিয়া দেখিয়া আইস কাহার কাল হইয়াছে। শীঘ্র আসিও, সেখানে বিলম্ব করিওনা।" বৃদ্ধা দ্রুত চলিয়াগেল। খলীফে ও মেস্‌রুর উভয়ে হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে চলিল; মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে, যে পথে আবু-ল্-হসনের আবাস, সেই পথে উপস্থিত হইল। আবু-ল্-হসন্ বাতায়ন হইতে তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিল "রাজ্ঞী মেস্‌রুরের কথায় বিশ্বাস করেন নাই, ঐ দেখ তিনি পুনরায় আমাদের মধ্যে কে মরিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য নিজ কারামাণেকে পাঠাইয়াছেন, সে দ্রুত এই দিকে আসিতেছে, এবারে যাহাতে রাজ্ঞীর কথা বজায় থাকে তাহা করিতে হইবে। এখন আমি মৃতবৎ পড়িয়া থাকি, তুমি আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রোদন করিতে থাক।"

আবু-ল্-হসন মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; নুঝেৎ-এল্ ফদ একখানি রেশমী বস্ত্রে তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া শিয়রে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল আবু-ল্-হসনেরই মৃত্যু হইয়াছে, তাহার রমণী শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছে। নুঝেৎ-এল্-ফদ বৃদ্ধাকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিল "ঠাকুরাণি! এই দেখুন আমার কি দুরবস্থা হইয়াছে—আমার জীবন-রজনীর একমাত্র দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে।" অনন্তর সে বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে বলিল "মা! এমন সরল হৃদয় পুরুষ যে আর হয় না, তিনি যে

আমাকে কত ভাল বাসিতেন।" বৃদ্ধা বলিল "যথার্থ কথা, তোমায় আর কি বলিব বহুদিন একত্র ছিলে, বহুদিন একত্র আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, কাজেই পরস্পরে বড় স্নেহ হইয়াছিল।" সে এই কথা বলিয়াই খলীফে ও মেস্রুরের কথা মনে করিয়া বলিল "মেস্রুর কি লোক! এখনই সে খলীফের সহিত রাজ্ঞীর বিষম বিবাদ ঘটাইয়া দিত!" রমণী জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা! কিজন্য কলহ?" বৃদ্ধা বলিল "সে গিয়া বলিয়াছে যে আবু-ল্-হসন্ জীবিত আছে আর তোমার মৃত্যু হইয়াছে।" রমণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কেন মা, এই যে কতক্ষণ আমি রাজ্ঞীর নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি আমায় একশত দীনার ও একখানি রেশমী আচ্ছাদন বস্ত্র দিলেন—আর আপনিও দেখিতে পাইতেছেন আমার কি দশা হইয়াছে। একে আমি স্ত্রীলোক তাহাতে একাকী, আর এই বিপদ হইয়াছে এখন কি করি। হায় আমারই যদি মৃত্যু হইত; তিনি যদি স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতেন!" রমণী অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিল; বৃদ্ধাও তাহার সহিত কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণকালের পর বৃদ্ধা আবু-ল্-হসনের মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া দেখিল। আবু-ল্-হসনের চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা রহিয়াছে এবং সেই কঠিন বন্ধনে মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধা পুনরায় আচ্ছাদন খানি পূর্ব্ববৎ করিয়া দিয়া বলিল "যথার্থই ভয়ানক শোক সহ্য করিতে হইল।" সে এই রূপ নানা কথায় রমণীকে সান্ত্বনা করিয়া প্রাসাদে গেল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল সমস্তই রাজ্ঞীর নিকট বর্ণন করিল। রাজ্ঞী জুবেদে শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "নাও, এখন খলীফেকে ভাল করিয়া বল কিরূপ দেখিলে। নরপতি আমাকে বুদ্ধিহীনা বলিয়া পরিহাস করিলেন, মিথ্যাবাদী হতভাগা খোজাটা আসিয়া কতক গুলা অলীক গল্পে তাঁহাকে তুষ্ট করিল—আর একবার ভাল করিয়া শুনাইয়া বল কি হইয়াছে।" মেসরুর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল "পাপিয়সী বৃদ্ধা মিথ্যা কথা বলিতেছে—আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি আবু-ল্-হসন্ বসিয়া রহিয়াছে আর তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে।" বৃদ্ধাও ক্রোধভরে বলিল "ওরে হতভাগা আমি মিথ্যাবাদী না তুই মিথ্যা কথা বলিয়া রাজ্ঞীর সহিত ধার্ম্মিকাধিপতির কলহ বাধাইয়া দিতেছিলি।" মেসরুর বলিল

"ওরে বৃদ্ধা, আমার কথা মিথ্যা না তুই আসিয়া মিথ্যা বলিতেছিস্; ঠাকুরাণীর বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাই তোর কথা বিশ্বাস করিতেছেন।" তাহার সেই কথায় রাজ্ঞী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া অভিমানভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

খলীফে বলিলেন আমি মিথ্যা বলিতেছি, আমার খোজা মিথ্যা বলিতেছে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার দাসীও মিথ্যা বলিতেছে, কাহারই কথা সত্য নহে। আমার বিবেচনায় আমাদের চারিজনেরই তথায় গিয়া দেখা উচিত প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা হইলে আর কোন গোল যোগ থাকিবে না; কে সত্য বলিতেছে কে মিথ্যা বলিতেছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।" মেসরুর বলিল "নরনাথ অতি উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনারা আমার সহিত চলুন, কে যথার্থ মরিয়াছে দেখাইয়া দিয়া পাপিষ্ঠা বৃদ্ধাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করি, হতভাগিনী মিথ্যা কথার উচিত ফল প্রাপ্ত হউক।" বৃদ্ধা ক্রোধভরে বলিল "ওরে পামর মিথ্যাবাদী খোজা, এখনও মিথ্যা কথা বলিতে তোর একটুও লজ্জা বোধ হইতেছে না। আমার ন্যায় তোর বুদ্ধি থাকিলে আর তুই মিথ্যা বলিয়া গোল বাধাইতে চেষ্টা করিতিস্ না—একটা কুক্কুটের যে বুদ্ধি আছে তোর তাহাও নাই।" খোজা বৃদ্ধার কথায় একেবারে জলিয়া উঠিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রাজ্ঞী তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন "এখন আর বৃথা কলহ করিবার প্রয়োজন কি? যে ক্ষুদ্রাশয়, যে মিথ্যাবাদী, তাহা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।" সকলেই নিস্তব্ধ হইল—চারি জনে কাহার মৃত্যু হইয়াছে দেখিবার জন্য আবু-ল্-হসনের বাটীতে চলিলেন।

আবু-ল্-হসন্ বাতায়ন হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিল "প্রিয়তমে, মৃৎপাত্র একবার কি দুইবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া টেঁকিয়া গেলে যে প্রতি আঘাতেই টেঁকিবে তাহা কখনই হইতে পারে না। বোধহয় বৃদ্ধা গিয়া আমার মৃত্যু সংবাদ দেওয়ায় কলহ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ দেখ খলীফে রাজ্ঞী জুবেদে মেসরুর ও দাসী চারি জনেই এইদিকে আসিতেছেন।" মুজোৎ-এল্-ফদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল "তবেইত, এখন কি করা যায়?" আবু-ল্-হসন বলিল "আর কি হইবে আইস

আমরা উভয়েই এক একখানি বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করত মৃতবৎ পড়িয়া থাকি ; তদ্ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।" রমণী বলিল "সে-ই ভাল তাহাই করা যাউক।" এইরূপে তাহারা দুইজনে দুইখানি ইজার দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করত কিব্লে * অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া শ্বাস রোধ পূর্ব্বক মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

খলীফে ও জুবেদে পরিচারকদ্বয়ের সহিত আবুল্-হসনের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন আবু-ল্-হসন্ ও তাহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে—দুঃখের আর সীমা রহিলনা। রাজ্ঞী জুবেদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "তোমরা আমার ক্রীতদাসী মরিয়া গিয়াছে বলিয়া পরিহাস করিতেছিলে, কিন্তু হায় যথার্থই তাহা ঘটিয়া গেল—স্বামীবিয়োগ-শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া নুঝেৎ-এল্-ফদও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।" খলীফে বলিলেন "সে কি কথা, তুমি আপনার ইচ্ছায় যাহা খুসি বলিতে আরম্ভ করিলে যে, তুমি নিজে নিজে আবু-ল্-হসনের পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবাও আর পণ জিতিতে পার না। নুঝেৎ-এল-ফদ্ অগ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—এইমাত্র আবু-ল্-হসন্ শ্মশ্রু উৎপাটন করিতে করিতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে আমার সভাগৃহে গিয়াছিল, আমি তাহাকে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য একখানি আচ্ছাদন বস্ত্র ও একশত দীনার প্রদান করিলাম—সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, যাও তোমার প্রিয়তমার সদ্গতি করগে, আর বৃথা শোক চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে তাহার অপেক্ষা মনোহারিণী ক্রীত দাসী প্রদান করিব। কিন্তু সে প্রিয়তমার বিরহ সহ্য করিতে পারে নাই—শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তুমি পরাজিত হইলে, পণ প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হও। রাজ্ঞী নানা কথায় নিজের জয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ক্রমে উভয়ে মহা বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

অনন্তর খলীফে কপট শবদ্বয়ের শিরোদেশে বসিয়া বলিলেন "ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গীয় মহাপুরুষ মহম্মদের সমাধি মন্দিরের দোহাই! আমার

---

* কিব্লে—মক্কা নগর।

পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধির দোহাই যে কেহ এই দম্পতীর কোন্‌টী অগ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া দিতে পারিবে তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব।" আবু-ল্-হসন্ খলীফের সেই কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! আমিই অগ্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন আমাকে সহস্র দীনার প্রদান করিয়া নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করুন।" দেখিতে দেখিতে নুজ্‌হৎ-এল্-ফদও উঠিয়া বসিল। খলীফে ও জুবেদে তাহাদিগকে জীবিত দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। রাজ্ঞী দাসীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহারা যে কৌশলে কিছু ধন সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে সেরূপ কপট মৃত্যু অভিনয় করিয়াছিল তাহা নরপতি ও রাজ্ঞীর অবিদিত রহিল না। রাজ্ঞী দাসীকে বলিলেন "তোমার যদি কিছুর প্রয়োজন হইয়াছিল আমার নিকট চাহিয়া লইলে না কেন? এরূপে আমাকে এত ক্লেশ দিবার অর্থ কি?" নুজ্‌হৎ-এল্-ফদ্ বলিল "ঠাকুরাণি! বারম্বার আপনাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতে লজ্জা বোধ হয়।" খলীফে সেই ব্যাপার সমস্ত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন—বলিলেন "আবু-ল্-হসন্! আজিও তোমার সে পূর্ব্ব স্বভাব যায় নাই এখনও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতেছ।" সে বলিল "প্রভু! কি করি, আপনার নিকট যাহা কিছু পাইয়াছিলাম সমস্তই ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি; পুনর্ব্বার কিছু চাহিতেও লজ্জা করে, কাজে কাজেই আপনার প্রসাদ লাভের জন্য এই নূতন উপায় করিতে হইল। যদি ইহাতে কোন দোষ হইয়া থাকে সে দোষ আপনার; পূর্ব্বে আমি একাকী ছিলাম আমার ব্যয় যৎসামান্য ছিল; এখন আপনিই আমার বিবাহ দিয়া গোল বাধাইয়া দিয়াছেন, এখন যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও আমার তাহাতে কুলায়ন হইবে না। পুনরায় সমস্ত ব্যয় হইয়া গেলে আবার আমাকে একখানি আচ্ছাদন বস্ত্র ও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য এই উপায় করিতে হইবে। যাহা হউক এখন আপনার প্রতিশ্রুত পারিতোষিক প্রদান করুন—আর অধিক বিলম্ব করিবেন না, যে শপথ করিয়াছেন শীঘ্র শীঘ্র তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় দেখুন।"

তাহার সেই কথা শুনিয়া খলীফে ও রাজ্ঞী জুবেদে হাসিতে হাসিতে

চলিয়া পড়িলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। নরপতি আবু-ল্-হসন্‌কে এক সহস্র দীনার প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি যে পরলোকগত হও নাই, নিরাপদে বাঁচিয়া উঠিয়াছ তাহারই জন্য তোমাকে এই মুদ্রাগুলি দেওয়া গেল।" রাজ্ঞীও সেইরূপ বলিয়া নুঝেৎ-এল্-ফদ্‌কে এক সহস্র দীনার প্রদান করিলেন। নরপতি আবু-ল্-হসনের জন্য উচিত মত মাসিক বেতন নিরূপিত করিয়া তাহার সমস্ত অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আবু-ল্-হসন্ সহধর্ম্মিণীর সহিত পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

মহম্মদ আলী মণিকার বা কপট খলীফে।

এইরূপ কথিত আছে যে এক দিন রজনীতে খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ হৃদয়ের ব্যাকুলতা দূর করিবার জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া জাফর-এল্-বারমেকীকে ডাকিয়া বলিলেন "উজীরবর আজি আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে, কিছুতেই তৃপ্তিবোধ করিতে পারিতেছি না, সেই জন্য ছদ্মবেশে পথে পথে প্রজাদিগের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি বণিকবেশে ভ্রমণ করিতে বাসনা করিয়াছি।" উজীর বলিলেন "নরনাথের যাহা অভিরুচি।" তাঁহারা নিজ নিজ মহামূল্য বেশভূষা ত্যাগ করিয়া বণিক্‌জনোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। মেস্‌রুরও সেইরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিল।

তাঁহারা তিন জনে সেইরূপ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন তথায় একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে ও সেই নৌকার উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছে। কপট বণিকত্রয় তাহার নিকটে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন "শেখ!



তোমাকে এক দীনার পারিতোষিক প্রদান করিব, তুমি আমাদিগকে তোমার নৌকায় লইয়া একটু এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া আনিতে পারিবে?” বৃদ্ধ বলিল “না মহাশয়; কাহার সাধ্য এখন নৌকা চালায়? খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ প্রতি রজনীতে একখানি নৌকায় চড়িয়া এই স্থান দিয়া যাতায়াত করেন, তাঁহার নৌকা হইতে ঘোষক চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে, কি বড় লোক কি ছোট লোক যে কেহ এই সময়ে নৌকারোহণে তাইগ্রীসে ভ্রমণ করিবে তাহার মস্তকচ্ছেদন করা হইবে অথবা তাহার নিজ নৌকার মাস্তলেই তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে। আপনারা এখনই খলীফের নৌকা দেখিতে পাইবেন—ঐ দেখুন আসিতেছে।” খলীফে ও জাফর বলিলেন “শেখ, তুমি এই দুইটী দীনার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেতুর খিলানের নিকটে লইয়া যাও, খলীফের নৌকা চলিয়া গেলে পর আমাদিগকে বেড়াইয়া আনিও।” শেখ বলিল “দীনার প্রদান করুন, আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি; তাহার পর ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।” তাঁহারা দীনার প্রদান করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন, বৃদ্ধ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বাহিয়া চলিল। অধিক দূর যাইতে না যাইতেই তাইগ্রীস বক্ষে সেই নৌকাখানি দেখা দিল। নৌকায় অসংখ্য বাতি ও মেশাল* জ্বলিতে

* মেশাল—ধাতুময় আলোকাধার “গঞ্জ”।

ছিল। "তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম খলীফে নৌকারোহণে প্রত্যহই এই স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন, তোমরা কিছুতেই শুনিলে না" বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া বিপদোদ্ধারের জন্য বারম্বার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নৌকাখানি একটী খিলানের নিম্নে লইয়া গেল এবং আরোহীদিগের উপরে একখানি কৃষ্ণবর্ণ আবরণ বিস্তৃত করিয়া দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দিল। তাঁহারা আবরণের নিম্ন হইতে ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন নৌকার সম্মুখভাগে রক্তবর্ণ সাটিনের পরিচ্ছদ পরিহিত একজন পরিচারক একটী স্বর্ণময় মেশাল হস্তে দাড়াইয়া আছে। মেশালের উপরে চন্দন কাষ্ঠ জ্বলিতেছে। পরিচারকের এক স্কন্ধে একখানি গোটাদার রুমাল ও অপর স্কন্ধে একটী হরিদ্বর্ণ থলির মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ খণ্ড সকল রহিয়াছে, সে তাহা হইতেই কাষ্ঠ বহির্গত করিয়া সামান্য কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইতেছে। সেইরূপ আর একটী লোক নৌকার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া স্বর্ণময় মেশাল ধরিয়া আছে। মধ্যস্থলে নৌকার উভয় পার্শ্বে দুই শত জন মেম্লুক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,তৎপরে একখানি স্বর্ণময় সিংহাসনের উপরে একটী যুবক সুবর্ণময় গোটাদার কৃষ্ণবর্ণ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বসিয়া আছে ; তাহার সম্মুখে ঠিক উজীর জাফরের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছে, মেস্‌রুরের ন্যায় একজন খোজা কোষমুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে বিংশতি জন পানসহচরও আছে।

খলীফে সেই সমস্ত দেখিয়া বলিলেন "উজীর এ নিশ্চয়ই আমার পুত্রদিগের মধ্যে কেহ হইবে, হয় এল্‌-মামুন না হয় এল্‌-আমীন।" অনন্তর তিনি আরও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন রাজপরিচ্ছদধারী যুবক অপূর্ব্ব রূপবান তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন স্থানেই তিল মাত্রও দোষ নাই। ক্ষণকালের পর পুনরায় বলিলেন "উজীর!" জাফর বলিলেন "প্রভু, আজ্ঞা করুন।" নরপতি বলিলেন "এই সিংহাসনারূঢ় যুবক কিছুই বাকী রাখে নাই,খলীফের যাহা কিছু থাকিতে হয় সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছে ; দেখিতেছ, যে লোকটী সম্মুখে উজীর সাজিয়া বসিয়া আছে সেও ঠিক তোমারই মত ; খোজাটা ঠিক যেন মেস্‌রুর,আবার বিংশতি জন পানসহচরও বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। বাস্তবিক ব্যাপার কি আমি

তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আল্লাব দোহাই আমি কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি।" উজীর বলিলেন "প্রভু, আমিও কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" ক্রমে নৌকাখানি চলিয়া গেল, বৃদ্ধ "ইহারা যে আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!" এই কথা বলিতে বলিতে পুনরায় বাহিয়া চলিল। খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "শেখ! খলীফে কি প্রতি রাত্রেই তাইগ্রীস নদীর উপর এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন?" বৃদ্ধ উত্তর দিল "হাঁ প্রভু, পূর্ণ এক বৎসর হইল আমরা এইরূপই দেখিতেছি।" খলীফে বলিলেন "শেখবর তুমি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কল্য রাত্রে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক তাহা হইলে তোমাকে পাঁচটী দীনার পারিতোষিক প্রদান করিব। আমরা এখানে নূতন আসিয়াছি —এল্-খান্দাকে বাসা করিয়া আছি, এই সমস্ত দেখিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করি।" শেখ বলিল "প্রভু, যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

খলীফে জাফর ও মেস্রুর তথা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। পর দিন রাজকার্য্য সমাপনান্তর নরপতি সভাসদ্দিগকে বিদায় করিয়া জাফরকে বলিলেন "উজীর বর, চল আজি আবার আমরা খলীফে দেখিতে যাই।" উজীরও মেস্রুর সেই কথায় হাসিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় বণিক্‌বেশ ধারণ করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং নগরের পথ সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাইগ্রীস নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেই শেখ নৌকা লইয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা আরোহণ করিলে বৃদ্ধ নৌকা ছাড়িয়া দিল। ক্ষণকালের মধ্যে সেই কপট খলীফের নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন পূর্ব্ব রাত্রে যে দুই শত মেম্লুক্ ছিল তাহারা আর নাই তাহাদের স্থানে দুই শত নূতন মেম্লুক্ দাঁড়াইয়া আছে, খলীফে বলিলেন "উজীর, এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার; যদি কেহ এ সকল আমার নিকট বর্ণন করিত তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতাম না কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতেছি সুতরাং অবিশ্বাস করিতে পারি না।" অনন্তর তিনি নৌকাবাহক বৃদ্ধকে বলিলেন "শেখবর তুমি আরও এই

দশটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে খলীফেব নৌকার নিকটে লইয়া যাও। উহাদেব নৌকায় আলোক আছে কিন্তু আমরা ঘোব অন্ধকারে আছি, সুতরাং উহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না কিন্তু আমবা অনায়াসে সকলকে দেখিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিব।" শেখ দীনারগুলি গ্রহণ করিয়া নৌকাখানি কপট খলীফের নৌকার নিকটে লইয়া গেল। ক্রমে কপট খলীফেব নৌকা তাইগ্রীস তীরস্থ একটী উদ্যানে প্রাকার বেষ্টিত স্থানের নিকটে গিয়া লাগিল। সেখানেও অনেকগুলি ক্রীতদাস প্রভুব আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কবিতেছিল, তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কপট খলীফে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটী অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং পানসহচরগণ তাহাকে ঘিরিয়া চলিল।

খলীফেও জাফর ও মেসরুরের সহিত তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। মেশালধাবীগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরস্পর ইঙ্গিত করিতে লাগিল। একজন রক্ষীপুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে কপট খলীফের নিকটে লইয়া গেল। কপট খলীফে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা এখানে কিরূপে আসিলে এবং এত রাত্রেই বা তোমাদের এস্থানে ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন কি?" খলীফে বলিলেন "প্রভু, আমরা বিদেশী বণিক্ অদ্যই এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এস্থানের কিছুই চিনি না ভ্রমণ কবিতে করিতে দৈবাৎ এস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা আপনাদিগকে আসিতে দেখিয়া এখান হইতে অন্যত্র যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে আপনার দাসগণ আমাদিগকে ধরিয়া আনিল। এই মাত্র আমাদের বিবরণ।" কপট খলীফে বলিল "তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা যখন বিদেশী তখন কোন অনিষ্টই হইবে না কিন্তু তোমরা যদি এই বোগদাদবাসী হইতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিতাম।" অনন্তর সে নিজ উজীরের দিকে ফিরিয়া বলিল "এই তিন জন ব্যক্তিকে সমাদরে আমাদেব সঙ্গে লইয়া চল, ইহাঁরা বিদেশী সুতরাং আমাদের অতিথি।" উজীর বলিল "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" অনন্তর সকলে একটী বৃহৎ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাসাদেব দ্বারটী অপূর্ব্ব

শাজ কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং নানারূপ স্বর্ণময় কারুকার্য্যে শোভিত। সেই দ্বারের মধ্য দিয়া সকলে একটী সুবৃহৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যস্থলে একটী মনোহর ফোয়ারা এবং চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব গালিচা, কারচোবের কাজ করা বালিস এবং আস্তরণ সমস্ত শোভিত রহিয়াছে ও একটী পরদা ঝুলিতেছে। গৃহের শোভাময় উপকরণগুলি এমনি মনোহর যে দেখিয়া খলীফেরও হৃদয়ে বিস্ময় উপস্থিত হইতে লাগিল। গৃহের দ্বারদেশে এই কবিতাটী লেখা রহিয়াছে ঃ—

এ হেন সুন্দর স্থান মনোহর
নয়নেতে কেবা দেখেছে কবে ?
যা কিছু সুন্দর জগত ভিতর
খুঁজি দেখ প্রাপ্ত সকলি হবে।

কপট খলীফে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করিল। পানসহচরগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল। জহ্লাদ সম্মুখে যথারীতি দণ্ডায়মান হইল। পরিচারকগণ কতকগুলি মেজ পাতিয়া দিয়া নানারূপ উপাদেয় ভোজ্য সাজাইয়া দিল। সকলে ভোজন করিতে উপবেশন করিল। আহার সমাপ্ত হইলে পরিচারকগণ পাত্রগুলি অপনীত করিয়া সুরা ও পানপাত্র সকল সাজাইয়া দিল। সকলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সুরাপান করিতে লাগিল, কিন্তু খলীফে সুরাপান করিতে অস্বীকৃত হইয়া সরিয়া বসিলেন। কপট খলীফে তাঁহাকে সেইরূপে পানে বিরত দেখিয়া জাফরকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার সঙ্গী সুরাপান করিতেছেন না যে ?" জাফর বলিলেন "প্রভু, অনেক দিন হইতেই আমার সঙ্গী এরূপ সুরাপান করেন না।" "ভাল আমি আর একরূপ পেয় আনিতে বলিতেছি" কপট খলীফে এই কথা বলিয়াই পরিচারকদিগকে ইঙ্গিত করিল। অমনি তাহারা অপর একরূপ সুরা আনিয়া দিল। কপট খলীফে উঠিয়া হারুণ-উর্-রসীদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "এখানে আমি অন্যরূপ সুরা আনাইয়াছি যখন পর্য্যায় ক্রমে আপনার নিকট সুরাপাত্র আনীত হইবে পান করিবেন।"

সকলেই পরম আনন্দে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সুরার প্রবল ক্ষমতাবশে অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল। খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ মৃদুস্বরে উজীব জাফরকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "জাফর, আল্লার দোহাই এখানে যেরূপ মহামূল্য দ্রব্যাদি দেখিতেছি আমার প্রাসাদেওত সেরূপ দ্রব্য নাই। এই যুবকের বিবরণ জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে।" তাঁহাদিগকে সেইরূপে চুপে চুপে কথা কহিতে দেখিয়া কপট খলীফে বলিল "গোপনে চুপে চুপে কথা কহা অসভ্যতার চিহ্ন।" জাফর বলিলেন "না প্রভু, কোন প্রকার অসভ্যতাই করা হয় নাই; আমার সঙ্গী বলিতেছিলেন যে তিনি অনেক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন অনেক রাজা ও রাজপুরুষদিগের সহিত পানাহার করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও এরূপ সন্তোষজনক আমোদ আহ্লাদ ও উদ্যোগ দেখেন নাই, তবে একটু দোষ এই যে এমন পান ভূমিতে গীত বাদ্য নাই। গীত বাদ্যহীন স্থলে সুরাপান করিলে শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

কপট খলীফে সেই কথা শুনিয়াই ঈষৎ হাসিয়া হস্তস্থিত ক্ষুদ্র যষ্টির দ্বারা একটী মদোবারায় * আঘাত করিল। অমনি পার্শ্বস্থ একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য হইতে একজন খোজা একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্য যুক্ত চৌকী লইয়া ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী পরম রূপবতী কামিনী ভারত-নির্ম্মিত বীণা লইয়া প্রবেশ করিল। খোজা চৌকীখানি পাতিয়া দিল, রমণী তদুপরি উপবেশন করিয়া বীণাধ্বনির সহিত চতুর্ব্বিংশ প্রকার রাগ রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই মনোহর কণ্ঠস্বরে সকলেই মোহিত হইয়া গেল। রমণী স্বরালাপ সমাপ্ত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে গীত রাগের এই গীতটী গাহিল ঃ—

প্রণয় রসনা যোগে হৃদয় আমার
বার বার কহে তোমা করি সম্বোধন
তোমার প্রণয়ে পূর্ণ অন্তর আমার
তব প্রেমবশে হায় মজিয়াছে মন।

* চক্রাকৃতি বা লম বিশেষ, কোথাও কোথাও ঘরের বিছানার পার্শ্বে এরূপ বালিস সাজাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বিশ্বাস না হয় যদি দেখ সাক্ষী তার ;
হুরাশা হুতাশে মম জ্বলিত অন্তর
কিবা দিবা বিভাবরী ত্যজি অশ্রুধার
বিক্ষত নয়ন মম প্রণয় কাতর।
কে জানিত বল আগে প্রণয় কেমন ?
তুমিত শিখালে প্রেম আপনি আমায়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা ঘটিল এখন
উঠিল অমৃত আশে গরল তাহায়।

কপট্ থলীফে সেই গীতটী শ্রবণ করিয়াই চীৎকার করিয়া নিজ বসন ভূষণগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। অমনি পরিচারকগণ তাহার সম্মুখে পর্দা ফেলিয়া দিয়া একটী নূতন মনোহর পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। যুবক সেগুলি পরিধান করিয়া পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিল। পরিচারক পর্দাটী পূর্ব্ববৎ তুলিয়া দিল।

পুনরায় সুরাপান চলিতে লাগিল। কপট থলীফে পুনরায় মদোবারায় আঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে আর একটী দ্বার খুলিয়া একজন খোজা গৃহ মধ্যে একখানি স্বর্ণময় চৌকী পাতিয়া দিল। অমনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রমণীয়া আর একটী রমণী বীণা হস্তে আসিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক গাহিতে আরম্ভ করিল ঃ—

ধৈরজ কেমনে বল করিব ধারণ
হৃদয় দহিছে মম প্রেম হুতাশন,
দিবা নিশি আঁখি ধারা বহিছে যাহার
কেমনেতে স্থির হবে হৃদয় তাহার ?
এ জীবনে সুখ নাই তিল মাত্র যার
হৃদয় দুখের ভরে হয়ে আছে ভার
জীবনেতে বল হায় তাহার কি ফল ?
এ যাতনা ভোগ হতে মরণ মঙ্গল।

গীতটী শ্রবণ করিয়া যুবক পুনরায় চীৎকার পূর্ব্বক বসনভূষণগুলি, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় পরিচারকগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সম্মুখে পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। যুবক সেগুলি পরিধান করিয়া পুনরায় স্থির হইয়া উপবেশন করিল।

নানারূপ আমোদ আহ্লাদ ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পর্য্যায় ক্রমে পুনরায় সুরাপাত্র কপট খলীফের হস্তে অর্পিত হইল। সে সেটী গ্রহণ করিয়াই সেই চক্রাকার বালিসের উপর আঘাত করিল। আবার আর একটী দ্বার খুলিয়া গেল। একজন খোজা প্রবেশ করিয়া একখানি চৌকী পাতিয়া দিল; পূর্ব্ব রমণীদ্বয়ের অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরী একটী রমণী আসিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক বীণানিনাদের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিল ঃ—

কেনরে নিদয় হয়ে আমার হৃদয় লয়ে
খেলিছ নিঠুর খেলা ছিঁড়ি খুঁড়ি তায় রে!
কিঞ্চিত সদয় হও। তুমিত নিঠুর নও,
তবে কেন এ যাতনা ভোগাও আমায় রে?

তোমার প্রণয় সেবা ক্রীতদাস হেন যেবা
কিবা দিবা নিশা করে স্বর্দ্গত হৃদয়
এতেক যন্ত্রণা তার একি দেখি অবিচার
কেন কেন বল তারে এতই নিদয়?
হৃদয়ের শশধর তুমিত আমার
তবে কেন তার মাঝে এত অন্ধকার?

কপট খলীফে পুনরায় চীৎকার করিয়া বসনভূষণগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। পরিচারকগণ পূর্ব্বের ন্যায় পর্দ্দাটী ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। আবার আমোদ আহ্লাদ আরম্ভ হইল। পুনরায়

সুরাপাত্র চলিতে লাগিল। যুবক পুনরায় সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া চক্রাকার বালিসটীর উপরে আঘাত করিল। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও একটী মনোহারিণী আসিয়া গীত আরম্ভ করিল :—

হায় রে, আর কি হবে সে দিন উদয়
আর কি তেমন করে অতুল আনন্দ ভরে
হাসিব খেলিব দোঁহে, নাচিবে হৃদয় ?
কালি দোঁহে এক হয়ে উভয়ে উভয় লয়ে
সুখেতে হরেছি কাল প্রেম আলাপনে
সে প্রেম সে সুখ মম আজি মরীচিকা সম
মরুভূমিময় সেই শূন্য নিকেতনে।

কপট খলীফে পুনরায় চীৎকার করিয়া বসনভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। পরিচারকগণ পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে গেল, কিন্তু এবারে পর্দ্দার রজ্জু এমনি ভাবে জড়াইয়া গিয়া ছিল, যে কোন মতেই শীঘ্র ফেলিয়া দিতে পারিল না। হারুণ-উর্-রসীদ দেখিলেন যুবকের পার্শ্বভাগে বিষম মিক্রা-প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। নরপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৃদুস্বরে উজীরকে বলিলেন "জাফর! আল্লার দোহাই এ যুবক এমন সুন্দর সুশ্রী হইলে কি হয়, ভয়ানক চোর।" জাফর বলিল "কেন প্রভু, আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ?" খলীফে বলিলেন "দেখিতে পাইতেছ না, উহার পার্শ্বদেশে কিরূপ ভয়ানক কশাঘাত চিহ্ন রহিয়াছে।"

পরিচারকগণ কোনক্রমে পর্দ্দা ফেলিয়া দিল, যুবক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ববৎ পানসহচরদিগের সহিত উপবেশন করিল। দেখিল নরপতি ও জাফর পরস্পর চুপে চুপে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—বলিল "কি মহাশয়! সমাচার কি ?" জাফর উত্তর দিলেন "সকলই উত্তম* আমার

* শুভ সংবাদই হউক আর অশুভ সংবাদই হউক "সংবাদ কি ?" জিজ্ঞাসা করিলেই আরবীয়গণ "খয়ের্" বা উত্তম এই কথা বলিয়া প্রকৃত বিষয় পরে বলিয়া থাকে।

সঙ্গী অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন অনেকানেক রাজা ও আমীর-বর্গের সহিত পানাহার করিয়াছেন কিন্তু কোথাও কাহাকেও মহারাজের ন্যায় অপব্যয় করিতে দেখেন নাই, কেহই এক রাত্রে এতগুলি মহামূল্য পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলেন নাই, তাহাই বলিতে ছিলেন।" সেই কথা শুনিয়া কপট খলীফে বলিল "তাহাতে তোমাদের কি? টাকা আমার, কাপড় আমার, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। বিশেষতঃ এটী অনুচরবর্গকে কিছু কিছু প্রদান করিবার সদুপায়; আমি এই সকল ছিন্ন পরিচ্ছদ এবং পাঁচ পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যেক পানসহচরকে দিয়া থাকি।" উজীর বলিলেন "প্রভু, আপনি অতি সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

গাঁথিয়াছে ধর্ম্ম হর্ম্য তব করতলে,
তব ধনে সকলের সম অধিকার,
যদি ভাগ্যে রোধে সেই সুবিধা সকলে,
খুলিবারে তব কর কুঞ্জিকা তাহার।"

যুবক কবিতাটী শ্রবণ করিয়া জাফরকে একটী পরিচ্ছদ ও এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিল।

পুনরায় সুরাপান চলিতে লাগিল, উর্-রসীদ উজীরকে বলিলেন "জাফর, যুবককে উহার পার্শ্বদেশের প্রহার চিহ্নগুলির কারণ জিজ্ঞাসা কর দেখি, কি উত্তর দেয়।" জাফর বলিলেন "প্রভু, ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে সকলই জানা যাইবে।" খলীফে বলিলেন "না আমি এখনই সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি। আমার মস্তকের শপথ করিতেছি—এল্-আব্বাসের সমাধিমন্দিরের নামে শপথ করিতেছি, যদি তুমি জিজ্ঞাসা না কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" যুবক পুনরায় তাঁহাদিগকে পরস্পর মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া "কি মহাশয়, আবার কিসের পরামর্শ করিতেছেন? সমাচার কি?" জাফর বলিলেন "প্রভু, সকলি উত্তম।" যুবক বলিল "আল্লার দোহাই আপনাদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে।" উজীর বলিলেন "প্রভু, আমার সঙ্গী আপনার পার্শ্বস্থ মিক্রা-প্রহার-চিহ্ন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছিলেন যে

খলীফের এরূপ প্রহার চিহ্ন হইল কিরূপে। কাহার এমন মাথার উপর মাথা যে খলীফেকে কশাঘাত করিল?" কপট খলীফে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আমার ইতিহাস অতি অদ্ভুত যদি কেহ তাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে সে তাহা হইতে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারে। যদি তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে অবহিত চিত্ত হও, আমি সমস্ত বর্ণন করিতেছি। আমি যাহা কিছু বলিব তাহার সমস্তই সত্য সুতরাং তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। আমি দুরাশা ও প্রণয়ের বলি, আমার বিনাশকারিণী উন্নতপয়োধর রমণীকুলের শিরোভূষণ স্বরূপ। এখন আমার এইরূপ অনুভব হইতেছে যে আপনারা সামান্য লোক নহেন আপনাদের মধ্যে একজন আমাদের ইমাম খলীফে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উজীর জাফর সাহেব, তৃতীয় জল্লাদ মেস্‌রুর, যদি আমার অনুভব সত্য হয়, তাহা হইলে এত দিনের পর আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল—এত দিন যাহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি তাহা সফল হইল।" জাফর একটী অস্পষ্ট শপথ করিয়া বলিলেন "আপনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে আমরা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক্ মাত্র।" সেই কথায় যুবক একটু হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল :—

"প্রভু! আমি যথার্থ ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে নহি, কেবল আমি নিজ অভিপ্রায় সাধনার্থ এই মিথ্যা নাম গ্রহণ করি—লোককে মিথ্যা পরিচয় প্রদান করি। আমার প্রকৃত নাম মণিকার আলী-তনয় মহম্মদ আলী। আমার পিতা একজন মহৎলোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে অনেক ধন সম্পত্তি মণিমাণিক্য মুক্তা প্রবাল, নানারূপ স্থাবর সম্পত্তি স্নানশালা ক্ষেত্র উদ্যান দোকান ও অসংখ্য ক্রীতদাস দাসী রাখিয়া যান।

এক দিন আমি দোকানে বসিয়া আছি পরিচারকগণ আমার চতুর্দ্দিকে আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত আছে, হঠাৎ একটী অশ্বতরারূঢ়া রমণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; যুবতীর সহিত আরও তিনটী পূর্ণচন্দ্র সদৃশ যুবতী ছিল। প্রধানা অপর তিন জনের সাহায্যে অশ্বতর হইতে অবরোহণ করিয়া আমার দোকানে প্রবেশ করিলেন। আমি সসম্মানে তাঁহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম; তিনি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন



"তোমারই কি নাম মহম্মদ মণিকার?" আমি বলিলাম "হাঁ ঠাকুরাণি! আমিই আপনার ক্রীতদাস আপনার মেম্লুক।" তিনি বলিলেন "তুমি কি আমার মনোমত এক গাছি কণ্ঠভূষণ দিতে পারিবে?" আমি বলিলাম 'ঠাকুরাণি! আমার যাহা আছে তাহার মধ্যে যদি মনোনীত হয়, তাহা হইলে আমি অতি সৌভাগ্যবান্, আর যদি এক গাছিও মনোনীত না হয় কি করিব অদৃষ্ট!" আমি ক্রমে ক্রমে একশত গাছি মহামূল্য কণ্ঠভূষণ দেখাইলাম কিন্তু কোনটীই মনোনীত হইল না, তিনি সেগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হার দেখিতে চাহিলেন। সেই কণ্ঠভূষণগুলি ব্যতীত আরও একগাছি ছোট মণিময় কণ্ঠহার ছিল। আমার পিতা সে গাছি এক লক্ষ দীনারে ক্রয় করিয়াছিলেন। আমি সেইটী দেখাইতে মনস্থ করিয়া বলিলাম "ঠাকুরাণি! আমার আর এক গাছি অতি মনোহর কণ্ঠভূষণ আছে সেরূপ হার কোন নরপতিরও আছে কিনা সন্দেহ।" রমণী বলিলেন "ভাল সেটী আমাকে দেখাও।" আমি তাহা বাহির করিয়া দিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন "ঠিক, আমি এইরূপ দ্রব্যই চাই—অনেক দিন ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু কোথাও পাই নাই।—ইহার মূল্য কত?" আমি বলিলাম "আমার পিতা এটী এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।" রমণী

বলিলেন "আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র দীনার লাভ প্রদান করিব।" আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! কণ্ঠভূষণটী ও তাহার অধিকারী উভয়ই আপনার, সুতরাং আপনার কথার কোনরূপ প্রতিবাদেরই সম্ভাবনা নাই।" রমণী বলিলেন "সেকি কথা, তুমি ইহার প্রকৃত লাভ লইয়াও ধন্যবাদের পাত্র।" অনন্তর তিনি উঠিয়া নিজ অশ্বতর আরোহণ করিয়া বলিলেন "একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সহিত যাইতে হইবে, আমি বাটীতে গিয়া মূল্য প্রদান করিব।"

আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই প্রাসাদটীই রমণীর বাসভবন। দেখিলাম প্রাসাদটী অতি লক্ষ্মীমন্ত; দ্বারের কপাট স্বর্ণরৌপ্যময় কারুকার্য্যে খচিত এবং তাহার মধ্যস্থলে এই কবিতাটী লেখা রহিয়াছে :—

দুঃখ শোক আদি যেন তোমারে, ভবন।
প্রবেশ করিতে নাহি পারয়ে কখন।
চির লক্ষ্মী যেন সদা বিরাজে তোমায়।
হয়ো না কখন তুমি বঞ্চিত তাহায়।
ঘুরি ঘুরি সব ঘরে পথিক যখন
না লভি আশ্রয় হয় আশাহীন মন
তুমিই তখন হও তাহার আশ্রয়
কৃপাদানে কর তারে প্রফুল্ল হৃদয়।

রমণী অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং যতক্ষণ পোদ্দার না আসে ততক্ষণ আমাকে রাস্তাবায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অপেক্ষা করিতেছি এমন সময়ে একটী দাসী আসিয়া বলিল "প্রভু! এথানে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না, ঠাকুরাণী বলিলেন আপনি বাটীর মধ্যে প্রবেশপথে উপবেশন করুন।" আমি উঠিয়া দ্বার অতিক্রম করত প্রবেশপথে একখানি কাষ্ঠময় আসনে উপবেশন করিলাম। ক্ষণকাল পরে আর একটী দাসী আসিয়া বলিল

"প্রভু, আমার সঙ্গে আসুন,ঠাকুরাণী আপনাকে মুদ্রা লইতে ডাকিতেছেন।" আমি উঠিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃহৎ সুসজ্জিত গৃহের দ্বারদেশে গেলাম, দেখিলাম গৃহের ভিতর একখানি মনোহর সিংহাসন পাতা রহিয়াছে ও তাহার সম্মুখভাগে একটী পর্দা খাটান রহিয়াছে। আমি গিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই সেই পর্দাটী তুলিয়া দেওয়া হইল। অমনি সেই মনোহারিণী যুবতী, যিনি আমার দোকানে কণ্ঠভূষণ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত নয়নে নয়নে মিলিয়া গেল। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর নিষ্পন্দ হইয়া গেল, হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণী আমাকে দেখিয়াই "প্রিয়তম! নয়নের জ্যোতিঃ! তোমার মত সুন্দর পুরুষ মাত্রেই কি প্রণয়ানুরাগিণীদের প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় হইয়া থাকে?" এই কথা বলিতে বলিতে সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর দ্রব্য আছে সমস্তই আপনার নিকট পরাজিত হইয়া গিয়াছে।" তিনি ঈষৎ-হাসিয়া বলিলেন "মণিকার! আমি তোমাকে ভালবাসি; আমি বস্তুতঃ অলঙ্কার ক্রয় করিবার জন্য তোমার দোকানে যাই নাই। অন্য কোন উপায়ে তোমাকে সহজে বাটীতে আনিতে পারিব না বলিয়াই এইরূপ উপায় করিলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই আমার সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া আসিলেন, আমি সেই সুযোগে তাঁহার মুখ চুম্বন করিলাম। তিনিও তাহার প্রতিশোধ দিয়া বলিলেন. "প্রিয়তম! আমি কুমারী আজিও কোন পুরুষ আমার নিকটে আসিতে সাহসী হয় নাই।—নগরবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমাকে জানে; তুমি কি জান, আমি কে?" আমি উত্তর দিলাম "আল্লার দোহাই! আমি আপনাকে চিনি না।" তিনি বলিলেন "আমার নাম দুনিয়া, আমি খালিদ-এল্ বারমেকীতনয় য়াহিয়ার কন্যা আমার ভ্রাতার নাম জাফর তিনি খলীফের উজীর।" আমি সেই কথা শুনিয়াই ভয়ে সরিয়া গিয়া বলিলাম "ঠাকুরাণি! আমার কোন দোষ নাই, আপনিই আমার প্রণয় উত্তেজিত করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন "ভয় কি, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি এখন স্বাধীনা, এখনই কাজী আসিয়া আমাদের

বিবাহ পত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে—আমি তোমার স্ত্রী হইব তুমি আমার স্বামী হইবে।"

অনন্তর তিনি কাজী ও বিবাহের সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিতে বলিয়া স্বয়ং অপরাপর উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে কাজী ও সাক্ষী সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী তাহাদিগকে বলিলেন "মণিকার আলীর পুত্র মহম্মদ আলী আমার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে এক ছড়া কণ্ঠভূষণ যৌতুক স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহা লইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, অতএব আমাদের বিবাহচুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়া দেও।" তাহারা যথারীতি বিবাহপত্র লিখিয়া দিয়া বিদায় হইল; আমি রমণীর সহিত বিবাহিত হইলাম। রমণী সুরা ও সুরাপাত্র আনিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ সমস্ত আনিয়া সাজাইয়া দিল। পরম আনন্দে সুরাপান আরম্ভ হইল। রমণী বীণাবাদিনী ও গায়িকাদিগকে গান গাহিতে বলিলেন। তাহারা একে একে গাহিতে আরম্ভ করিল। সকলের গান হইয়া গেলে তিনি স্বয়ং একটী বীণা গ্রহণ করিয়া এই গীতটী গাহিলেন :—

শপথ তোমার নাথ! শপথ তোমার
প্রেম বহ্নিবশে হৃদি হইল অঙ্গার।
তোমার প্রণয় তরে হৃদয় কেমন করে
দেখাতাম সে যাতনা হলে দেখাবার।

নিশীথ তিমির মাঝে তুমি শশধর,
হৃদয়ের তমোরাশি আসি দূর কর,
তব সুধা বরষিয়া নিবাও জ্বলন্ত হিয়া
হৃদয়ে আসিয়া নাথ যুড়াও অন্তর।

গীতটী সমাপ্ত হইলে আমিও বীণাটী গ্রহণ করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলাম :—

ধন্য সে অপূর্ব্ব শিল্পী গড়িল যে জন
অপরূপ রূপ তব মানস-মোহন।
হেরিয়ে ওরূপ হায় বিকায়ে রয়েছি পায়
চির ক্রীতদাস তব আমিত এখন।

মানুষ ধরিতে ফাঁদ ও তব বদন চাঁদ
বাসনা সদাই হেরি নয়নে নয়নে;
কিন্তু ও কটাক্ষ বাণে বোধো না বোধো না প্রাণে
কর কৃপাকণা দান এ অধীন জনে।

আমার সেই গীত শ্রবণ করিয়া রমণী আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

আমি দোকান বিষয়কর্ম্ম ও পরিজনবর্গ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত একমাস কাল অতিবাহিত করিলাম। এক মাসের পর একদিন তিনি বলিলেন "প্রিয়তম, নয়নের জ্যোতিঃ, প্রভু মহম্মদ, আমি আজি সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যতক্ষণ না আসি তুমি এই পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া থাক, দেখিও কোথাও যাইও না।" তিনি এই কথা বলিয়া আমাকে সেই স্থানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি শপথ পূর্ব্বক তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া বলিলাম যে, তথা হইতে এক পদও কোথাও সরিয়া যাইব না। রমণী ক্রীতদাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্ত মাত্র অতিবাহিত হইতে না হইতেই একটী বৃদ্ধা আসিয়া বলিল "প্রভু, মহম্মদ! রাজ্ঞী জুবেদে আপনাকে একবার আহ্বান করিতেছেন, তিনি রূপগৌরব সভ্যতা ও গীতনিপুণতার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।" আমি বলিলাম "আল্লার দোহাই যতক্ষণ প্রিয়তমা ছুনিয়া ফিরিয়া না আসিতেছেন ততক্ষণ আমি এখান হইতে উঠিতে পারিব না।" বৃদ্ধা বলিল "প্রভু, রাজ্ঞীর আজ্ঞার অবমাননা করিবেন না, তিনি কুপিত হইলে আপনার অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব আমার সহিত চলুন,

কি বলেন শুনিয়া এখনই ফিরিয়া আসিবেন।" কি করি রাজ্ঞীর ভয়ে উঠিয়া বৃদ্ধার সহিত চলিলাম। সে আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেল; তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "প্রভু নয়নের জ্যোতিঃ আপনিই কি দুনিয়ার প্রিয়তম?" আমি বলিলাম "হাঁ ঠাকুরাণি! আপনার দাস তাঁহারই স্বামী।" রাজ্ঞী বলিলেন "যে আপনার রূপগুণের কথা বলিয়াছিল তাহার কথা তিল মাত্রও মিথ্যা নহে, আপনি যথার্থ তুলনারহিত, এখন আপনি একটী গীত গাহিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন, আমি আপনার গীত-শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া অবধি আপনার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য উৎসুক হইয়া আছি।" আমি বলিলাম "যাহা আপনার অভিরুচি।" তিনি আমাকে একটী বীণা প্রদান করিলেন, আমি সেই বীণা স্বরের সহিত এই গীতটী গাহিলাম :—

বিরহ-তপন তাপে দগ্ধ প্রাণ যার
বল বল বাঁচিবার উপায় কি তার?
শ্রান্ত উষ্ট্রগুলি বাঁধা হেথায় হোথায়
আরোহী সকলে বসি অদূরে জিরায়,
উহাদের মাঝে ওই প্রণয়ী যে জন
যাত্রী দলে আছে তার প্রণয়ভাজন।
আহা সে শারদ শশী বদন সুন্দর
লুকান রয়েছে তব তাম্বুর ভিতর,
ঈশ করে করিলাম তাহায় অর্পণ
দুখ শোক যেন কভু না হয় ঘটন।
এত ভালবাসে হায় হৃদয় যাহায়
নয়নে দেখিতে আমি পাব না তাহায়?
এই যে সদয় এই এই সে নিদয়
এই হাসি খুসি এই অশ্রুর উদয়

কপট ক্রোধের ভরে কভু অভিমান
লাজ ভরে অবনত সে বিধু বয়ান ?
সকলি তাহার হায় কিবা মধুময়
প্রণয়ীর কাছে মিষ্ট প্রেমিক হৃদয়।

আমার গীত সমাপ্ত হইলে রাজ্ঞী বলিলেন "জগদীশ্বর তোমাকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখুন, তোমার এ মনোহর কণ্ঠস্বর নিরাপদে থাকুক। এখন তুমি প্রিয়তমার আবাসে যাও, কি জানি যদি ফিরিয়া আসিয়া পড়েন তাহা হইলে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইবেন।"

আমি রাজ্ঞীর সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। বৃদ্ধা আমাকে প্রিয়তমার প্রাসাদের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি বাটীতে প্রবেশ করিয়া, যে পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া ছিলাম সেইখানে উপবেশন করিতে গেলাম—দেখিলাম যে ভয় ছিল তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে, প্রিয়তমা হাম্মাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই পর্য্যঙ্কের উপরে নিদ্রিত রহিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া পদসেবা করিতে লাগিলাম। প্রিয়তমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া এমনি পদাঘাত করিলেন যে আমি ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলাম। তিনি বলিলেন "পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী! যদি শপথ রক্ষা করিতে না পারিবি তাহা হইলে শপথ করিস্ কেন? আমার যদি লজ্জার ভয় না থাকিত তাহা হইলে জুবেদের মস্তকের উপরেই তাহার প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া দিতাম!" এই কথা বলিয়াই তিনি কাফ্রী ক্রীতদাসকে ডাকিয়া বলিলেন "সবাব! ঐ ভূপতিত নরাধমটার শিরশ্ছেদন কর, আমি আর উহাকে চাহি না।" অমনি সে অগ্রসর হইয়া নিজ পরিচ্ছদের একাংশ ছিঁড়িয়া তদ্দ্বারা আমার নেত্রদ্বয় বাঁধিয়া দিল। আমিও পরমায়ু শেষ হইয়াছে বুঝিয়া নীরবে শিরশ্ছেদের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রীতদাসীগণ আমার প্রাণ রক্ষার্থে আসিয়া পড়িল; তাহারা অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! এ দোষ প্রথম দোষ নহে কত কত লোক এরূপ দোষে দোষী হইয়াছে। বিশেষতঃ ইনি আপনার স্বভাব জানেন না অতএব ইহাকে ক্ষমা করুন—ইনি যে দোষ করিয়াছেন তাহাতে প্রাণদণ্ড হওয়া

উচিত নহে, লঘুপাপে গুরু দণ্ড বিধান করা যুক্তি সঙ্গত হয় না।” রমণী বলিলেন “ভাল তোমাদের অনুরোধে উহাকে প্রাণদান দিলাম কিন্তু উহার শরীরে এরূপ চিহ্ন করিয়া দিব যেন জন্মে কখন ভুলিতে না পারে যে কি কার্য্যের কি ফল।” তিনি এই কথা বলিয়াই আমাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্রেই তাহারা আমার পার্শ্বদেশে সিক্রা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আপনারা যে প্রহার চিহ্নগুলি দেখিয়াছেন সেগুলি সেই প্রহারেরই ফল। আমি প্রহার যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, তাহারা আমাকে সেই অবস্থাতেই প্রাসাদ হইতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজ আবাসে গেলাম এবং একজন চিকিৎসককে ডাকিয়া ক্ষতগুলি আরোগ্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। চিকিৎসক অতি যত্নে আমাকে আরোগ্য করিয়া দিলেন। আমি হাম্মামে আরোগ্য স্নান করিয়া দোকানে গেলাম এবং সেখানকার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে চারি শত মেম্‌লুক ক্রয় করিলাম তাহাদেরই দুই দুই শত পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যহ আমার সঙ্গে থাকে। আর পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া আমার এই নৌকাখানি প্রস্তুত করিলাম, এবং পরিচারকবর্গের মধ্য হইতে এক এক জনকে খলীফের বিশেষ বিশেষ সঙ্গীদিগের ন্যায় সাজাইয়া ও স্বয়ং খলীফের বেশভূষা ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ণ এক বৎসর কাল হইল আমি এইরূপে অতিবাহিত করিতেছি; সে রমণীর আর কোন সংবাদই পাই নাই।” যুবক নিজ বিবরণ সমাপ্ত করিয়া রোদন করিতে করিতে এই কবিতাটী পাঠ করিল।

ভুলিতে কি পারি তায়? সে যে ভুলিবার নয়।
যদিও আমারে এত হয়েছে নিদয়।
দয়া করি যেই জনে আনি দিবে সেই ধনে
সে ভিন্ন অপর জনে বাসনা না হয়।

রমণীর শিরোমণি পূর্ণ শশধর
ধন্য ধন্য শত ধন্য তাঁর সৃষ্টিকর।

তাহার সে অপরূপ রূপ মনোহর
করেছে হরণ হায় আমার অন্তর ;
তারি তরে নিদ্রাহীন আমার নয়ন
দিবা নিশি করে খালি অশ্রু বরিষণ।

যুবকের বিবরণ শুনিয়া হারুণ-উর্-রসীদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল ; আপনা আপনি বলিলেন "যিনি কার্য্যমাত্রকেই কারণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন সেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!" অনন্তর তাঁহারা যুবকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

পর দিন নরপতি সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জাফরকে বলিলেন "উজীর! কল্য রজনীর সেই যুবককে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" আজ্ঞা মাত্রেই উজীর মহম্মদ আলীর নিকটে গিয়া বলিলেন "প্রভু! ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে হারুণ-উর্-রসীদ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" ব্যাপার কি? কেন তিনি অকস্মাৎ ডাকিলেন! ভয়ে যুবকের প্রাণ উড়িয়া গেল। নরপতির আজ্ঞা কাহার সাধ্য লঙ্ঘন করিতে পারে? যুবক চিন্তিত হৃদয়ে সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া নরপতির সম্মুখে ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাঁহার গুণগরিমা ও সুবিচার বর্ণন করিয়া বলিল "ধার্ম্মিকাধিপ! আপনি আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

মক্কাধাম হেন পুণ্য তব সিংহদ্বার
শত শত যাত্রী এবে আসুক তাহায় ;
ধূলায় রঞ্জিত তার মস্তক সবার
হউক, রহুক নত সকলে এথায়।

ঘুষুক তোমার নাম জগতে জগতে,
হউক সুযশ তব অনন্ত অসীম,
জানুক সামান্য জনে জানুক মহতে
মকাম প্রাসাদ তব তুমি ইব্রাহিম।"

খলীফে ঈষৎ হাসিয়া প্রতিনন্দন পূর্ব্বক নিকটস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "মহম্মদ আলী! শুনিলাম গত রাত্রে তোমাদিগের মধ্যে কিছু অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কি হইয়াছিল বল দেখি।" যুবক বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! ক্ষমা করুন, আমার বড় ভয় হইতেছে, ক্ষমার চিহ্ন স্বরূপ রুমালখানি প্রদান করুন। আমি সুস্থির হইয়া সমস্তই বলিতেছি।" খলীফে বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই—কোন প্রকার দুঃখ বা ক্লেশ ঘটিবে না, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত বর্ণন কর।"

যুবক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। খলীফে তাহাকে যথার্থই প্রণয়-ব্যাকুল ও প্রণয়িণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত দেখিয়া বলিলেন "তুমি কি ইচ্ছা কর যে আমি তোমার সেই প্রণয়িণীকে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সংযুক্ত করিয়া দি?" যুবক বলিল "প্রভু, তাহা হইলে অধিরাজের অসীম দয়ার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়।" খলীফে উজীরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "জাফর! য়াহিয়া-তনয়া তোমার ভগ্নী দুনিয়াকে এইখানে আনয়ন কর।" "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" তিনি এই কথা বলিয়াই রমণীকে সভা মধ্যে আনয়ন করিলেন। নরপতি দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রে! তুমি এই যুবকটীকে কি চেন?" সে উত্তর দিল "ধার্ম্মিকরাজ! আমি স্ত্রীলোক—পুরুষকে চিনিব কিরূপে?" নরপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "এই মণিকার-তনয় মহম্মদ আলী তোমার প্রণয়ভাজন। আমি তোমাদের যাহা কিছু প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিবরণ সমস্তই শুনিয়াছি—যদিও তোমাদের ঘটনা সমস্ত আবরণে তিরোহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছ, তথাপি তাহা আর সেরূপ গোপনে নাই।" রমণী বলিল "রাজন্ ঈশ্বরের নিকট কিছুই গোপন নাই, সমস্তই তাঁহার পাপ-পুণ্যফল-পুস্তকে লিখিত আছে—আমি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার নিকট দয়া ভিক্ষা চাহিতেছি।" নরপতি সেই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কাজী ও সাক্ষীগণকে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। নরপতি যুবক যুবতীকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মহম্মদ আলীকে নিজ পানসহচররূপে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা তদবধি পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল।

আবু মহম্মদ অলস।

এক দিন হারুণ-উর্-রসীদ সভাগৃহে সিংহাসনোপরি বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন যুবা খোজা একটী মণিমুক্তাখচিত মুকুট হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! রাজ্ঞী জুবেদে ভূমিচুম্বন করিয়া আপনাকে এই কথা জানাইয়াছেন যে, তিনি যে এই মহামূল্য মুকুটটী প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন তাহা অধিরাজের অজ্ঞাত নাই। এই মুকুটের উপরিভাগে একখানি বড় হীরক দিতে হইবে, কিন্তু তিনি নিজ ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া সেরূপ হীরক পাইলেন না; আপনি যদি একটী সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা দেন তাহা হইলে তাঁহার মুকুটটী সম্পূর্ণ হয়।" সেই কথা শুনিয়াই নরপতি রাজপুরুষদিগকে জুবেদের মনোমত একখানি হীরক অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা রাজ-রত্নাগার তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু সেরূপ হীরক খুঁজিয়া পাইল না, সুতরাং ফিরিয়া আসিয়া বলিল "প্রভু! আমরা অনেক অন্বেষণ করিলাম কিন্তু এরূপ হীরক পাওয়া গেল না।" নরপতি সেই কথায় কিছু ভগ্ন হৃদয় হইয়া বলিলেন "সেকি, আমি খলীফে—নরপতিদিগের নরপতি হইয়া এক-খানা সামান্য হীরক দিতে পারিলাম না—ধিক্ তোমাদিগকে, যাও তোমরা এখনই বণিকদিগের নিকট গিয়া খুঁজিয়া দেখ।" রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ রত্নবণিকদিগের দোকানে দোকানে অন্বেষণ করিতে গেল, কিন্তু কোন স্থানেই সেরূপ হীরক পাওয়া গেল না; বণিকগণ বলিল "আমাদের প্রভু খলীফে এল্-বস্রা-বাসী আবু মহম্মদ অলসের নিকট লোক পাঠাইয়া দিউন, তাঁহারই নিকট এরূপ হীরক পাইতে পারিবেন, নতুবা আর কোথাও পাইবেন না।" রাজপুরুষগণ ফিরিয়া আসিয়া নরপতির নিকট সমস্ত বর্ণন করিল। নরপতি উজীর জাফরকে এল্-বস্রার শাসনকর্ত্তা আমীর মহম্মদ এজ্-জুবেয়দীর নামে আবু মহম্মদ অলসকে খলীফে সন্নিধানে পাঠাইয়া দিবার জন্য এক খানি পত্র লিখিতে বলিলেন। উজীর একখানি পত্র লিখিয়া মেস্রুরকে দূতরূপে এল্-বস্রায় পাঠাইয়া দিলেন।

মেস্‌রুর এল্-বস্রায় উপনীত হইয়া আমীর মহম্মদ এজ্-জুবেয়দীকে পত্র প্রদান করিল। তিনি পরম আনন্দে নরপতির দূতকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্রাট হারুণ-উর্-রসীদের পত্র পাঠান্তে বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" অনন্তর তিনি কয়েক জন অনুচরকে সঙ্গে দিয়া মেস্‌রুরকে আবু-মহম্মদ অলসের প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা অলসের দ্বারদেশে আসিয়া করাঘাত করিল। একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মেস্‌রুর ভৃত্যকে বলিল "যাও তোমার প্রভুকে বল গে ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন।" ভৃত্য প্রভুকে সমাচার দিল। আবু-মহম্মদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল আমীর মহম্মদ এজ্-জুবেয়দের অনুচর-বর্গের সহিত মেস্‌রুর দাঁড়াইয়া আছে—ভূমিচুম্বন করিয়া বলিল "ধার্ম্মিকাধিপ খলীফের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য—এখন আপনারা আমার বাটীতে প্রবেশ করুন।" মেস্‌রুর বলিল "আমরা একবার দেখিবার জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি কিন্তু বিলম্ব করিতে পারিব না, শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার জন্য নরপতির আদেশ আছে—তিনি উৎসুকমনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।" আবু মহম্মদ বলিল "যাত্রার আয়োজন করিবার জন্যও আমাকে কিছু সময় দিতে হইবে?" এইরূপ নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধের পর সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আবু মহম্মদ একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া মেস্‌রুরকে প্রাসাদস্থিত হাম্মামে লইয়া যাইতে বলিল। সে রাজদূতকে স্নানার্থে লইয়া গেল। মেস্‌রুর আবু মহম্মদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। হাম্মামটী অতি মনোহর মার্ব্বল প্রস্তরময়, চতুর্দ্দিক স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে খচিত, ভিতরের জলাধারগুলি গোলাপ জলে পূর্ণ। দাসগণ মেস্‌রুরের যথোচিত পরিচর্য্যা করিল। স্নান সমাপ্ত হইলে পরিচারকগণ একটী মনোহর বর্ণখচিত পরিচ্ছদ আনিয়া খোজাকে পরাইয়া দিল। অনন্তর মেস্‌রুর সহচরবর্গের সহিত যে গৃহে আবু মহম্মদ বসিয়াছিল সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল আবু মহম্মদ একটী রত্নময় মুক্তা-মালা-শোভিত চন্দ্রাতপের নিম্নে মহামূল্য কারচোপের কার্য্য যুক্ত বিছানায় বসিয়া আছে; তাহার চতুর্দ্দিকে মনোহর স্বর্ণময় কারুকার্য্য বিশিষ্ট আসন সকল সজ্জিত রহিয়াছে। আবু মহম্মদ খোজাকে অতি

সমাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া পরিচারকবর্গকে ভোজ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিল। পবিচারকগণ মেজ পাতিয়া সমস্ত সাজাইয়া দিল। মেস্‌রুর সেই সমস্ত আয়োজন দেখিয়া বলিল "আল্লাব দোহাই আমি খলীফের প্রাসাদেও কখন এরূপ আয়োজন দেখি নাই!" এইরূপে তাহারা পানাহার ও আমোদ প্রমোদে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যার সময় আবু মহম্মদ সকলকেই পাঁচ পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কবিল। পর দিন প্রভাতে আবু মহম্মদ অতিথিদিগকে পুনরায় একটী গোটাদার হরিদ্বর্ণ সম্মানসূচক পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। মেস্‌রুব আবু মহম্মদকে বলিল "আব আমরা এখানে বিলম্ব করিতে পারি না—খলীফে ক্রুদ্ধ হইলে আমাদের আর বিপদের সীমা থাকিবে না।" আবু মহম্মদ বলিল "প্রভু, আজিকাব দিনটা অপেক্ষা করুন, আমি এখনও যাত্রার্থ প্রস্তুত হইতে পারি নাই—কল্য নিশ্চয়ই আমরা যাত্রা করিব।" অনন্তব সে একটী অশ্বতর সাজাইতে আজ্ঞা দিল। পরিচারকগণ একটী মনোহব অশ্বতর আনয়ন করিয়া মণি-মুক্তাময় মহামূল্য সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিল। মেস্‌রুর সেই অপূর্ব্ব সজ্জা সকল দেখিয়া মনে মনে বলিল, যখন আবু মহম্মদ এই বাহনে আরোহণ করিয়া নরপতিব সম্মুখে উপস্থিত হইবে হয়ত তখন খলীফে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিবেন যে তুমি এত সম্পত্তি কোথায় পাইলে?

অনন্তর তাহারা এজ্‌-জুবেয়দীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বোগদাদে যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই এককালে খলীফের সভায় উপনীত হইল। নরপতি যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া আবু মহম্মদকে বসিতে বলিলেন। সে উপবেশন করিয়া বিনীতভাবে বলিল "নরনাথ! যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ যে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ উপায়ন দ্রব্য আনিয়াছি তাহা এখানে উপস্থিত করি।" খলীফে বলিলেন "ভাল, তাহাতে ক্ষতি কি?" আবু মহম্মদ পরিচারকদিগকে একটী সিন্ধুক আনিতে বলিল তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা নরপতির সম্মুখে আনিয়া দিল। আবু মহম্মদ সিন্ধুকের মধ্য হইতে কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য বাহিব কবিল তন্মধ্যে কতকগুলি অপূর্ব্ব মণিময় বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলির কাণ্ড স্বর্ণময়, পত্র উজ্জ্বল পান্নার প্রস্তুত, ফলগুলি রক্ত ও হরিদ্রাবর্ণ মণি এবং উজ্জ্বল মুক্তা নির্ম্মিত।" খলীফে সেই

সকল মনোহর দ্রব্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আবু মহম্মদ আর একটী সিন্দুক আনিয়া তন্মধ্য হইতে একটী মনোহর তাম্বু বাহির করিল, তাম্বুটীর মধ্যদণ্ড নূতন ভারতজাত চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিক নানাবিধ মণিমুক্তায় শোভিত; পরদাগুলির সমস্তই সাচ্চা কাজে নানাবিধ জীব জন্তুর চিত্র যুক্ত। সেই রত্নময় উপায়ন সামগ্রীগুলি দেখিয়া নরপতির আর আনন্দের সীমা রহিল না; আবু মহম্মদ বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! এরূপ মনে করিবেন না যে কোনরূপ ভয় বা লোভ প্রযুক্ত আমি এই সকল দ্রব্য উপায়ন প্রদান করিতেছি। বাস্তবিক এগুলি আমার উপযুক্ত নহে—আমি সামান্য লোক, খলীফে ভিন্ন এরূপ দ্রব্য কেহই ব্যবহার করিতে পারেন না। নরনাথ! এখন যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে কয়েকটী বাজী দেখাইয়া আপনাকে আরও সন্তুষ্ট করি।" নরপতি বলিলেন "তুমি কি দেখাইতে ইচ্ছা কর, নির্ভয়ে দেখাও।" "আপনার যাহা অভিরুচি" আবু মহম্মদ এই কথা বলিয়াই অধরোষ্ঠ কম্পিত করিতে লাগিল এবং সৌধশিখরের কারুকার্য্য যুক্ত আলিশাগুলির দিকে কি সংকেত করিল, অমনি সেগুলি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া আসিল; আবার সে কি সঙ্কেত করিল পুনরায় সমস্ত পূর্ব্ববৎ নিজস্থানে স্থাপিত হইল। আবু মহম্মদ একবার নয়ন সঙ্কেত করিল অমনি সম্মুখে কতকগুলি রুদ্ধ দ্বার গৃহ উপস্থিত হইল, সে গৃহগুলির উদ্দেশে কথা জিজ্ঞাসা করিল; তন্মধ্য হইতে কতকগুলি পক্ষীস্বর তাহার উত্তর দিল। সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া উর্-রসীদ একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, বলিলেন "তুমি কিরূপে এই সকল অমানুষিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে?—তোমাকে ত সকলেই আবু মহম্মদ অলস বলিয়া থাকে। আমি শুনিলাম তোমার পিতা একজন সামান্য নাপিতের ব্যবসায় করিত এবং মৃত্যুকালে তাহার কিছুই ছিল না।" সে বলিল "নরনাথ! আমার বিবরণ অতীব আশ্চর্য্য, যদি তাহা হৃদয় ফলকে খোদিত থাকে তাহা হইলে সময় মতে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।" নরপতি বলিলেন "তোমার ইতিহাস বর্ণন কর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" আবু মহম্মদ অলস বলিতে আরম্ভ করিল:—

ধার্ম্মিকরাজ! লোকে যে আমাকে অলস আবু মহম্মদ বলে তাহা মিথ্যা

নহে। আমি বাস্তবিকই বালককালে এত অলস ছিলাম যে পৃথিবী মধ্যে আমার ন্যায় অলস কোন জীবই ছিল না। এমন কি, আমি যখন বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকিতাম তখন ক্রমে আমার উপরে প্রখর রৌদ্র নিপতিত হইলেও উঠিয়া ছায়ায় যাইতে পারিতাম না। আমার যখন পঞ্চদশ বৎসর বয়স তখন পিতার কাল হইল। তিনি সাধারণ হাম্মামে সামান্য ক্ষৌরকারের কার্য্য করিতেন, সুতরাং মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার জননী কোন একটী ভদ্র পরিবারের দাসীবৃত্তি করিয়া আমার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনে আমার কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না; আমি পূর্ব্বের ন্যায় পান আহার ও নিদ্রারতই রহিলাম। এক দিন আমার মাতা পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা আনিয়া বলিলেন "বৎস! শুনিলাম সেখ আবুল মুজাফ্ফর বাণিজ্যার্থ চীনদেশে যাইতেছেন। তিনি অতি দয়াবান পুরুষ, বিশেষ দীনহীনদিগকে বড়ই ভাল বাসেন। চল আমরা এই পাঁচটী মুদ্রা লইয়া তাঁহার নিকটে যাই এবং এই মুদ্রা কয়টীতে আমাদের জন্য কিছু বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে বলি। হয়ত জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার আনীত দ্রব্যে তোমার যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।" আমি আলস্যবশে তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হইলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে আমি যদি তাঁহার সহিত না যাই তাহা হইলে আর তিনি আমাকে পানাহার দিবেন না, দেখিতেও আসিবেন না, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিব। কি করি অগত্যা উঠিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়া বলিলাম "তবে আমায় তুলিয়া বসাও।" তিনি তুলিয়া বসাইলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, আমার জুতা যোড়াটী আনিয়া দাও। তিনি তাহাও আনিলেন। পুনরায় আমি তাহা পরাইয়া দিয়া আমাকে দাঁড় করাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন "তবে এখন চল।" আমি বলিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তিনি আমাকে ধরিয়া নদীতীরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম শেখ নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলাম "চাচা আপনারই কি নাম এল-মুজাফ্ফর?" তিনি বলিলেন "হাঁ আমারই নাম—কি করিতে হইবে বল?" আমি সেই মুদ্রা কয়টী দিয়া

বলিলাম "এই কয়টী মুদ্রায় চীনদেশ হইতে আমার জন্য কিছু বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিবেন, আমি তাহা বেচিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় কিছু লভ্য করিতে ইচ্ছা করি।" সেই কথা শুনিয়া শেখ সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি এই যুবকটীকে চেন?" তাহারা বলিল "হাঁ আমরা উহাকে জানি উহার নাম আবু-ল্-মহম্মদ অলস; আমরা এই প্রথম উহাকে বাটীর বাহির হইতে দেখিলাম; ইহার পূর্ব্বে এ কখনই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই।" সেই কথা শুনিয়া শেখ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বৎস টাকা দাও—জগদীশ্বর করুন তোমার লাভ হউক।" আমি মুদ্রা কয়টী দিয়া মাতার সহিত আবাসে ফিরিয়া গেলাম।

শেখ আবু-ল্-মুজাফ্ফর সঙ্গী বণিকদিগের সহিত চীনদেশে গেলেন এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। সুবায়ুভরে পোতখানি তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিল। তিন দিনের পর সহসা শেখ পোতাধ্যক্ষকে বলিলেন "নৌকা পুনরায় ফিরিয়া লইয়া চল।" তাঁহার সেইরূপ অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শেখ বলিলেন "আবু মহম্মদ আমাকে যে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিল তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম—এখন তাহার জন্য কিছু লইয়া না গেলে সে কি মনে করিবে? চল একবার পোত ফিরাইয়া লইয়া চল।" কিন্তু সঙ্গীগণ বলিল "আল্লার দোহাই আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি আর আমাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন না, এখন ফিরিয়া গেলে আমাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।" তবুও তিনি পোত ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন "সেকি কথা, সে গরিব লাভের আশায় আমাকে দ্রব্য কিনিতে টাকা দিল, আমি কিছুই লইয়া যাইব না? তাহা হইতে পারে না, পোত ফিরাইতেই হইবে।" সঙ্গী বণিকগণ বলিল "পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রায় সে কত লাভ করিবে? আমরা শতগুণ লাভ দিতেছি—আমাদিগকে আর বৃথা ক্লেশ দিবেন না।" শেখ আর কিছুই বলিলেন না, তাহাদের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। বণিকগণ চাঁদা করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল।

অনন্তর অর্ণবপোত একটী দ্বীপে উপস্থিত হইল। বণিকগণ তথা হইতে নানাবিধ ধাতু ও মণি মাণিক্য ক্রয় করিবার জন্য কূলে অবতীর্ণ হইল।



আবু-ল্-মুজাফ্ফরও সকলের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। সমুদ্রকূলে এক ব্যক্তি কতকগুলি শৃঙ্খল বদ্ধ বানর লইয়া বসিয়াছিল। সেই সকল বানরের মধ্যে একটা ছিন্ন রোম দুর্ব্বল বানর ছিল; যখনই সেই ব্যক্তি একটু অন্যমনস্ক হইতে ছিল তখনই অপর বানরগুলা মিলিয়া দুর্ব্বল বানরটার রোম ছিড়িয়া ও প্রহার করিয়া অশেষ যাতনা দিতেছিল। লোকটী দৌরাত্ম্যকারী বানরদিগকে প্রহার করিল; বানরগণ প্রহারে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া ছিন্ন রোম বানরের উপর অধিকতর উৎপাত আরম্ভ করিল। সেই দুর্ব্বল বানরটীর দুরবস্থা দেখিয়া আবু-ল্-মুজাফ্ফরের দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি বানরের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্র তুমি কি বানরটী বিক্রয় করিবে?" সে উত্তর দিল "করিব।" তিনি বলিলেন "আমার নিকটে একটী দীন বালকের পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা আছে তুমি যদি সেই মূল্যেই বানরটী দাও তাহা হইলে লইতে পারি।" বানরবিক্রেতা বলিল "তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম আপনি উহাকে ক্রয় করুন।" শেখ তাহাকে সেই পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহার ক্রীতদাসগণ বানরটীকে লইয়া গিয়া জাহাজের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিল।

সেই দ্বীপের ক্রয় বিক্রয় সমাপ্ত হইয়া গেলে, বণিকগণ পুনরায় পোতা-রোহণে ভিন্ন একটী দ্বীপে গেল এবং ডুবুরীগণকে ডাকিয়া আনিয়া মুক্তা উত্তোলনার্থ নিযুক্ত করিল। ডুবুরীগণ বেতন গ্রহণ করিয়া বণিকদিগের জন্য রত্ন অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইল। এই সময়ে সেই বানরটা তাহাদিগকে ডুবিতে দেখিয়া বন্ধন রজ্জু ছিঁড়িয়া জলে নিপতিত হইল। আবু-ল্-মুজাফ্ফর তাহাকে জলে পড়িতে দেখিয়া বলিলেন "হায় ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি নাই—যুবকের অদৃষ্টদোষে বানরটা জলে পড়িয়া মরিল!" সকলেই মনে করিল বানরটা মরিয়া গিয়াছে আর পাওয়া যাইবে না, সুতরাং কেহই আর খুজিয়া তুলিতে যত্ন করিল না। কিন্তু ডুবুরীগণ যখন রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল, তখন বানরটা তাহাদের সঙ্গে উঠিয়া আবু-ল্-হসনের সম্মুখে কতকগুলি মহামূল্য রত্ন আনিয়া দিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। আবু-ল্-হসন বলিলেন "নিশ্চয়ই এই বানরে কোন অদ্ভুত শক্তি স্থাপিত আছে।"

অনন্তর তাহারা জাহাজ খুলিয়া দিয়া দৈববশে জুনুজদিগের দ্বীপে গিয়া পড়িল। জুনুজগণ নরমাংসভুক তাহারা তাহাদিগকে দেখিয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকারোহণে জাহাজ আক্রমণ করিল ও আরোহীদিগকে তাহাদের রাজার নিকট বাঁধিয়া লইয়া গেল। জুনুজরাজ বণিকদিগের কতকগুলিকে বিনাশ করিতে বলিল। নরখাদকগণ তৎক্ষণাৎ কয়েক জনকে বিনাশ করিয়া পরমানন্দে মাংস ভোজন করিতে লাগিল। অবশিষ্টগুলি সে দিনের মত কারারুদ্ধ রহিল। রাত্রিকালে সেই বানরটা আবু-ল্-মুজাফ্ফরের নিকট আসিয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিল। তাঁহাকে মুক্ত দেখিয়া অপর সকলে বলিতে লাগিল "মহাশয় এখন ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হইলেন আমাদিগকে খুলিয়া দিউন আমরাও মুক্ত হই, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।" শেখ বলিলেন "বানর আমাকে খুলিয়া দিয়াছে, আমি বানরের নিকট এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রায় আমার স্বাধীনতা ক্রয় করিলাম, এখন সেই সহস্র মুদ্রা যাহার জন্য বানর ক্রয় করিয়াছি তাহার প্রাপ্য হইল।" বন্দীগণ বলিল "প্রভু! আমরাও এক এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিব আমাদের উদ্ধারোপায় করিয়া দিউন। বানর তাহাদের সেই কথা শুনিয়াই সকলের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দিল। এইরূপে



সকলে পুনর্বার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া জাহাজে উঠিল, দেখিল বাণিজ্য দ্রব্যাদির কিছুই নষ্ট হয় নাই সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ত্বরিত পোত খুলিয়া দিয়া পলায়ন করিল।

আবু-ল্ মুজাফ্ফর সকলের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাত এক এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আদায় করিয়া এবং স্বয়ং এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া সমস্ত পৃথক করিয়া রাখিলেন; সুতরাং বানরের অনেকগুলি মুদ্রা সংগ্রহ হইল। ক্রমে পোতখানি এল্-বস্রায় উপনীত হইল, বণিকবর্গের আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই দেখিতে গেল। আবু-ল্-মুজাফ্ফর জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আবু-মহম্মদ অলস কোথায়।" আমার জননী সেই সমাচার শুনিয়াই আমাকে নদীতীরে লইয়া গেলেন। শেখ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "তোমার মঙ্গল হউক—তোমার টাকাই আমাদের স্বাধীনতা লাভেরও প্রাণরক্ষার কারণ। এই বানরটী গ্রহণ কর এটী তোমারই জন্য ক্রয় করিয়াছি। যাও ইহাকে গৃহে লইয়া গিয়া অপেক্ষা কর, আমিও শীঘ্র তথায় যাইতেছি।" আমি মনে মনে ভাবিলাম "হা অদৃষ্ট। কি চমৎকার বাণিজ্য দ্রব্যই উপস্থিত।" যাহা হউক সেখানে আর কোনরূপ

অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বানরটা লইয়া বাটীতে ফিরিয়া গেলাম। বানর পাইয়া মনে মনে বড়ই ক্ষোভ হইল—জননীকে বলিলাম "যখনই আমি নিদ্রা যাইবার উপক্রম করি তখনই ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার জন্য ডাক— জাগাইয়া দাও, দেখ দেখি এখন কেমন বাণিজ্যদ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।" আমি এই কথা বলিয়াই উপবেশন করিলাম। ক্ষণকালের মধ্যেই আবু-ল্-মুজাফ্ফরের ক্রীতদাসগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম কি আবু মহম্মদ অলস?" আমি বলিলাম "হাঁ।" দেখিতে দেখিতে আবু-ল্-মুজাফ্ফর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া করপ্রান্ত চুম্বন করিলাম। তিনি বলিলেন "বৎস, আমার সহিত আমার আবাসে আইস।" "আপনার যাহা অভিরুচি" আমি এই কথা বলিয়াই তাঁহার সহিত চলিলাম। তিনি আমাকে বাটীতে লইয়া গিয়াই ক্রীতদাসদিগকে টাকাগুলি আনিতে বলিলেন। তাহারা সমস্ত আনয়ন করিল। শেখ বলিলেন "বৎস, এই সমস্ত ধনই তোমার সেই পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রার উপস্বত্ব, এগুলি তুমি লইয়া যাও।" ক্রীতদাসগণ সিন্ধুক সহিত সেই সকল মুদ্রা মস্তকে তুলিয়া লইল। শেখ বলিলেন "তুমি অগ্রে অগ্রে যাও ইহারা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করুক—এ সকল তোমারই সম্পত্তি, কুণ্ঠিত হইও না।"

আমি সেই সিন্ধুকপূর্ণ ধন রত্ন বাটীতে লইয়া গেলাম। আমার মাতা সেই সমস্ত দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "পরমেশ্বর তোমাকে প্রভূত ধন দিয়াছেন, এখন হইতে তুমি অলসতা ত্যাগ কর এবং বাজারে একটী দোকান করিয়া ব্যবসায় কার্য্য করিতে থাক।" মাতার আজ্ঞায় আমি একটী দোকান ভাড়া করিয়া নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম। বানরটা দোকানে আমার সহিত একত্র বসিয়া থাকিত, আমি তাহার সহিত একত্র পানভোজন করিতাম। সে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সহিত থাকিত, কেবল প্রভাত সময় হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কোথায় যাইত এবং ঠিক দুই প্রহরের সময় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ এক একটী তোড়া আনিয়া দিত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল; আমার আর ধনের সংখ্যা রহিল না। তখন আমি অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও উদ্যানাদি স্থাবর সম্পত্তি এবং অনেক মেষপালক, দাস ও দাসী ক্রয় করিলাম।

এক দিন বানরটা আমার সহিত একত্র বসিয়া আছে সহসা একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ফিরিয়া দেখিয়া মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্টাক্ষরে বলিল "আবু মহম্মদ!" আমি একেবারে চমকিয়া গেলাম, বড়ই ভয় হইল, সে আবার মনুষ্যের ন্যায় বলিতে লাগিল "তোমার ভয় নাই, আমি নিজ বিবরণ বলিতেছি—আমি জিন জাতীয় মারিদ। তোমার দৈন্য দূর করিবার জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছি। এখন আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে; তোমার যে কত ধন আছে, তুমি নিজেই তাহার পরিমাণ জান না। আমি তোমার আরও একটী উপকার করিতে ইচ্ছা করি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি উপকার?" সে উত্তর দিল "একটী পরম রূপবতী পূর্ণশশধর সদৃশ যুবতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।" আমি বলিলাম "কিরূপে?" সে উত্তর দিল "তুমি কল্য একটী মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বর্ণ-জিন যুক্ত একটী অশ্বতর আরোহণে তৃণ-চণকাদি পশুখাদ্য বিক্রেতাদিগের বাজারে গিয়া শেরীফের দোকান কোথায় খুঁজিয়া লইবে এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিবে যে, 'আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী।' যদি সে বলে যে, তোমার এমন কি ধনমান আছে যে আমার কন্যার সহিত বিবাহ হইবে? তুমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটী তোড়া প্রদান করিও। তাহাতে যদি সে পুনরায় অর্থ প্রার্থনা করে, পুনরায় তদ্রূপ স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ তোড়া প্রদান করিও, এইরূপে ক্রমশঃ তাহাকে লোভপরবশ করিবে।" আমি সেই কথা শুনিয়া বলিলাম "জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কল্যই তোমার আজ্ঞা সমাধা করিব।"

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া বানরের আদেশানুসারে সর্ব্বোত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং স্বর্ণখচিত সজ্জা যুক্ত অশ্বতরারোহণে তৃণ-চণকাদি বিক্রেতাদিগের বাজারে শেরীফের দোকানে গেলাম। শেরীফ বসিয়াছিলেন; অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সেলাম করিলাম। আমার সহিত দশ জন কৃষ্ণকায় দাস ও অনেকগুলি মেম্লুক ছিল; তিনি আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের কিছু কি প্রয়োজন আছে?" আমি বলিলাম "হাঁ কোন বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রয়োজন?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি

আপনার কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী।" তিনি সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "আপনার কি এমন ধন সম্পত্তি পদ মর্য্যাদা বা বংশগৌরব আছে যে আমার কন্যার সহিত বিবাহ হইবে?" আমি অমনি এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম, "ইহাই আমার পদ ও বংশমর্য্যাদা।—বিজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকেন ধনবান লোকেই পদমর্য্যাদা লাভ করেন। বিশেষতঃ কবিবর বলিয়াছেন :—

সঙ্গতি আছয়ে যার তুই দিরহেম
 বাগ্মীর প্রধান তারে গণে গণনায়,
সবার বাসনা—করে তার সনে প্রেম;
 অমৃতের ধারা ঝরে তাহার কথায়।

সেই সে, আবার যদি ধন নাহি রয়
তাহার সে জ্ঞান কথা প্রলাপ নিশ্চয়।

ধনীজনে ভ্রমবশে মিছা কথা কয়
 ঠিক ঠিক বলি লোকে কত গুণ গায়;
নির্ধনের সাঁচা কথা কে করে প্রত্যয়
 দূর দূর মিথ্যাবাদী দূর কর তায়।

ধনে মান ধনে জ্ঞান ধনে যশ আর,
ধনের নিকটে বশ জগত সংসার।"

শেরিফ সেই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন "তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে আরও তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে হইবে।" "আপনার যাহা অভিরুচি" আমি এই কথা বলিয়াই একজন গোলামকে বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম, সে তৎক্ষণাৎ

তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া শেরীফকে প্রদান করিল। বিবাহের আর কোন আপত্তি রহিল না, শেরীফ উঠিয়া পরিচারকবর্গকে দোকান বন্ধ করিতে বলিলেন এবং বাজারের কতকগুলি সমব্যবসায়ীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে আবাসে লইয়া গেলেন। বৈবাহিক চুক্তিপত্র লিখিত হইল। শেরীফ বলিলেন "দশ দিবসের পর তোমাদের দম্পাতীমিলন হইবে।"

আমি পরম আনন্দে বাটীতে ফিরিয়া গিয়া গোপনে বানরকে সমস্ত বলিলাম। সে পরম প্রীত হইয়া বলিল "তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ—এখন তোমাকে আমার একটী উপকার করিতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি উপকার?" সে বলিল "যে গৃহে তোমার বাসর হইবে তাহার শেষ প্রান্ত ভাগে আর একটী ছোট গৃহ আছে। গৃহের দ্বারে একটী পিত্তলময় কড়া লাগান আছে, কড়ার নিম্নভাগে একটী চাবি দেখিতে পাইবে। সেই চাবির দ্বারা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। গৃহের মধ্যে একটী লৌহময় সিন্ধুক আছে, তাহার চারিদিকে চারিটী ইন্দ্রজাল মন্ত্র যুক্ত পতাকা ও মধ্যস্থলে মুদ্রাপূর্ণ একটী পাত্র আছে। সেই পাত্রের পার্শ্বে একাদশটী সর্প আছে ও মধ্যস্থলে একটী শ্বেতকায় কুক্কুট বাঁধা আছে। সিন্ধুকের পার্শ্বে একখানি ছুরিকা দেখিতে পাইবে। সেই ছুরিকাখানি লইয়া কুক্কুটকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে এবং পার্শ্বস্থ পতাকাগুলি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রণয়িণীর নিকটে আসিয়া শয়ন করিবে। এই মাত্র করিলেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হইবে।"

নিরূপিত দিবসে আমি শেরীফের বাটীতে গেলাম এবং বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়াই বানরের কথিত গৃহদ্বার দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক সে সময়ে আর কিছু করা হইল না, শেরীফতনয়ার নিকটে গেলাম। রমণীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম—মনে মনে বড়ই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সকলে চলিয়া গেলে আমার নব বিবাহিতা প্রণয়িণীও নিদ্রা গেলেন। আমি মধ্যরাত্রে ধীরে ধীরে উঠিয়া বানরের কথিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বেত কুক্কুটটীকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুকটী উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলাম। শব্দে সহধর্ম্মিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল তিনি উঠিয়া সেই সকল ব্যাপার দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "হায় কি করিলে



—আমি মারিদের হস্তে নিপতিত হইলাম। এখন ভীষণ জিনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।” কথা শেষ হইতে না হইতেই ভীষণমূর্ত্তি মারিদ আসিয়া রমণীকে লইয়া চলিয়া গেল। বাটীর মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল; শেরীফ কপোলে করাঘাত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন “হায়, তুমি আমার উপকারের কি এই প্রতিশোধ দিলে? আমি পাছে কন্যাকে মারিদে লইয়া যায় সেই ভয়ে এই সকল ঐন্দ্রজালিক দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়াছিলাম তুমি তাহা নষ্ট করিয়া কন্যাটীকে মারিদের হস্তে প্রদান করিলে। হায়! পাপিষ্ঠ ছয় বৎসর যাবৎ কন্যাকে লইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেবল ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সে নিরস্ত ছিল। এখন তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে—তোমার দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে!—এখন তুমি দূর হও!”

আমি শেরীফের বাটী হইতে বাহির হইয়া নিজ আবাসে গেলাম, দেখিলাম

সে বানরটা নাই—তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই; বুঝিলাম সেই বানরই মারিদ। সে-ই কৌশল ক্রমে আমার দ্বারা বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া আমারই সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে। পরিতাপে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল—কপোলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে ও বসনভূষণ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলাম। জগৎ আমার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল—মনের আবেগে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিলাম। কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই,—ক্রমে একটী মরুময় প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিজ অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি সহসা একটা পিঙ্গলবর্ণ সর্প ও একটা শ্বেত সর্প পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি একটা প্রস্তর তুলিয়া পিঙ্গলবর্ণ সর্পের উপরে নিক্ষেপ করিলাম। পিঙ্গল সর্পটা প্রস্তরাঘাতে মরিয়া গেল, শ্বেতকায় সর্প পলায়ন করিল। ক্ষণকালের পর আবার সেইরূপ দশটা শ্বেত সর্প আসিয়া মৃত সর্পের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি অনভ্যস্ত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম সুতরাং আর অধিক দূর যাইতে পারিলাম না সেই খানেই নিপতিত হইয়া নিজের দুরবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকালের পর শুনিলাম কে যেন বলিতেছে :—

"লোল রশ্মি দ্রুততর দুরদৃষ্ট ধায়
কি ভয় তাহায় তব, করুক গমন;
চিন্তাহীন হয়ে ক্ষয় কোরো না নিশায়
উদ্যোগীর জয় নহে অলীক বচন।
নিমিষে বিপদ ঘটে নিমিষে সুসার
অপূর্ব্ব ঈশ্বরের লীলা মায়া বুঝা ভার।"

ধার্ম্মিকরাজ! আমি সেই কবিতাটী শুনিয়াই একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পুনরায় আমার পশ্চাৎ দিক হইতে কে বলিল :—

"মুসলমান! কি ভয় তোমার?
কোরাণ সহায়, কর তাহাতে নির্ভর
অবশ্য হইবে শীঘ্র বিপদে উদ্ধার।
আমরা কি করি কভু শয়তানে ভয়
সত্য ধর্ম্ম চির দিন যাহার আশ্রয়?"

আমি সেই স্বর উদ্দেশ করিয়া বলিলাম "তোমার যাহা কিছু প্রিয় আছে তাহার দোহাই—তুমি কে?" দেখিতে দেখিতে সেই অদৃশ্য জিনি নররূপ ধারণ করিয়া বলিল "তোমার ভয় নাই—আমরা তোমার সদয় আচরণ জ্ঞাত হইয়াছি। বিশেষতঃ আমরা সত্যধর্ম্মাবলম্বী জিন। যদি তোমার কিছু অভীষ্ট সাধন করিতে হয় ত বল, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" সেই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "হায়, আমি যেরূপ বিপদে নিপতিত হইয়াছি কেহই কখন সেরূপ বিপদে পড়ে না।" জিন বলিল "বোধ হয় তোমারই নাম আবু মহম্মদ অলস?" আমি বলিলাম, "হাঁ আমি সেই হতভাগা।" সে বলিল "তুমি কালসর্পের কবল হইতে যে শ্বেত সর্পকে উদ্ধার করিয়াছ, তিনি আমার সহোদর। আমরা চারি সহোদর—চারি জনেই তোমার সদয় আচরণে পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। যে বানররূপে তোমার নিকটে ছিল ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তোমারই সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে সে জিনদিগের মধ্যে মারিদ। সে যদি সেরূপ প্রবঞ্চনা না করিত তাহা হইলে কখনই তাহাকে লইয়া যাইতে পারিত না। বহু দিবস হইতেই সে রমণীকে অপহরণ করিবার উপায় দেখিতেছিল কিন্তু মন্ত্রবলে কিছুই করিতে পারে নাই। যাহা হউক তোমার চিন্তা নাই আমরা তোমাকে প্রিয়তমার সহিত সম্মিলিত করিয়া দিব এবং তোমার শত্রুকে বিনাশ করিব—তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ তাহা আমরা কখনই ভুলিব না।" সে এই কথা বলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি একদল অগ্নিযোনি আবির্ভূত হইল। সে তাহাদিগকে সেই মারিদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। একজন বলিল "আমি তাহার আবাস জানি, সে পিত্তলময় নগরীতে

থাকে।" সেই কথা শুনিয়া জিন আমাকে বলিল "আবু-মহম্মদ তুমি আমার দাসের সহিত যাও, সে তোমাকে তোমার প্রিয়তমার নিকটে লইয়া যাইবে এবং তাহার উদ্ধারের জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে তাহার উপদেশ প্রদান করিবে। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধান—দাসগণ সকলেই মারিদ অতএব যখন তোমাকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইবে তখন কোন ক্রমে ঈশ্বরের নাম মনেও করিও না—ঈশ্বরের নাম করিলেই সে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিবে এবং তুমি ঊর্দ্ধ হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইবে।" আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম।

একটা মারিদ আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। আমি এতদূর উঠিলাম যে নক্ষত্রগুলিকে এক একটী বৃহৎ পর্ব্বত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে স্বর্গীয় দূতদিগের কথাবার্ত্তা ও ঈশ্বরের নামে জয়ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। মারিদ পাছে আমি সেই সকল শুনিয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করি সেই ভয়ে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় ভুলাইয়া লইয়া চলিল। কিছুদুর অগ্রসর হইতে না হইতেই সম্মুখে একজন হরিদ্বর্ণবেশধারী লম্বকেশ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষের হস্তে একটা শূল ছিল, শূলের অগ্রভাগ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। সে শূল উদ্যত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "আবু মহম্মদ! বল, ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই, মহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা, নতুবা আমি এই শূল দ্বারা তোমাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।" কি করি আমি তাহাই বলিলাম। অমনি সেই পুরুষ মারিদের উপরে সেই ভয়ানক শূল নিক্ষেপ করিল—মারিদ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। আমি নিরবলম্বন হইয়া তরঙ্গাকুল সমুদ্রের উপরে নিপতিত হইলাম।

ঘটনা ক্রমে আমি যেখানে নিপতিত হইলাম সেইখানেই একখানি জাহাজ ছিল। জাহাজের মধ্যে কেবল পাঁচজন নাবিক ছিল, তাহারা আমাকে জলে নিপতিত দেখিয়া পোতের উপরে তুলিয়া লইল এবং কত কি জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু আমি তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, সঙ্কেতে জানাইলাম যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা আমাকে আর কিছুই বলিল না। সমস্ত দিবস জাহাজ চালাইয়া অপরাহ্ন সময়ে সমুদ্রে জাল নিক্ষেপ

করিল। জালে একটী বৃহৎ মৎস্য উঠিল; তাহারা সেই মৎস্য রন্ধন করিয়া আহার করিল এবং আমাকেও তাহার কিছু প্রদান করিল। এইরূপে আমি তাহাদের দয়ায় কূলে উপনীত হইলাম। নাবিকগণ আমাকে তাহাদের নরপতির নিকট লইয়া গেল। আমি যথারীতি ভূমিচুম্বন করিয়া দাঁড়াইলাম। নরপতি আরবীয় ভাষা জানিতেন তিনি পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে রক্ষীর পদ প্রদান করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নগরটীর নাম কি?" তিনি বলিলেন "এ নগরের নাম হেনাদ, ইহা চীনদেশের অন্তর্গত। অনন্তর নরপতি আমাকে লইয়া সমস্ত নগরী দেখাইয়া আনিবার জন্য উজীরকে আদেশ করিলেন। আমি উজীরের সহিত সমস্ত দেখিতে গেলাম। দেখিলাম দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে পরি-



বৰ্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই বিধর্ম্মী ছিল সেই জন্য জগদীশ্বর তাহাদিগকে অদ্ভুত নিগ্রহ করিয়াছেন।

সেই নরপতির নিকট আমার পূর্ণ এক মাস কাটিয়া গেল। একদিন আমি অবকাশ ক্রমে একটী নদীর তীরে বসিয়া নিজ অবস্থা চিন্তা করিতেছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমারই কি নাম আবু মহম্মদ অলস?" আমি সেই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "হাঁ আমারই নাম আবু মহম্মদ।" অশ্বারোহী বলিল "তোমার কোন ভয় নাই—আমরা সকলেই তোমার সদয় ব্যবহার জ্ঞাত হইয়াছি।" সেই কথায় আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? অশ্বারোহী বলিল "আমি সেই শ্বেত সর্পের ভ্রাতা—তুমি এখন তোমার প্রিয়তমা যেখানে আছেন তাহার নিকটেই আসিয়াছ।" জিন সেই কথা বলিয়াই আপনার গাত্রবস্ত্র খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিল "তুমি শঙ্কিত হইও না—তোমার কোন ভয় নাই, যে ব্যক্তি তোমাকে আনিতে আসিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে সে আমাদেরই দাস।" অনন্তর সে আমাকে অশ্বোপরি নিজ পশ্চাতে বসাইয়া অশ্ব চালাইয়া দিল। আমরা একটী বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে উপস্থিত হইলাম। জিনি রশ্মি সংযত করিয়া বলিল "ঐ যে দুই পর্ব্বত দেখিতেছ, এখন তুমি পদব্রজে উহার মধ্য দিয়া যাও তাহা হইলেই সম্মুখে একটী পিত্তলময় নগরী দেখিতে পাইবে, তুমি তথায় গিয়া অপেক্ষা করিও, আমি গিয়া তোমাকে নগর মধ্যে প্রবেশের উপায় বলিয়া দিব।" আমি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার আদেশানুরূপ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া চলিলাম। কতকদূর গিয়াই সম্মুখে একটী পিত্তলময় প্রাচীর বেষ্টিত নগরী দেখিতে পাইলাম। নগর-মধ্যে প্রবেশ করিবার আশায় আমি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিলাম কিন্তু তাহার দ্বার খুঁজিয়া পাইলাম না। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আমি আবার প্রবেশের উপায় অন্বেষণ করিতে যাইতেছি এমন সময়ে সেই সর্পের ভ্রাতা আসিয়া আমাকে একখানি ঐন্দ্রজালিক তরবারি প্রদান করিয়া বলিল "এই খানি সঙ্গে রাখ, ইহা ধারণ করিলে তোমাকে আর কেহই দেখিতে পাইবে না।" সে এই কথা বলিয়াই বিদায় হইল, আমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রবেশের উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলাম। ক্ষণকালের পর কতকগুলি লোকের কোলাহল শ্রবণগোচর হইল, দেখিলাম একদল জিনি আসিতেছে তাহাদের চক্ষু বক্ষঃস্থলে সন্নিবিষ্ট। সেই বিকৃতনয়নগণ আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি ? এখানেই বা কিরূপে আসিলে ?" আমি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলাম। তাহারা শুনিয়া বলিল "আমরাও সেই শ্বেত সর্পের ভ্রাতা। মারিদ তোমার সহধর্ম্মিণীকে এই নগরীর মধ্যে আনিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে কিরূপে রাখিয়াছে তাহা আমরা জানি না। তুমি ঐ যে প্রস্রবণটী দেখিতেছ উহার নিকটে গিয়া দেখ কোন্ পথ দিয়া নগর মধ্যে জল প্রবেশ করিতেছে, তুমি সেই পথেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই।"

তাহাদের পরামর্শানুসারে আমি প্রস্রবণের নিকটে গিয়া দেখিলাম একটী গুহার মধ্যে সমস্ত জলের স্রোত প্রবেশ করিতেছে। আমি সেই স্রোতের সহিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্ষণ মধ্যেই দেখিলাম নগরের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ; আমার সহধর্ম্মিণী একটী উদ্যানের মধ্যে একখানি স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। প্রিয়তমা আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু ! আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন ?" আমি সমস্ত বর্ণন করিলাম। তিনি বলিলেন "পাপিষ্ঠ মারিদ স্নেহভরে আমাকে নিজের বিনাশোপায় বলিয়া দিয়াছে। এই নগরের মধ্যে এমন একটী ঐন্দ্রজালিক পদার্থ আছে যে তদ্দ্বারা এই সমস্ত নগরী ধ্বংস করা যাইতে পারে এবং অগ্নিযোনিদিগের দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই ঐন্দ্রজালিক দ্রব্যটী কি ?" তিনি বলিলেন "এই এইরূপ স্থলে একটী স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপর একটী শকুন আছে, সেই শকুনের মস্তকে কতকগুলি মন্ত্র লিখিত আছে। সেই শকুনটীকে সম্মুখে রাখিয়া একটী ধূপাধারে কিঞ্চিৎ মৃগনাভি দগ্ধ করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত আফ্রীতগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদিগকে যাহা বলিবে তখনই তাহারা তাহা সম্পন্ন করিবে। আপনি এখনই গিয়া শকুনটীকে নামাইয়া মৃগনাভি দগ্ধ করুন, তদ্ভিন্ন আর আমাদের উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই।" আমি তৎক্ষণাৎ সেই ঐন্দ্রজালিক শকুনের উদ্দেশে গেলাম এবং সেটীকে স্তম্ভের উপর হইতে নামাইয়া একটী ধূপাধারে

মৃগনাভি দগ্ধ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র আফ্রীত উপস্থিত হইয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি সেই পরম শত্রু বানর মারিদকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "প্রভু, এখন আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" আমি তাহাদিগকে সে দিনের মত বিদায় দিলাম। তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল, আমিও শকুনটী লইয়া প্রিয়তমার নিকটে ফিরিয়া গেলাম। আমি যে কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর? এস্থানে থাকিবে কি আমার সহিত যাইবে?" তিনি বলিলেন "আমি আর এখানে এক মুহূর্ত্ত মাত্রও থাকিতে ইচ্ছা করি না আমাকে দেশে লইয়া চলুন।" আমি তাঁহাকে লইয়া, যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলাম সেই পথ দিয়াই নির্গত হইলাম। বাহির হইয়া দেখিলাম সেই বিকৃতনয়নগণ তখনও আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম।

জিনগণ আমাদিগকে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া একখানি অর্ণবপোতে তুলিয়া দিল। নিরাপদে সস্ত্রীক এল্‌-বস্রায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্বশুর ও তাঁহার আত্মীয়বন্ধুবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি বাটীতে গিয়া সেই শকুনটীকে বসাইয়া মৃগনাভি দগ্ধ করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আফ্রীতগণ আসিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিল, আমি তাহাদিগকে পিত্তল নগরীর সমস্ত মণি মাণিক্য আমার বাটীতে আনিয়া দিতে ও দুষ্ট মারিদকে শৃঙ্খলবদ্ধাবস্থায় আনিতে বলিলাম। তাহারা নিমিষ মধ্যে আমার আজ্ঞা সমাধা করিল। আমি সেই হতভাগা মারিদকে দেখিয়া ক্রোধভরে বলিলাম "পাপিষ্ঠ! আমি তোকে কত যত্নে পালন করিলাম, তুই কিনা আমার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করিলি?" আমি এই কথা বলিয়াই তাহাকে একটী ক্ষুদ্রমুখ পিত্তলময় পাত্রে বদ্ধ করিতে বলিলাম। আফ্রীতগণ তাহাকে একটী পিত্তলময় বোতলে পূরিয়া সীসক দ্বারা তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া দিল। নরনাথ! আমি সেই অবধি সহধর্ম্মিণীর সহিত

পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছি। ঐন্দ্রজালিক শকুনের প্রসাদে আমার কিছুরই অভাব নাই। যদি আপনার কোন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এখনই আমি আফ্রীতদিগের দ্বারা আনাইয়া দিতে পারি।

আবু-মহম্মদের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া খলীফে পরম প্রীত হইলেন এবং যথোচিত প্রসাদ দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আলী শের ও জুমুর্‌রুদ্‌।

পূর্ব্ব কালে খুরাসান নগরে মেজ-এদ্‌-দীন নামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু বণিক বাস করিতেন। তাঁহার প্রভূত ধন সম্পত্তি ও অসংখ্য দাস দাসী ছিল। ষাটি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। তৎপরে জগদীশ্বরের কৃপায় একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম আলী শের। আলী শের পরম রূপবান্ ছিল, বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইলে তাহার রূপলাবণ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ হইয়া অতীব মনোহর হইল। এই সময়ে বণিক সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলেন, তাহার আর বাঁচিবার আশা রহিল না। তিনি নিজ অন্তিম সময় আগত বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস, আমার শেষ সময় সমাগত হইয়াছে আর বাঁচিবার আশা নাই; এখন তোমাকে কয়েকটী উপদেশ প্রদান ও শেষ আদেশ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।" যুবক বলিলেন "কি আজ্ঞা আমাকে বলুন।" বণিক বলিলেন "বিশেষ কঠিন কিছুই নহে, কেবল এই মাত্র আদেশ যে কখন কাহারও সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিবে না। যাহাতে কখন না কখন অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা ত্যাগ করিবে। সাবধান কখন দুষ্ট লোকের সহিত ব্যবহার করিও না—দুষ্ট লোক ও কামার উভয়েই

সমান—যদি হাপরে অগ্নি না থাকে পোড়াইতে না পারে তাহা হইলেও ধূম দ্বারা তোমাকে উত্যক্ত করিবে। কবিবর কি চমৎকার কথাই বলিয়াছেন ঃ—

খুঁজিয়া ধরণী সারা   না পাবে এমন ধারা
প্রেম প্রতি দানে কর প্রেম উপার্জ্জন ;
মাখা মাখি আজি যার   কোথায় সে ভাব তার
কালি যদি আর তব নাহি থাকে ধন।

আরও বলিয়াছেন ঃ—

ঘনীভূত ব্যাধি যথা অন্তরে অন্তরে
ফোপরা করিয়া করে জীবন বিনাশ,
তেমতি খুঁজিয়া দেখ মানব অন্তরে
কত ছলা কলা হবে আপনি প্রকাশ।

আরও ঃ—

বন্ধুতা প্রণয় আর কি লাভ তাহায়
কেবল আলস্যে দিন কাটাতে উপায়।
জ্ঞান লাভ তরে খালি লোকের সহিত
কদাচ কখন পার করিতে পীরিত।

এ হেন সংসারে ভাই কিছু নাই নাই রে
কে বলে রতন্ গিলে খালি ছাই ছাই রে।
মুখে হাসি মধু ভাষা   অন্তরে বিষের বাসা
কিসের গরব আছে ভাবি আমি তাই রে।
যে দিকে যে দিকে চাই   প্রতারণা ছাড়া নাই
এ পাপ সংসার ছাড়ি কোথা আমি যাই রে।

ধরম করম গুলি কেবল মুখের বুলি
ছলনার বিষ হ্রদে কিসে ত্রাণ পাইরে।

যুবক বলিল "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—এখন আর কি কি আদেশ আছে বলুন।" বণিক বলিলেন "যখন সৎকার্য্যের অবকাশ পাইবে তখনই তাহা সমাধা করিবে। সর্ব্বদা লোকের প্রতি সদাচার-রত হইবে এবং সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ইচ্ছাই কার্য্য সিদ্ধির উপায়—সৎকার্য্য সাধনের সময় অতি দুর্লভ, অতএব সে সুবিধা পাইলে তখনই তাহা সমাধা করিবে। বৎস, ঈশ্বরের প্রতি যেন তোমার মতি বিচলিত না হয়; তুমি তাঁহাকে ভুলিলে তিনিও তোমাকে ভুলিবেন। সতত অর্থের সঞ্চয় করিবে কিন্তু কখন অপরিমিত ব্যয় করিও না। সংসারে নির্দ্ধন ব্যক্তি তৃণ তুল্য হেয়।

ধনপূর্ণ যত দিন রহেত ভাণ্ডার
কত যে সুহৃদ মিলে লেখা নাই তার,
কিন্তু হায় যবে ধন হয়ে যায় ক্ষয়
কোথায় স্বজনগণ। সব মরুময়।
কত শত্রু মিত্র হয় ধন যবে রয়
মিত্র শত্রু পরিণত হলে তাহা ক্ষয়।

সকল বিষয়েই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত পরামর্শ করিবে। কোন কার্য্যে ব্যস্ত হইবে না। কনিষ্ঠদিগের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবে তাহা হইলে আবার তোমার জ্যেষ্ঠগণ তোমার প্রতি দয়া করিবেন। কাহারও উপর অত্যাচার করিও না; পরপীড়া করিলে ঈশ্বর পীড়া প্রদান করেন। কখন সুরাপান করিও না সুরাপায়ীর অসাধ্য কুকার্য্য নাই। বৎস এই কয়টী আমার আজ্ঞা—তুমি যত দিন এই সকল মনে রাখিতে পারিবে তত দিনই পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে।" বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া

শ্রমবশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে মেঘাচ্ছন্ন গগণে বিদ্যুত-বিলাসের ন্যায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; পরক্ষণেই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যুবক পিতৃবিয়োগে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধার্থ সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। যথা সময়ে সমারোহের সহিত বণিক্‌কে সমাধিস্থ করা হইল। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই আলী শেরের জননীর কাল হইল। আলী শের কথঞ্চিৎ পিতৃমাতৃ-শোক সম্বরণ করিয়া পিতার দোকানে বসিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিতে লাগিল। এই সময়ে সে কাহারও সহিত আলাপ করিত না, পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া একাকী নির্জ্জনে থাকিত।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। ভ্রষ্টাতনয়গণ তাহাকে অতুল ধনের অধিপতি দেখিয়া নানা উপায়ে তাহার সহিত মিলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে দুষ্টদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইল। যুবক নবীন সঙ্গীদিগের সহিত সুরাপান ও পরদার গমন করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল—পিতার আদেশ সমস্ত হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; মনে মনে ভাবিতে লাগিল এত ধন সম্পত্তি থাকিতে যদি আমি সুখসেবা না করি তাহা হইলে আর আমার সম্পত্তিতে প্রয়োজন কি? কবিবর বলিয়াছেন:—

ধনের সাধনে গেল চির দিন
  সে ধনে তোমার কি হবে হায়?
চির দুখে রত ছিল ভোগ হীন
  হেন উপার্জ্জন কি কাজ তায়?

এইরূপে সে অপব্যয়ে সমস্ত সম্পত্তি শীঘ্রই নিঃশেষিত করিল, ক্রমেই দুরবস্থা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। আজি দিন যাপনের জন্য দোকান খানি বেচিতে হইল, কালি বাসভবন খানি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইল, এইরূপে বসনভূষণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিক্রয় করিয়া যুবক এককালে অপদার্থ হইয়া পড়িল।

সম্পত্তির সহিত যৌবন-মদ-মত্ততা দূর হইলে যুবকের আর দুঃখের সীমা রহিল না, তখন আবার পিতার আদেশ বাক্য সকল মনে পড়িতে লাগিল। এক দিন আহারাভাবে যুবক অপরাহ্ন নমাজের সময় অবধি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া শেষে বিবেচনা করিল, আমি যাহাদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিলাম অবশ্য তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অদ্য আমাকে আহার দান করিবে। সে এইরূপ ভাবিয়া বন্ধুদিগের বাটীতে গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে কেহই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না, সকলেই এক একটী ছল করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। যুবক তখন ক্ষুধার তাড়নে নিরুপায় হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া চলিল। বাজারের মধ্যে একস্থলে মহা জনতা হইয়াছিল; কতকগুলি লোক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া কি ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল। সেই জনতা দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য যুবকের নিতান্ত কৌতূহল হইল। আলী শের সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। জনতার মধ্যে একজন দালাল একটী পরম রমণীয়া মনোহারিণী ক্রীতদাসী বিক্রয় করিতেছিল। আলী তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল; মনে মনে বলিল যদিও আমার ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি রমণীটী কত মূল্যে বিক্রয় হয় তাহা না দেখিয়া আমি যাইতেছি না। যুবক ক্রেতাদিগের সহিত দাঁড়াইল, তাহার যে আর এক কপর্দ্দকও নাই তাহা কেহই জানিত না, সুতরাং সকলেই মনে করিল আলীও তাহাদের ন্যায় দাসী ক্রয়াভিলাষে দাঁড়াইয়াছে।

দালাল রমণীকে পশ্চাতে রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল "বণিকগণ! ধনীগণ! গগণের পূর্ণশশধর অমূল্য মুক্তাফল জুমুরুরুদকে কে ক্রয় করিবেন দর দিন। রমণী মনোহর যবনিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। যুবতী অভিলাষুকের অভিলাষ, ইচ্ছাব্যাকুলের আশা। কে ক্রয় করিতে চাহেন দর প্রদান করুন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই প্রথমে বলিতে পারেন তাহাতে ক্ষতি নাই—লজ্জা নাই।" একজন বণিক বলিল "আমি পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি।" আর একজন বলিল "আমি আরও দশ স্বর্ণমুদ্রা অধিক দিব।" রসীদ-এদ্‌-দীন নামে একজন কদাকার বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল সে বলিল "আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা অধিক দিব।" আর একজন বলিল

"আমি তদপেক্ষা আরও দশ দীনার দিতে পারি।" বৃদ্ধ পুনরায় বলিল "আমি এক সহস্র দীনার দিব।" উপস্থিত ক্রেতাগণ নীরব হইল, কেহই আর অধিক বলিতে সাহস করিল না। দালাল দাসীর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন মহাশয় এ মূল্যে আপনি স্বীকৃত আছেনত?" সে বলিল "যিনি যাহাই দিতে স্বীকৃত হউন না কেন আমি শপথ করিয়াছি রমণী ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহার নিকট বিক্রীত হইবে আমি তাহাকেই বিক্রয় করিব। এখন রমণীর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কর?" দালাল রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুরাণি! এই বণিকমহাশয় আপনাকে ক্রয় করিতে চাহেন এখন আপনার কি অভিমত বলুন।" দাসী বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল "না আমি এরূপ একটা বৃদ্ধ হতভাগার নিকট বিক্রীত হইতে ইচ্ছা করি না:—

গলিত দশন পলিত কেশ
বিকট মূরতি ভীষণ বেশ,
এমন বাসনা কাহার আছে
পাড়ে প্রেম কথা তাহার কাছে?"

দালাল কি করে রমণী নিতান্তই বৃদ্ধের নিকট বিক্রীত হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তাহার অধিকারিকে বলিল "রমণী বৃদ্ধের নিকট বিক্রীত হইতে চাহেন না।" সে বলিল "ভাল কাহার নিকট বিক্রীত হইতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা কর।" আর একজন অগ্রসর হইয়া বলিল "শেথ যে মূল্য বলিয়াছেন আমি তাহা দিতে স্বীকৃত আছি, আমাকে দাসীটী দাও।" রমণী একবার তাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল; ক্রয়ার্থীর শ্বেত শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। সে সেইরূপ কৃত্রিমতা দেখিয়া বলিল:—

"কলপ মাখিয়া কাল পলিত কুন্তল
মানুষের কাছে বটে লুকালে সকল,
মৃত্যুর নিকটে বল ছাপিবে কেমনে?
তোমার মতন মূর্খ আছে কয় জনে?"

বৃদ্ধ লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেল। একজন একচক্ষুহীন বণিক বলিল "ভাল দুই জনের ভাগ্যে হইল না, জিজ্ঞাসা কর দেখি রমণী আমার নিকট বিক্রীত হইবে কি না?" দালাল রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল। রমণী বলিল "এ ব্যক্তি এক-চক্ষু-হীন; কবিবর বলিয়াছেন ঃ—

এক-চক্ষু জনে কভু কোরো না বিশ্বাস
মুখে মধু হাসি তার হৃদে সর্ব্বনাশ;
তা না হলে কেন বল তাহার নয়ন
কৃপাবান ভগবান করেন হরণ?"

দালাল আর একজনকে দেখাইয়া বলিল "ঠাকুরাণি, আপনি। এ লোকটীকে কি পছন্দ করেন?" রমণী দেখিয়া বলিল "উঃ কি দীর্ঘ শ্মশ্রু! কবিবর যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

অনর্থক লম্বা দাড়ি সুহৃদ আমার
দুরন্ত হেমন্ত কালে রজনী যেমন
সুদীর্ঘ শীতল তম ঘোর অন্ধকার,
তার সহবাসে সুখ নহেক কখন।"

দালাল বলিল "ঠাকুরাণি! তবে আর একে একে কত লোককে দেখাইব আপনি স্বয়ং একজনকে নির্ব্বাচন করুন আমরা তাঁহাকেই বিক্রয় করি।" রমণী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া একে একে ক্রেতাদিগকে দেখিতে লাগিল। ক্রমে আলীর দিকে নয়ন নিপতিত হইল, অমনি তাহার হৃদয় প্রণয়-ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। রমণী দালালকে বলিল "আমাকে এই মনোমোহন যুবকের হস্তে বিক্রয় কর। ইনিই আমার প্রভু হউন। ঐ যে কুঞ্চিতকেশ দীর্ঘনয়ন যুবক দাঁড়াইয়া আছেন উঁহার নিকটেই আমি বিক্রীত হইব।

দালাল সেই কথা শুনিয়াই যুবকের নিকটে গিয়া করচুম্বন পূর্ব্বক বলিল "প্রভু, আপনি এই দাসীকে ক্রয় করুন। এত লোকের মধ্যে রমণী কেবল আপনার নিকটে বিক্রীত হইতে ইচ্ছা করেন। দাসীর অনেক গুণ আছে আপনি ক্রয় করিলে দেখিতে পাইবেন, গুণের তুলনায় মূল্য অতি যৎ-সামান্য।" আলী শের লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল, মনে মনে বলিল "হায় আমার অর্থাভাবে এখনও আহার যোটে নাই, দাসী কিনিব কিরূপে, যাহা হউক প্রকৃত কথা বলিয়া এত লোকের সম্মুখে অপদস্থ হইবার প্রয়োজন নাই।" রমণী তাহাকে সেইরূপে অধোমুখে ভাবিতে দেখিয়া দালালকে বলিল "আমাকে যুবকের কাছে লইয়া যাও—আমি স্বয়ং নিজের বিক্রয়ের উপায় করিতেছি।" দালাল রমণীকে আলীর সম্মুখে আনিয়া দিল। রমণী বলিল "প্রিয়তম, প্রভু, কেন আপনি আমাকে ক্রয় করিবেন না?—আমাকে ক্রয় করুন, আমার দ্বারা আপনার সৌভাগ্য লাভ হইবে।" যুবক মুখ তুলিয়া বলিল "কি আশ্চর্য্য, তোমরা কি বলপূর্ব্বক আমাকে ক্রয় করাইবে? এত অধিক মূল্যে আমি ক্রয় করিতে পারি না।" রমণী বলিল "ভাল আমাকে নয়শত মুদ্রায় ক্রয় করুন।" রমণী এইরূপে ক্রমে শতমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিল। যুবক মৃদুস্বরে বলিল "আমার যে তাহাও নাই।" রমণী জিজ্ঞাসা করিল "একশত পূরিতে আপনার কয়টী মুদ্রার অভাব?" যুবক মৃদুস্বরে বলিল "আমার এক কপর্দ্দকও নাই।" রমণী বলিল "তবে এক কর্ম্ম করুন যেন আমাকে পরীক্ষা করিবেন এইভাবে জনতা হইতে একটু দূরে লইয়া চলুন। যুবক সেই কথায় তাহার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া-গেল; যুবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী তোড়া বাহির করিয়া বলিল "ইহার মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে, ইহা হইতে নয়শত মুদ্রা দিয়া আমাকে ক্রয় করুন এবং অবশিষ্ট একশত দীনার রাখিয়া দিউন, আমাদের প্রয়োজনে লাগিবে।"

যুবক রমণীর মুদ্রাতেই রমণীকে ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। জুমুর্‌রুদ নব প্রভুর বাটীতে গিয়া দেখিল শয্যাদি গৃহসজ্জা বা অপরাপর প্রয়োজনীয় উপকরণ কিছুই নাই—আর এক সহস্র দীনার প্রদান করিয়া বলিল "প্রভু, ইহার মধ্য হইতে তিনশত দীনার দ্বারা গৃহ সজ্জা, তিন দীনারের খাদ্য ও

পের এবং একখানি পর্দ্দার উপযুক্ত রেশমী কাপড় স্বর্ণ রৌপ্য সূত্র ও সাত প্রকার বর্ণের রেশমী সূত্র ক্রয় করিয়া আনুন। যুবক তৎক্ষণাৎ তাহার অভিলষিত সাধন করিল। যুবতী গৃহটী উপকরণ-সমস্ত দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল এবং প্রিয়তমের সহিত একত্র পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। একজন কবিবর বলিয়াছেন ঃ—

প্রেমিক প্রেমিকা কে দেখেছে হেন
প্রণয়-মোহিত উভয়ে হয়ে
ভুলিয়া পার্থিব দুখরাশি যেন
প্রমত্ত উভয় উভয়ে লয়ে।
কপোত কপোতী মধু মধুকালে
ব্যাধ ভয় ভুলি, ভুলিয়া দুখ,
বসি কুসুমিত পাদপের ডালে,
লভিতেছে কিবা অতুল সুখ।

উভয়ের প্রণয়ে উভয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। রমণী পর দিন প্রাতঃকালে পরদার কাপড়খানি লইয়া তদুপরি নানারূপ কারচোবের কাজ আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পশু পক্ষীর চিত্র ও ফল পুষ্পাদির ছবি প্রস্তুত করিতে এবং সূচিকার্য্যে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদাখানি প্রস্তুত হইলে জুমুর্‌রুদ সেখানি প্রিয়তমের হস্তে দিয়া বলিল "এইখানি বাজারে লইয়া গিয়া পরদাবিক্রেতা কোন দোকানদারের নিকট পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রয় করিয়া আসুন। দেখিবেন পথে যেন কাহাকেও বিক্রয় করিবেন না; আমাদের অনেক শত্রু আছে তাহারা সততই আমাদিগের অনিষ্টের উপায় দেখিতেছে।" যুবক পরদাখনি বাজারে বিক্রয় করিয়া আর একখানি রেশমী কাপড়, গোটা তুলিবার স্বর্ণ রৌপ্য সূত্র ও রেশম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিল এবং অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি প্রিয়তমাকে প্রদান করিল। রমণী পুনরায় এক সপ্তাহের মধ্যে আর একখানি পরদা প্রস্তুত করিয়া দিল।

এইরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন আলী শের একখানি পরদা লইয়া বাজারে দালালের হস্তে দিল। একজন খ্রীষ্টীয়ান সেই পরদাখানি ষাট স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিতে চাহিল। দালাল তাহাকে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল না; সে ক্রমে পরদাখানির জন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইল এবং দালালকে দশটী স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিল। অর্থলোভে দালাল যুবকের নিকট ফিরিয়া গিয়া পরদাখানি খ্রীষ্টীয়ানকেই বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল; বলিল "প্রভু, আপনার কোন চিন্তা নাই আপনি বিক্রয় করুন, খ্রীষ্টীয়ান আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" বাজারের দোকানদারগণও অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল। আলী শের কি করে অগত্যা তাহাকেই পরদাখানি বিক্রয় করিয়া মূল্য লইয়া বাটীতে ফিরিয়া চলিল। কতক পথে আসিয়া দেখিল সেই খ্রীষ্টীয়ান তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। মহা ভয় হইল—জিজ্ঞাসা করিল "একি তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ কেন?" সে বলিল "প্রভু, এই পথে আমার একটু প্রয়োজন আছে সেই জন্য যাইতেছি, আপনার অনুসরণ করি নাই।" আলী বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; খ্রীষ্টীয়ান তখনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। যুবক ব্যাকুল হইয়া বলিল "একি অন্যায়! আমি যেখানে যাইব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে?" খৃষ্টীয়ান বলিল "প্রভু, আমি বড় তৃষিত হইয়াছি আমাকে একটু জল প্রদান করুন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।" যুবক আপনা আপনি বলিল "তৃষার্ত্ত হইয়া জল পান করিতে চাহিল, না দেওয়া ভাল হয় না।"

আলী শের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মগ জল গ্রহণ করিল। জুমুরুরুদ্ জিজ্ঞাসা করিল "প্রিয়তম পর্দ্দাখানি কি বিক্রয় হইয়াছে?" যুবক বলিল "হাঁ হইয়াছে।" রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কাহাকে বিক্রয় করিলে? দোকানদারকে না পথিককে? আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইতেছে—যেন বোধ হইতেছে শীঘ্রই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে।" যুবক বলিল "এক জন ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিয়াছি।" রমণী বলিল "না তুমি প্রকৃত ব্যাপার কি হইয়াছে বল, তাহা হইলে আমি বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে

সাবধান হইতে পারিব। তুমি কাহার জন্য জল লইয়া যাইতেছ ?” যুবক বলিল “দালালকে জল দিতে যাইতেছি।” “জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই” রমণী এই কথা বলিয়াই এই কবিতাটী পাঠ করিল:—

সংযোগে বিয়োগ আছে, প্রণয়ে বিচ্ছেদ,
গড়িলেই ভাঙ্গে তাহা, বন্ধুতায় ভেদ।

যুবক জলের মগটী লইয়া খৃষ্টীয়ানকে দিতে গেল। দেখিল যে সে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যুবক তাহার সেই অন্যায় আচরণ দেখিয়া ক্রোধভরে বলিল “অরে কুকুর, কে তোকে এখানে আসিতে বলিল? আমার বাটী—আমার আদেশ ব্যতিরেকে কেন প্রবেশ করিলি?” খৃষ্টীয়ান বলিল “প্রভু, রাগ করিবেন না দ্বারদেশও যা, প্রবেশপথও তাহাই, একই কথা—আমি ত আর অধিক দূরে যাই নাই,—যাহা হউক আপনি যে তৃষ্ণায় জল প্রদান করিলেন তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ।” এই কথা বলিয়াই সে জল পান করিয়া মগটী আলীর হস্তে প্রদান করিল। যুবক মনে করিল খৃষ্টীয়ান এইবার চলিয়া যাইবে কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। যুবক বলিল “আর কি, এখন চলিয়া যাও আর বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি?” খৃষ্টীয়ান বলিল “প্রভু! দয়া প্রকাশ করিয়া আবার এরূপ নির্দ্দয়ের ন্যায় কঠোর কথা বলিতেছেন কেন? কবিবর বলিয়াছেন:—

নাহিক সে লোক আর, নাহিক সে দিন,
নাহিক সে রূপ আর ভদ্রতা তেমন,
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে আছে ক্ষুধাতৃষ্ণক্ষীণা,
দূর করি দেয় তারে লোকেতে এখন।

প্রভু! জল ত পান করিলাম এখন আমাকে কিছু খাইতে না দিলে আমি যাইতেছি না। যাহা হউক আমাকে কিছু দিতেই হইবে, যদি এক টুকরা রুটি কি একখানি বিস্কুট হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই—অভাব পক্ষে একটী

পলাণ্ডু আহার না করিয়া যাইব না।" আলী শের বলিল "আমার বাটীতে কিছুই নাই তুমি চলিয়া যাও।" খৃষ্টীয়ান বলিল "যদি কিছু না থাকে এই একশত দীনার লইয়া বাজার হইতে আমাকে কিছু আনিয়া দিউন—একখানি রুটি হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। আমি এইখানে বসিয়া রুটিখানি আহার করিয়া যাই—আপনার সহিত নিমকের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।" আলী মনে মনে ভাবিল, খৃষ্টীয়ান নিশ্চয়ই বাতুল। যাহা হউক উহার নিকট হইতে একশত দীনার গ্রহণ করিয়া দুই রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের খাদ্য আনিয়া দিতে আর ক্ষতি কি?" খ্রীষ্টীয়ান পুনরায় বলিল "প্রভু! যৎসামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী হইলেই যথেষ্ট হইবে; উপাদেয় দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, ক্ষুধা তৃপ্তি হইলেই হইল। কবিবর বলিয়াছেন ঃ—

সামান্য রুটিতে হয় উদর পূরণ
তবে কেন মিষ্ট তরে ব্যাকুলিত মন।
যত মহামূল্য কেন করনা আহার
সামান্য রুটির সনে সম ফল তার।
মরিলে প্রভেদ বল রাজায় প্রজায়
কোনকালে কেবা বল দেখেছে কোথায়?"

আলী বলিল "ভাল, কিছু অপেক্ষা কর আমি গৃহে তালক বন্ধ করিয়া বাজার হইতে তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিয়া দিতেছি।" খ্রীষ্টীয়ান বলিল "মহাশয়ের যাহা অভিরুচি।" যুবক গৃহে তালক বন্ধ করিয়া বাজার হইতে কিছু পনির, মধু, কদলী ও রুটি ক্রয় করিয়া আনিল। খ্রীষ্টীয়ান সেইগুলি দেখিয়া বলিল "একি মহাশয় একেবারে দশ জনের মত খাদ্যসামগ্রী আনিলেন যে? আমি ত একাকী এত আহার করিতে পারিব না—আসুন আমরা উভয়ে আহার করি।" যুবক বলিল "আমার উদর পূর্ণ আছে—আহারে স্পৃহা নাই, তুমি একাকী আহার কর।" খ্রীষ্টীয়ান বলিল "প্রভু! জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি নিজ অতিথির সহিত একত্র আহার না করে সে অতি নীচ।" আলী কি করে অগত্যা

তাহার সহিত আহার করিতে উপবেশন করিল। কিঞ্চিৎ আহার করিয়াই যুবক নিরস্ত হইল। খ্রীষ্টীয়ান একটী কদলি ছাড়াইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিল এবং একার্দ্ধে অলক্ষিতভাবে অহিফেণ-মিশ্রিত তীব্র দেঞ্জ প্রদান করিয়া মধু মাখাইয়া বলিল "আপনার ধর্ম্মের দোহাই আপনাকে এই টুকু আহার করিতে হইবে।" বারম্বার অস্বীকার করিতে লজ্জিত হইয়া যুবক সেটুকু আহার করিল। অমনি সে সেই প্রখর মাদকবশে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। খ্রীষ্টীয়ান সুবিধা পাইয়া তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে গৃহের চাবিটী গ্রহণ করিয়া নিজ ভ্রাতার নিকটে গেল। এই খ্রীষ্টীয়ানের ভ্রাতাই সেই বৃদ্ধ রসীদ-এদ্‌-দীন। বৃদ্ধ সকলের নিকট আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত, কিন্তু বাস্তবিক সে অন্তরে অন্তরে ভয়ানক নাস্তিক ও বিধর্ম্মী ছিল। সে যখন যুবতীকে ক্রয় করিতে চাহে তখন যুবতী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং যে কোন উপায়ে পায়ে দাসীটীকে গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভ্রাতাকে উপায় করিতে বলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা খ্রীষ্টীয়ান নানা ছল কৌশল ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানিত, সে ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এমনি কৌশলে জুমুর্‌রুদকে আনিয়া দিবে যে এক রৌপ্যমুদ্রাও ব্যয় হইবে না। পূর্ণ এক বৎসরের চেষ্টার পর এখন সে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় করিয়া দ্রুত ভ্রাতার নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিল। শেখ রসীদ্‌-এদ্‌-দীন সেই সমাচার শুনিয়াই, লোক জন সমভিব্যাহারে অশ্বতরারোহণে আলীর বাটীতে গেল। আলী তখন জড়প্রায় নিশ্চেষ্ট পড়িয়া আছে; তাহারা সচ্ছন্দে বাটীর মধ্যে গিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া জুমুর্‌রুদকে আক্রমণ করিল। রমণী কিছুই করিতে পারিল না, পাপিষ্ঠগণ তীক্ষ্ণ ছুরিকা দেখাইয়া বলিল "যদি একটী কথা কহিবারও চেষ্টা করিবি তাহা হইলে তোর কণ্ঠচ্ছেদ করিব।" রসীদ-এদ্‌-দীন এইরূপে স্বকার্য্যসিদ্ধি করিয়া চাবিটী আলীর পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া রমণীকে নিজ আবাসে লইয়া গেল। যুবতীর শোক দুঃখ ভয়ের আর সীমা রহিল না। বৃদ্ধ তাহাকে নিজ ভোগ্যাস্ত্রীদিগের নিকটে লইয়া গিয়া বলিল "কেমন রে পাপীয়সি! এখন কি হয়? যখন ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম তখন যে বড় সর্ব্বসমক্ষে আমার অপমান করিয়াছিলি। এখন তোকে কে

রক্ষা করিবে? এখন নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর। দেখ এখন তোকে আমি বিনামূল্যে ক্রয় করিলাম।” রমণী রোদন করিতে করিতে বলিল “হা নরাধম! তুই আমাকে প্রভুর নিকট হইতে অপহরণ করিয়া আনিলি, জগদীশ্বর তোর উচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।” বৃদ্ধ বলিল “অরে প্রণয়-মোহিত নির্ব্বোধ বালিকা এখন আর সে ভয় দেখাইবার সময় নাই—এখন তুই যদি আমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া না চলিস্ কি আমার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিস্ তাহা হইলে যত প্রকার উপায় আছে সকল প্রকারে তোকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।” রমণী বলিল “তুমি যদি আমার শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লও তাহা হইলেও এক্ষ ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেহ কলঙ্কিত করিব না। জগদীশ্বর অবশ্যই আমাকে একদিন না একদিন তোর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন।” সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া গেল—কয়েক জন খোজাকে ডাকিয়া বলিল “পাপিষ্ঠাকে ভূতলে ফেলিয়া দাও।” তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা সমাধা করিল। বৃদ্ধ যুবতীকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিল। জুমুরুদ পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে উদ্ধার লালসায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু সেখানে কে তাহার সহায়তা করিবে? রমণী যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ প্রহারে নিবৃত্ত হইয়া বলিল “এখন হতভাগিনীকে পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাও এবং রন্ধনশালায় ফেলিয়া আইস; মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে খাদ্য কি পানীয় কিছুই দিও না। যত দিন পাপিষ্ঠা আমার কথায় স্বীকৃত না হয় তত দিন এইরূপ শাস্তিভোগ করুক।”

পর দিন বৃদ্ধ আবার জুমুরুদকে আনাইয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রহার করিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিতে বলিল। তাহারা যুবতীকে সেই রন্ধনশালায় ফেলিয়া আসিল। জুমুরুদ যাতনায় কেবল ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল ও সাহায্যার্থে পবিত্রাত্মা মহম্মদকে আহ্বান করিতে লাগিল।

এ দিকে আলী শেরের নেশার ঘোর ছাড়িয়া গেলে নয়ন উন্মীলিত করিয়া “জুমুরুদ জুমুরুদ” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হায়! কে তাহাকে উত্তর দিবে? জুমুরুদ এখন কোথায়?—যুবক উঠিয়া বাটীর মধ্যে গেল

এবং গৃহের তালক খুলিয়া দেখিল প্রিয়তমা সেখানে নাই—বুঝিল পাপিষ্ঠ খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।✓ তখন আর দুঃখের সীমা রহিল না, সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে ও বসনভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। আর শোক দুঃখ করিলে কি হইবে—যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। যুবক শোকে বিহ্বল হইয়া দুই খণ্ড প্রস্তর লইয়া বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে "জুমুর্‌রুদ জুমুর্‌রুদ" বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বালকগণ তাহাকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ করতালি দিয়া "পাগল পাগল" বলিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা চিনিত তাহারাও তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিল "হায়, অমুক অমুক লোক হঠাৎ এরূপ হইয়া গেল কেন?—কি হইয়াছিল?" এইরূপে সে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে পথ পার্শ্বেই নিদ্রা গেল; আবার পর দিন সেইরূপ রোদন করিয়া পথে পথে বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

আলী শেরের বাটীর নিকটে একটী ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধা রমণী বাস করিত, সে যুবককে বড়ই ভাল বাসিত। আলীর সেইরূপ অবস্থায় সে ব্যথিত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বৎস! জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি হঠাৎ এরূপ উন্মাদগ্রস্ত হইলে কেন?" যুবক বলিল:—

"লোকে বলে, ক্ষেপা তুমি প্রণয়ের তরে
একেবারে এতদূর ভাল কভু নয়।
আমি বলি সুখ খালি ক্ষেপার অন্তরে
ক্ষেপিতে না পারে যেই প্রণয়ী সে নয়।

কাজ নাই সে কথায়, আনিয়া তাহায়
কর দেখি—কর দেখি হৃদয় সান্ত্বন,
তাহাতে ক্ষেপামি যদি সারিয়া না যায়
তখন আমার দোষ করিও কীর্ত্তন।"

বৃদ্ধা বুঝিল যুবক প্রণয়বশে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছে—সে প্রকৃত উন্মাদগ্রস্ত নহে, বলিল "ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই। বৎস, প্রকৃত ব্যাপার কি আমাকে বলিতে হইবে; হয়ত জগদীশ্বর আমারই দ্বারা তোমার দুঃখ দূর করিবেন।" যুবক সেই কথায় কতক আশ্বস্ত হইয়া শ্রীষ্টীয়ানের সহিত যে যে রূপ ঘটনা হইয়াছিল—যে যে রূপে প্রিয়তমাকে হারাইয়াছে তাহা বর্ণন করিল।" বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বলিল "বৎস, তোমার কোন দোষ নাই।

প্রণয়ী বিহনে হায় বিচ্ছেদের যাতনা
কেহ কি করিতে পারে হৃদয়েতে ধারণা?

যাহা হউক বৎস, তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি যত্নের ত্রুটি করিব না। তুমি শীঘ্র মণিকারদিগের ব্যবহারোপযুক্ত বাজরা ও কঙ্কণ, অঙ্গুরী, দুল প্রভৃতি অলঙ্কার কিনিয়া আনিয়া দাও। আমি সেইগুলি বিক্রয় করিবার ছল করিয়া ঘরে ঘরে খুঁজিয়া আসি। অবশ্যই আমি এই উপায়ে শীঘ্র তোমার প্রিয়তমার সমাচার আনিয়া দিতে পারিব এবং তিনি কোথায় আছেন কি অবস্থায় আছেন জানিতে পারিলে ঈশ্বরেচ্ছায় উদ্ধারের উপায়ও হইতে পারিবে।"

বৃদ্ধার সেই কথায় আলী শেরের হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। সে তাহার কর চুম্বন করিয়া বাজারে গেল এবং ক্ষণমধ্যেই পরামর্শানুরূপ দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া আনিল। অলঙ্কারগুলি সাজান হইলে বৃদ্ধা একটী বৃহৎ ঘাগরা পরিধান করিয়া ও একটী মধুবর্ণ ইজার মুড়ি দিয়া বাজরাটী মস্তকে তুলিয়া লইল এবং একগাছি যষ্টি হস্তে লইয়া বাটীতে বাটীতে বিক্রয় করিতে চলিল। এইরূপে সে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীষ্টীয়ান রসীদ-এদ্-দীনের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল বৃদ্ধা করাঘাত করিতেই একটী ক্রীতদাসী খুলিয়া দিল। বৃদ্ধা যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিল "আমার নিকট যৎসামান্য কিছু কিছু অলঙ্কার আছে, বাটীর মেয়েরা কি কিছু ক্রয় করিবে?" "হাঁ আমরা



কিনিব” দাসী এই কথা বলিয়া বৃদ্ধাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে আসন দিল। বৃদ্ধা উপবেশন করিয়া একে একে সমস্ত দেখাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দাসীগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; সকলেই প্রায় এক একটী অলঙ্কার তুলিয়া লইল। বৃদ্ধা অবকাশ বুঝিয়া মিষ্ট কথায় সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া লাভ করা বৃদ্ধার অভিপ্রায় নহে, সুতরাং অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। এই উপায়ে সকলেই এক প্রকার বৃদ্ধার গুণপক্ষপাতী হইয়া পড়িল। একটী গৃহের মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল, বৃদ্ধা সেই আর্ত্তনাদ কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য উৎসুকনয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিল জুমুরুদ গৃহমধ্যে ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতেছে। বৃদ্ধা দেখিয়াই চিনিল এই যুবতীই আলীর প্রিয়তমা; রমণীর দুঃখে তাহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ক্রীতদাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল

"হাঁগা বাছা, এ স্ত্রীলোকটী এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে কেন?" তাহারা সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিল "আমরা কি আর সাধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছি, আমাদের কি ইচ্ছা একজনকে এরূপ কষ্ট দেওয়া হয়? কি করিব প্রভুর আজ্ঞা, আমরাত আর তাহার অন্যথা করিতে পারি না। যাহা হউক আমাদের প্রভু এখন বাটীতে নাই তিনি বিদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।" বৃদ্ধা বলিল "তবে কেন বাছা উহাকে খুলিয়া দাও না; আবার যখন তোমাদের প্রভু ফিরিয়া আসিবে তখন এইরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। তাহাতে তিনিও কিছুই জানিতে পারিবেন না—আর নিরীহ প্রাণীর ক্লেশ দূর করার জন্য তোমাদেরও যথেষ্ট পুণ্য হইবে।" দাসীগণ বৃদ্ধার কথায় জুমুরুদকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পান আহার করাইল। বৃদ্ধা আপনা আপনি "হায় আমার পদদ্বয় যদি খঞ্জ হইত, যদি চলিতে না পারিতাম; যদি তোমাদের বাটীতে না আসিতাম!" এইরূপ বলিতে বলিতে জুমুরুদের নিকটে গিয়া বলিল "বৎস! জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন—তিনি তোমার দুঃখ দূর করুন। তুমি এরূপ অবস্থায় এখানে রহিয়াছ কেন?" যুবতী বৃদ্ধাকে নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিল। বৃদ্ধা তাহাকে গোপনে বলিল "কল্য রাত্রে তোমার প্রভু তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য বাটীর বাহিরে মাস্তাবার নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং সঙ্কেতে তোমাকে নিজের আগমন বার্ত্তা জানাইবেন তুমি সেই সঙ্কেত শব্দের প্রত্যুত্তর দিয়া রজ্জুর সাহায্যে নামিয়া যাইও, তাহা হইলেই তিনি তোমাকে লইয়া যাইবেন।" বন্দোবস্ত সমস্ত স্থিরীকৃত হইল; যুবতী বৃদ্ধাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিয়া আলীর নিকটে সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিল "তুমি কল্য রাত্রে সেই নরাধমের বাটীর মাস্তাবায় গিয়া অপেক্ষা করিও এবং প্রিয়তমাকে শীশ দিয়া সঙ্কেত করিও তাহা হইলেই তিনি একগাছি রজ্জুর সাহায্যে নামিয়া আসিবেন তুমি অমনি তাঁহাকে লইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিবে।" যুবক বৃদ্ধার সদয় আচরণের জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল।

ক্রমে নিরূপিত সময় উপস্থিত, আলী বৃদ্ধার বর্ণনানুসারে খ্রীষ্টীয়ানের বাটী খুঁজিয়া লইল এবং মাস্তাবায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রিয়তমার



সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি যুবক একবারও নিদ্রা যায় নাই সুতরাং শীঘ্রই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। যুবক অতর্কিতভাবে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। যিনি কখন নিদ্রিত হয়েন না—চির প্রবুদ্ধ, সেই জ্ঞানস্বরূপ জগৎ-পাতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। এই সময়ে একজন চোর সমস্ত নগরী ভ্রমণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানের বাটীর নিকটে আসিল। তাহার ইচ্ছা সেই বাটী হইতেই কিছু অপহরণ করে; একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিল কিন্তু প্রবেশের কোনরূপ উপায় দেখিতে পাইল না। মাস্তাবার নিকটে আসিয়া দেখিল আলী শের অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; সে আস্তে আস্তে তাহার পাকিড়ীটী খুলিয়া নিজ মস্তকে পরিধান করিল। জুমুরুদ প্রাসাদের উপরে উঠিয়া প্রিয়তম আসিয়াছেন কি না দেখিতেছিল। অন্ধকারে তস্করকে দেখিয়া আলী শের বলিয়া স্থির করিল, সুতরাং সে সঙ্কেতার্থ শীশ দিল। তস্কর দেখিল এ এক নূতন কাণ্ড সেও শীশ দিল। নিম্নস্থ ব্যক্তি যে আলী শের

যুবতীর আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না; দুই থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া রজ্জু আশ্রয়ে নামিয়া আসিল। যুবতী ভূতলে নামিবা মাত্র চৌর মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুইটী স্কন্ধে ফেলিয়া রমণীকে তুলিয়া লইয়া অশ্বের ন্যায় বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। রমণী বলিল "বৃদ্ধা বলিয়াছিল তুমি আমার বিরহে নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ; কিন্তু যে বেগে যাইতেছ, ক্ষীণ হওয়া দূরে থাকুক একটা অশ্বের অপেক্ষাও বল বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হইতেছে।" চৌর সে কথায় কিছুই উত্তর দিল না; যুবতীর সন্দেহ উপস্থিত হইল, বাহকের মুখে হাত বুলাইয়া দেখিল—একি এ! নবনীত কোমল কপোল-দেশের পরিবর্ত্তে হাম্মামের সম্মার্জ্জনীর ন্যায় শ্মশ্রুরাশি! সে ভয়বিহ্বল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে?" চৌর উত্তর দিল "আমি কুর্দ্দী জাবান তস্কর; আমি আহাম্মদ-এদ্‌-দেনিফের দলের একজন। আমাদের দলে চতুর্ব্বিংশতি জন চৌর আছে, আজি সকলেই তোমাকে লইয়া পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ করিবে।" সেই কথা শুনিয়াই রমণীর আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। সে "হা আল্লা! এক শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় শত্রুর হস্তে নিক্ষেপ করিলে!" এই কথা বলিয়া কপোলে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তখন আর রোদনে কি ফল, রমণী ক্ষণকাল রোদন করিয়াই জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

আহাম্মদ-এদ্‌-দেনীফ নিজ দলবল লইয়া সেই নগরের নিকটে আসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। জাবান চৌর পূর্ব্ব হইতেই সেই নগরের সমস্ত জানিত, সে বলে যে নগরের নিকটেই একটী বৃহৎ গুহা আছে, গুহার মধ্যে অনায়াসে চল্লিশ জন লোকের সমাবেশ হইতে পারে। সে দলস্থ সকলে সেখানে যাইবার পূর্ব্বে নিজ জননীকে লইয়া তথায় যাইতে ইচ্ছা করে এবং এই কথা বলে যে সে তাহার মাতাকে সেই গুহায় রাখিয়া নগরের মধ্যে চুরি করিবে এবং যাহা পাইবে তাহা দলের সকলের জন্য ব্যয় করিবে—দল পহুছিয়া তাহার উপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। দলপতি এদ্‌-দেনীফ তাহার সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া অবকাশ দিয়াছিল। জাবান অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া জননীকে আনিয়া সেই গুহার মধ্যে রাখিয়া চুরি করিতে যায়। প্রথমেই দেখিতে পায় একজন অশ্বারোহী সৈনিক অশ্বকে

চরিতে ছাড়িয়া দিয়া, কোমল তৃণরাশির উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। চোর সেই অশ্বারোহীকে বিনাশ করিয়া তাহার বস্ত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র এবং অশ্বটী লইয়া গুহায় রাখিয়া পুনরায় চুরি করিতে বাহির হয়। এই দ্বিতীয় বারে সে জুমুর্‌রুদকে প্রাপ্ত হয়।

চোর রমণীকে লইয়া গুহার মধ্যে জননীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল "দেখিও এই দাসীটাকে সাবধানে রাখিও আমি প্রাতঃকালে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।" সে এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল। চতুরা জুমুর্‌রুদ মনে মনে ভাবিল চোর প্রস্থান করিয়াছে এখন এক মুহূর্ত্তও নিশ্চেষ্ট হইয়া নষ্ট করা উচিত নহে—কি জানি চেষ্টা করিতে করিতে হয়ত অতি সহজ উপায়েই পাপিষ্ঠদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। সে এইরূপ বিবেচনা করিয়া জাবান কুর্দ্দীর মাতা বৃদ্ধাকে বলিল "হাঁগা খুড়ী, তোমার কেশগুলা এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে কেন? তুমি যদি একটু বাহিরে আসিয়া উপবেশন কর তাহা হইলে তোমার চুলগুলি গুছাইয়া বাঁধিয়া দি।" সেই প্রস্তাবে বৃদ্ধা পরম আনন্দিত হইয়া বলিল "আহা বাছা চুলের কথা কেন বল, কত দিন যে হাম্মামে যাই নাই তাহার ঠিক নাই—এই শূকরগুলা এখান ওখান সেখান করিয়া কত স্থানেই না আমাকে লইয়া বেড়াইতেছে।" জুমুর্‌রুদ বৃদ্ধাকে গুহার বাহিরে লইয়া গিয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার কোমল হস্তসঞ্চালনের কৌশলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। যুবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া জাবান কুর্দ্দী যে অশ্বারোহীর বসনভূষণ ও অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করিয়া আনিয়া ছিল সেইগুলি পরিধান করিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিল এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দুইটী লইয়া সেই অশ্বারোহীর অশ্বটীতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এখন কোথায় যাইবে?—নগরের মধ্যে গেলে হয়ত বসনভূষণ ও অশ্ব দেখিয়া অশ্বারোহীর বন্ধুবর্গ তাহাকেই হত্যাকারী বিবেচনা করিয়া মহা বিপদে ফেলিবে—একে একে দুইটী হইতে উদ্ধার হইয়া আবার আর একটীতে পড়িবার আবশ্যক কি? যুবতী বিপরীত দিকে শূন্য প্রান্তর দিয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিল।

দশ দিবস কেবল শাক আহার করিয়া প্রান্তরে প্রান্তরে কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে যুবতী একটী বৃহৎ প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর নগরী দেখিতে

পাইল। তখন শীত শেষ হইয়া মনোহর বসন্ত উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং নগরের বৃক্ষলতাদি কোমল হরিদ্বর্ণে শোভিত হইয়া দর্শকের মন মোহিত করিতেছে, পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব পরিমল বিতরণ করিতেছে। রমণী নগরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিল তথাকার সম্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও সৈনিক পুরুষগণ আপনাপন মর্য্যাদানুরূপ বেশভূষা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জুমুরুদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ঘটনার জন্য ইহারা এই স্থানে একত্রিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক রমণী অশ্ব চালনা করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল; অমনি চতুর্দ্দিক হইতে আমীরগণ তাহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিচুম্বন করিতে লাগিল; সৈনিকগণ সম্মানসূচক পতাকা তুলিয়া দিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল "প্রভু, সুলতান! জগদীশ্বর আপনার সহায়তা করুন—আপনার শুভাগমন মুসলমানদিগের মঙ্গলপ্রদ হউক। জগদীশ্বর আপনাকে আমাদের শাসনকর্ত্তা রূপে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিলেন।" জুমুরুদ জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? তোমরা আমাকে এরূপ সম্মান প্রদান করিতেছ কেন?" একজন রাজপুরুষ বলিল "প্রভু জগদীশ্বর আপনাকে সম্মান প্রদান করিয়াছেন; আমরা সামান্য মনুষ্য, আমাদের কি সাধ্য যে আপনাকে সম্মান প্রদান করি। আমাদের রীতি এই, যে নরপতির মৃত্যু হইলে যদি তাঁহার পুত্র না থাকে তাহা হইলে সকলে দ্বারদেশে আসিয়া তিন দিবস অপেক্ষা করে, এই তিন দিবসের মধ্যে, আপনি যে দিক্ দিয়া আসিলেন সেই দিক্ দিয়া, যিনি আসিবেন তিনিই আমাদের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। আপনার পরিবর্ত্তে যদি অতি ইতর কি বিধর্ম্মী লোকও আসিত তাহা হইলে তাহাকেও সিংহাসনে অভিষেক করিতে হইত, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় যে আমরা একজন তুর্কীয় ভদ্রসন্তান রূপবান যুবককে পাইয়াছি তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" যুবতী অতি চতুর, সুতরাং এই সুযোগ পাইয়াই বলিল "আমি তুর্কিস্থানের নিতান্ত হীনাবস্থার লোক নহি, সেখানকার গণ্য মান্য বংশের সন্তান। কোন কারণে পরিবারবর্গের সহিত কলহ হওয়ায় ক্রোধ করিয়া তোমাদিগের দেশে চলিয়া আসিয়াছি। তোমরা যে আমার সহিত দুই থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা দেখিতেছ ইহা আমার নিজের ব্যবহারের জন্য

আসি নাই—কেবল দীন দুঃখীদিগকে দান করিবার জন্যই আসিয়াছি।" অধিবাসীরা তাহার সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল—নব নরপতির মঙ্গলকামনায় সকলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। রমণী মনে মনে ভাবিল "জগদীশ্বর যখন বিপন্ন অবস্থা হইতে এরূপ অবস্থায় আনিয়া দিলেন, তখন অবশ্যই আমি এইখানে থাকিয়া প্রিয়তমকে লাভ করিতে পারিব—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকল অসাধ্যই সুসাধিত হইতে পারে।" আমীর ও সৈনিকগণ জুমুরুরুদকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেল এবং সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া ভূমিচুম্বন করিতে লাগিল। নবভূপতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই রাজভাণ্ডার সকল উন্মুক্ত করিতে বলিল এবং সৈনিকগণকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিতে লাগিল। সেইরূপ সদয় আচরণে সকলেই তাহার অনুগত হইয়া পড়িল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। যুবতীর মুসলমানোচিত নিষ্ঠা ও সুবিচারে প্রজাগণ পরম প্রীত হইল। রমণী আমদানি রপ্তানির কর উঠাইয়া দিল, বিনাদোষে অবরুদ্ধ কারাবাসীদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং প্রজাকুলের যাহা কিছু ক্লেশ ছিল একে একে দূর করিতে লাগিল। প্রজাগণ নূতন নরপতিকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করিতে লাগিল। যুবতীর কিছুরই অভাব রহিল না, সকলই সুখময়, কেবল যখন প্রভুকে মনে পড়িত তখনই নয়নদ্বয় দিয়া অজস্র অশ্রু বিগলিত হইত। একটু নির্জ্জন স্থান পাইলেই রমণী প্রিয়তমকে স্মরণ করিয়া রোদন করিত ও কবিতা পাঠ করিত।

জুমুরুরুদ অন্তঃপুরচারিকা ভোগ্যা ও দাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল ও তাহাদের মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া, ঈশ্বর আরাধনার ছলে স্বয়ং একটী নির্জ্জনগৃহে রাত্রিযাপনের নিয়ম করিল এবং ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপবাসাদি করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল। আমীরগণে তাহার সেইরূপ আচরণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল "এরূপ অল্প বয়সে এতাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ কেহ কখনই দেখে নাই।"

পূর্ণ এক বৎসর কাটিয়া গেল, এই এক বৎসরের মধ্যে প্রিয়তমের কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া জুমুরুরুদের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

সে উজীর ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া প্রাসাদের সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ ঘোড় দৌড় হইবার উপযুক্ত স্থান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। রমণীর অভিলষিতরূপ স্থান প্রস্তুত হইলে তাহার মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্বু খাটাইয়া দেওয়া হইল এবং তন্মধ্যে নরপতি ও পারিষদ্বর্গের বসিবার উপযুক্ত আসন সকল স্থাপিত হইল। জুমুরুদ্দ তাম্বুর চতুর্দ্দিকে বড় বড় মেজ স্থাপিত করিয়া তদুপরি নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য পানীয় সাজাইয়া দিতে আজ্ঞা করিল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে যুবতী রাজ্যস্থ আমীর উমরাওগণকে সেইখানে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে, যুবতী রাজপুরুষদিগকে বলিল "প্রতি মাসের প্রথম দিনে তোমরা এইরূপ এক একটী সাধারণ ভোজের আয়োজন করিবে, প্রজাগণ সেই দিন সকলে আমার সম্মুখে ভোজন করিবে। তোমরা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দাও যে, সে দিন কেহ দোকান খুলিতে কি নিজ আবাসে আহার করিতে পারিবে না; যদি কেহ আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করে তাহাকে তাহার বাসভবনের দ্বার-দেশেই ফাঁসী দেওয়া যাইবে।" রাজপুরুষগণ তাহার সেই আজ্ঞা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিয়া দিল। প্রতি মাসের প্রথম দিবসেই এক একটী সাধারণ ভোজ হইতে লাগিল। ক্রমে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম মাস উপস্থিত, সাধারণ ভোজের আয়োজন হইল। জুমুরুদ্দ তাম্বুর মধ্যে গিয়া উপবেশন করিল। প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া ভোজন করিতে লাগিল। যুবতী সকলকেই দেখিতে লাগিল; প্রজাগণ সকলেই মনে করিতে লাগিল নরপতি কেবল আমাকেই দেখিতেছেন। আমীরগণ উচ্চৈঃ-স্বরে সকলকে বলিতে লাগিল "তোমরা কেহ লজ্জা করিও না আপন আপন ভবনে যেরূপ অকুণ্ঠিতভাবে আহার কর এখানেও সেইরূপ তৃপ্ত সহকারে আহার কর। নরপতির ইচ্ছা যে তাঁহার প্রজাকুল তাঁহার সম্মুখে আমোদ প্রমোদের সহিত আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে।" প্রজাগণ ইচ্ছামত আহার করিয়া নরপতির যশোগান করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল "নূতন সুলতান যেমন প্রজাবর্গকে ভাল বাসেন এরূপ কেহই ভাল বাসে না— ইহাঁর ন্যায় উদারস্বভাব নরপতি কখন হয় নাই হইবেও না।" সকলেই

নরপতির কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভোজ সমাপ্ত হইলে রমণী সেই উপায়েই প্রিয়তম আলী শেরকে লাভ করিতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দিত-হৃদয়ে প্রাসাদে ফিরিয়া গেল।

এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, পুনরায় উৎসবের দিন উপস্থিত। রাজপুরুষগণ ভোজের আয়োজন করিল। জুমুরুরুদ নিজ নিরূপিত স্থানে গিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভোজের পারিপাট্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে ভোজন করিতে বসিল। ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ রমণীর নয়নদ্বয় সেই খ্রীষ্টীয়ানের উপর নিপতিত হইল। আঃ, এই সেই পরদা-ক্রেতা নরাধম বারসুম খ্রীষ্টীয়ান! যুবতী মনে মনে ভাবিল যখন শত্রুগণ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন নিশ্চয়ই এই উপায়ে প্রিয়তমকে পাইব। খ্রীষ্টীয়ান অধিবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপবেশন করিল এবং শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্ন আহার করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। অন্নের পাত্রটী অনেক দূরে ছিল সে অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া সেটী নিকটে আনয়ন করিল। তাহার সেইরূপ আচরণে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ বিরক্ত হইয়া বলিল "তুমি কেমন লোক হে?—এরূপ অভদ্রতা করিতে একটু লজ্জা বোধ হইতেছে না?—নিকটে যে সকল উপাদেয় আছে তাহাই কেন আহার কর না, যাহা বহু দূরে আছে তাহার জন্য টানা টানি কেন?" খ্রীষ্টীয়ান বলিল "তোমার কিহে বাপু, আমি ইহাই আহার করিব আর কিছুই আহার করিব না।" লোকটী বলিল "আহার কর—কিন্তু তোমার এ আহার কখনই মঙ্গলজনক হইবেক না।" সেই খানে একজন গাঁজাখোর বসিয়াছিল সে বলিল "আনিয়াছ, ভালই হইয়াছে যে যা বলুক না কেন আমরা দুইজনে উদর পূরিয়া খাইয়া লই।" সেই লোকটী বিরক্ত হইয়া বলিল "ওরে বাপু গেঁজেল ও কি তোর উপযুক্ত দ্রব্য যে তুই খাইবি দে সরাইয়া দে, যাঁহারা খাইতে পারেন তাঁহারা আহার করুন—আমীরদিগের উপযুক্ত দ্রব্য কি তোর ক্ষীণ উদরে সহ্য হইবে?" খ্রীষ্টীয়ান কাহারও কথা শুনিল না, আহার করিতে আরম্ভ করিল। সে এক গ্রাস লইয়া মুখে দিয়াছে, আর এক গ্রাস মুখে তুলিতেছে এমন সময়ে জুমুরুরুদ সৈনিক-পুরুষদিগকে ডাকিয়া বলিল "ঐ যে লোকটা শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্ন ভক্ষণ করিতেছে উহার

হস্তস্থিত অন্নগুলি ফেলিয়া দিয়া উহাকে টানিয়া আন।" আজ্ঞা মাত্রই সৈনিকগণ খ্রীষ্টীয়ানকে আক্রমণ করিল এবং বলপূর্ব্বক নরপতির সন্নিধানে টানিয়া আনিল। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল—একজন বলিল "লোকটা নিতান্ত অসভ্য, নিজ পদমর্য্যাদানুরূপ খাদ্য ভোজন করিলে কোন গোলই ঘটিত না—লোকটা নিজের বুদ্ধির দোষেই নিজে মারা গেল।" আর একজন বলিল "এই দেখনা ভাই আমার নিকটে যে গোধূম চূর্ণের মিঠাই ছিল, আমি তাহাই সন্তুষ্ট হইয়া আহার করিতেছি।" গাঁজাখোর বলিল "আল্লা। আল্লা। ভাগ্যে আমি খাই নাই!—আর একটু হইলেইত আহার করিয়াছিলাম!" সকলে খ্রীষ্টীয়ানের কি দশা হয় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিল।

খ্রীষ্টীয়ানকে নিকটে লইয়া যাইবা মাত্র জুমুরুদ জিজ্ঞাসা করিল "ওরে পাপিষ্ঠ! তোর্ নাম কি? তুই কি করিস্—এদেশেই বা আসিলি কেন?" খ্রীষ্টীয়ান মুসলমানদিগের ন্যায় পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়াছিল, মনে করিল এখানে আর কে চিনিবে, সুতরাং বলিল "রাজন্ আমার নাম আলী আমি তন্তুবায়ের কার্য্য করিয়া থাকি। ব্যবসায় বাণিজ্যোপলক্ষে আমি এখানে আসিয়াছি।" জুমুরুদ একজন পরিচারককে বলিল "জ্যোতিষী যন্ত্রাদি আনয়ন কর, এ ব্যক্তি যথার্থ কথা বলিতেছে কি না দেখিব।" সে তৎক্ষণাৎ একটী জ্যোতিষী যন্ত্র একখানি পাটা ও একটী পিত্তলময় লেখনী আনিয়া দিল। রমণী সেইগুলি লইয়া পাটার উপরে একটী বানরমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষণকালের পর ক্রোধকষায়িত-লোচনে খ্রীষ্টীয়ানের দিকে চাহিয়া বলিল "অরে পাপিষ্ঠ! নরপতির সাক্ষাতে প্রবঞ্চনা!—তুই না খ্রীষ্টীয়ান? তোর প্রকৃত নাম বারসুম—কোন দুষ্টাভিপ্রায়ে কাহাকেও অন্বেষণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিস্। এখন সত্য কথা বল্ নতুবা তোর্ শিরশ্ছেদন করিব।" সেই কথা শুনিয়াই খ্রীষ্টীয়ান ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "রাজন্ ক্ষমা করুন, আপনি যথার্থ গণনা করিয়াছেন—এ অধম খ্রীষ্টীয়ান" সেই অদ্ভুত ঘটনায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। আমীরগণ বলাবলি করিতে লাগিল "আমাদের নরপতি, কেবল সদ্বিচারক রাজা নহেন, জ্যোতিষগণনাতেও সুপণ্ডিত।" জুমুরুদ

বাহুপুরুষদিগকে বলিল "তোমরা এই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর ত্বক্ ছাড়াইয়া লও এবং তাহার মধ্যে তৃণ পূর্ণ করিয়া এই স্থানের সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া দাও আর অবশিষ্ট মাংস ও অস্থি নগরের বাহিরে একটা গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে দগ্ধ করিয়া তদুপরি ময়লা নিক্ষেপ কর।" তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিতে লইয়া গেল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টিয়ানের সেই দুরবস্থা দেখিয়া মহা ভীত হইল। কেহ কেহ বলিল "ঠিক হইয়াছে, যেমন লোক তেমনি শাস্তি হইয়াছে। কেহ বা শপথ করিয়া বলিল "আর কখনও আমি শর্করা-পক্ক তণ্ডুলান্ন ভক্ষণ করিব না।" গাঁজাখোর বলিল "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যে তিনি আমাকে কুমতি প্রদান করিয়াও তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" আহারাদি সমাপ্ত হইল প্রজাগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

পুনর্বার আর এক মাসের প্রথম দিবস উপস্থিত; আবার মহা ভোজের আয়োজন করা হইল। জুমুরুরুদ যথারীতি নিজ আসনে উপবেশন করিল সৈনিকগণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নাগরিকগণ দলে দলে আসিয়া ভোজস্থলে উপবেশন করিতে লাগিল। ক্রমে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল, কেবল যে স্থানে শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্ন ছিল সেই স্থানটীই শূন্য রহিল। গত বারের ঘটনা স্মরণ করিয়া কেহই সেখানে বসিতে সাহস করিল না। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হাজ্জ খালাফ!" সে উত্তর দিল "কি বল হাজ্জ খালাদ!" প্রথম বলিল "দেখো ভাই শর্করাপক্ক অন্ন আহার করিও না, যে আহার করিবে তাহারই ফাঁসি।" সকলে বসিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বারের দিকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ জুমুরুরুদের নয়ন একজন ভীষণমূর্ত্তি লোকের উপর নিপতিত হইল। দেখিবা মাত্রই যুবতী চিনিতে পারিল এই ব্যক্তিই জাবান কুর্দ্দী তস্কর।

তস্করের হঠাৎ সেখানে আগমনের কারণ এই—সে জুমুরুরুদকে মাতার নিকটে রাখিয়া দলে ফিরিয়া গিয়া বলিয়াছিল যে আমি একটা অশ্বারোহীকে মারিয়া তাহার বসনভূষণ ও অশ্ব অপহরণ করিয়াছি ও দুই থলিয়া দীনার সহিত একটী মনোহারিণী ক্রীতদাসীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি।" যখন তাহার সঙ্গীগণ গুহায় আসিয়া দেখিল তাহার কথিত কিছুই নাই; তখন সকলে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তস্কর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল



"আমি যে সকল দ্রব্য ও যে যুবতীকে তোমার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলাম সে সমস্ত কোথায় গেল।" বৃদ্ধা যাহা কিছু জানিত আনুপূর্ব্বিক তাহাই বলিল। যুবতী সমস্ত লইয়া পালাইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না; পুনরায় তাহাকে খুঁজিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য নির্গত হইল। সে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া দৈববশে ভোজের দিবসেই সেই জুমুরুদের নগরে আসিয়া পঁহুছিল। নগর মধ্যে একখানি দোকানও খোলা নাই পথে একটী মাত্রও পুরুষ চলিতেছে না—কেবল বাটীর বাতায়ন সমূহে দুই একটী স্ত্রীলোককে দেখা যাইতেছে। সে সেই ব্যাপার দেখিয়া স্ত্রীলোক-দিগকেই কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল "অদ্য নরপতি মহা ভোজ দিয়াছেন সকলে সেই খানেই গিয়াছে; তুমিও সেই খানে ভোজ্যপেয় পাইবে।" সে সেই কথা শুনিয়াই ভোজস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল সকল স্থানই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে কেবল শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্নের স্থানটীতেই কেহ বসে নাই। দুর্ভাগা সেই খানে গিয়াই উপবেশন করিল। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, তুমি এখানে বসিতেছ কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?" সে উত্তর দিল "অভিপ্রায় আর কি, দিব্য করিয়া সুমিষ্ট

অন্ন ভোজন করিব।” তাহারা পুনরায় বলিল “আর যাহা কিছু অভিলাষ হয় আহার কর, শর্করাপক্ব অন্ন আহার করিও না—আহার করিলেই প্রাণ হারাইতে হইবে।” তস্কর হাসিয়া বলিল “রাখ কথা—আমিত আহার করি তাহার পর যাহা ইচ্ছা হয় বলিও।” সে এই কথা বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া এক থাবা অন্ন তুলিয়া লইল ও টিপিয়া টিপিয়া পাষাণাকার করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল। পিণ্ডটা সশব্দে তাহার উদরস্থ হইল। এক থাবাতেই পাত্রটীর তলদেশ বাহির হইয়া পড়িল; সে আবার আর এক থাবা তুলিয়া লইল। পার্শ্বস্থ একজন দেখিয়া বলিল “আল্লা! ভাগ্যে আমি খাদ্যপূর্ণ থালা হই নাই, তাহা হইলে তুমি এক গ্রাসেই আমাকে নিঃশেষিত করিতে।” জুমুর্রুদ পার্শ্বস্থ সৈনিকদিগকে ডাকিয়া বলিল “ঐ যে লোকটাকে দেখিতেছ উহাকে আমার সম্মুখে ধরিয়া আন—এরূপ ভাবে ধরিবে যেন দ্বিতীয় গ্রাসটী গলাধঃকরণ করিতে না পারে।”

দেখিতে দেখিতে সৈনিক-পুরুষগণ আসিয়া তস্করকে আক্রমণ করিল এবং জুমুর্রুদের নিকটে টানিয়া লইয়া গেল। প্রজাগণ সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল “যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, আমরা সকলেই নিষেধ করিলাম, তথাপি হতভাগা কিছুতেই শুনিল না—এখন উহাকে কে রক্ষা করে—শর্করাপক্ব তণ্ডুলান্ন যে ভোজন করিবে তাহারই এই দুর্দ্দশা হইবে।” জুমুর্রুদ তস্করকে জিজ্ঞাসা করিল “তোর নাম কি? তুই কি করিস্? এখানেই বা আসিলি কেন?” সে উত্তর দিল “মহারাজ! আমার নাম ওস্মান আমি বাগানের মালির কাজ করি। আমার কিছু হারাইয়া গিয়াছে তাহারই সন্ধানে আমি এখানে আসিয়াছি।” যুবতী পার্শ্বস্থ পরিচারকবর্গকে পূর্ব্ববারের ন্যায় জ্যোতিষগণনার যন্ত্রাদি আনয়ন করিতে বলিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত আনিয়া দিল; জুমুর্রুদ ক্ষণকাল কতকগুলা মিথ্যা অঙ্ক স্থাপন করিয়া বলিল “অরে কুক্কুর তুই নরপতিসন্নিধানে অকুতোভয়ে মিথ্যা কথা বলিলি! গণনায় দেখিতেছি, তোর নাম জাবান কুর্দী তুই পরস্বাপহারী তস্কর। শূকর! তোর যথার্থ বিবরণ বল্ নতুবা এখনই শিরশ্ছেদন করিব।” সেই কথা শুনিয়াই তস্করের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দাঁত বাহির হইয়া পড়িল; হয়ত সত্য কথা কহিলে কোনরূপে জীবন রক্ষা হইত

এই ভাবিয়া বলিল "নরনাথ! আপনি যথার্থ গণনা করিয়াছেন, আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহার কিছুই অসত্য নহে—আমি এখন পূর্ব্বকার্য্য সকলের জন্য পরিতাপ করিতেছি, আমাকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি চিরকাল সৎপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব, আর কখনই অসৎপথে পদার্পণ করিব না।" "ধার্ম্মিক মুসলমানদিগের ধর্ম্মপথে এরূপ একটা কণ্টক থাকিতে দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে" জুমুর্‌রুদ এই কথা বলিয়াই রাজপুরুষদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল "খ্রীষ্টীয়ানকে যে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলে ইহাকেও সেই পুরস্কার প্রদান কর।" তাহারা তৎক্ষণাৎ তস্করকে লইয়া গিয়া বিনাশ করিল। শর্করামিশ্রিত তণ্ডুলান্ন ভক্ষণ করিলেই যে প্রাণদণ্ড হইবে এই বিশ্বাসই প্রজাদিগের মনে বদ্ধমূল হইল; তাহারা ভোজন সমাপন করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। জুমুর্‌রুদ মেমলুকদিগকে অবকাশ দিয়া প্রাসাদে চলিয়া গেল।

চতুর্থ মাসে পুনরায় ভোজের আয়োজন করা হইল। প্রজাগণ উপস্থিত হইয়া নরপতির আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিল। জুমুর্‌রুদ আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল; ভোজ আরম্ভ হইল। সকল স্থানই পূর্ণ হইয়া গেল, কেবল শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্নের নিকটস্থ চারিটী আসন এককালে শূন্য; যুবতী সেই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ ভোজস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। আ! এই সেই চিরশত্রু রসীদ্-এদ্-দীন, রমণী তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, মনে মনে বলিল কি চমৎকার উপায়ই করা হইয়াছে! একে একে তিনটী শত্রুকেই এই স্থানে ফাঁদে ফেলিলাম!"

বৃদ্ধ রসীদ-এদ্-দীন বিদেশ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহার অপহৃত দাসীটী পালাইয়া গিয়াছে। দুঃখের আর সীমা রহিল না। কোনরূপে পুনরায় তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিবার জন্য ভ্রাতা খ্রীষ্টীয়ানকে পাঠাইয়া দিল। মনে মনে বড় আশা ছিল ছলকৌশলনিপুণ সহোদর কোন না কোন উপায়ে দাসীর সন্ধান জানিয়া আসিবে কিন্তু সন্ধান আনা দূরে থাকুক তাহার নিজেরই সন্ধান নাই। বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া নিজেই দাসী ও সহোদরের সন্ধানে বাহির হইল। নানাস্থান ভ্রমণ করিল, তথাপি



কোন সমাচারই পাইল না অবশেষে কালপ্রেরিত হইয়া সেই দিনেই জুমুর্‌রুদের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরের সকল দোকানই বন্ধ, পথে লোক জন কেহই নাই, কেবল কোন কোন স্থানে বাতায়নে রমণীগণ দাঁড়াইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছে; বৃদ্ধ রমণীদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া ভোজস্থানে উপনীত হইল। তখন সকল আসনই অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কেবল শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্নের নিকটস্থ আসন শূন্য ছিল। সে সেইখানেই বসিয়া শর্করামিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবার উপক্রম করিল। জুমুর্‌রুদ তাহাকে দেখিয়াই সৈনিক-পুরুষদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিল। তাহারা বৃদ্ধকে টানিয়া আনিল। যুবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "অরে তোর নাম কি? তুই কি করিস্? এ নগরীতেই বা আসিলি কেন?" বৃদ্ধ বলিল "রাজন্! আমার নাম রস্তম, আমি কিছুই করি না, আমি দীন দরবেশ, কেবল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই।" যুবতী পার্শ্বস্থ পরিচারকদিগকে জ্যোতিষ গণনার যন্ত্রাদি আনিতে বলিল। তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সমস্ত আনিয়া দিল। রমণী লেখনী দ্বারা পাটার উপর কয়েকটী অস্পষ্ট চিহ্ন স্থাপন করিয়া ক্ষণকালের পরে বলিল "অরে নরাধম! নরপতির সম্মুখে মিথ্যা কথা! তোর প্রকৃত নাম রসীদ-এদ্-দীন খ্রীষ্টীয়ান, কৌশলে মুসলমানগণের বাটী হইতে ক্রীতদাসী অপহরণ করাই তোর উপজীবিকা। তুই বাহিরে লোককে মুসলমান বলিয়া পরিচয়

প্রদান করিস কিন্তু তুই অন্তরে অন্তরে খ্রীষ্টীয়ান। এখন সত্য কথা বল নতুবা তোর শিরশ্ছেদন করিব।" বৃদ্ধ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভয়ব্যাকুলিত স্বরে বলিল "রাজন্ যথার্থ কথা বলিয়াছেন, আপনার গণনার কিছুই অসত্য নহে।" জুমুর্‌রুদ তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া পদদ্বয়ে একশত ও গাত্রে সহস্র কশাঘাতের আজ্ঞা দিল এবং সেই দণ্ডের পর তাহার শরীরের ত্বক্ ছাড়াইয়া লইয়া তাহার মধ্যে শণ পূরিয়া দ্বারদেশে ঝুলাইয়া দিতে ও অবশিষ্ট অস্থি মাংস লইয়া খ্রীষ্টীয়ানের যেরূপ করা হইয়াছিল তাহাই করিতে বলিল।

ভোজ সমাপ্ত হইলে জুমুর্‌রুদ সকলকে বিদায় দিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। তিনজন শত্রুকেই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হইল, আনন্দের আর সীমা রহিল না, এখন কেবল প্রিয়তমকে পাইলেই সমস্ত আশা পূর্ণ হয়। যুবতী কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট কেবল সেই প্রার্থনাই করিতে লাগিল।

সকলি সহিয়া রও অদৃষ্টে যা হয়
দুখ সুখ যাহা দেন ঈশ দয়াময়।
অদৃষ্টে নাহিক যাহা হবে না কখন
নিরূপিত আছে যাহা হইবে ঘটন।
কে পারে ঘটাতে যাহা ঘটিবার নয়?
অদৃষ্টের ফল কার নিবারণ হয়?

রমণী কবিবরের এই কবিতাটী স্মরণ করিয়া দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিল। দিবসে রাজকার্য্য ও রাত্রিতে নির্জ্জনে রোদনেই পূর্ণ এক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী আবার মহাভোজের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিল। সমস্ত প্রস্তুত—প্রজাগণ সকলেই উপস্থিত হইল। সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস, যে ব্যক্তি শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্ন ভোজন করিবে তাহাকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে সুতরাং যে স্থানে পাত্রপূর্ণ শর্করান্ন ছিল কেহই সেখানে বসিল না, আর সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। রমণী একদৃষ্টে কেবল

দ্বারদেশে চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, যিনি য়ুসুফকে ইয়াকুবের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি ইয়ুবের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন তিনি দয়া করিয়া আমার প্রভু আলী শেরকে আনিয়া দিউন। জগদীশ্বর, আপনি সর্ব্বক্ষম সর্ব্বময়। আপনি বিপথগামীদিগকে প্রকৃত পথে আনিয়া দেন। আপনি পীড়িতের আর্ত্তনাদের একমাত্র শ্রোতা। দুঃখীর একমাত্র সহায়। আর কত দিন আমাকে প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছিন্ন রাখিয়া যাতনা প্রদান করিবেন—শীঘ্র তাঁহাকে আনিয়া দিয়া অধীনীর দুঃখ দূর করুন। রমণীর প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই উইলো শাখার ন্যায় ক্ষীণতনু একটী যুবক ভোজস্থলে প্রবেশ করিল। এই যুবকই আলী শের। আলী ভোজস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল সকল স্থানই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে কেবল শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্নের নিকটস্থ আসন শূন্য আছে সুতরাং সে সেই স্থানেই গিয়া উপবেশন করিল। জুমুর্‌রুদ দেখিল, তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; একবার ইচ্ছা হইল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রেমভরে প্রিয়তমকে গিয়া আলিঙ্গন করে, কিন্তু কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বসিয়া রহিল।

যখন জাবান কুর্দ্দী জুমুর্‌রুদকে লইয়া পলায়ন করে তখন আলী মাস্তাবায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। নিদ্রা ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখিল তাহার উষ্ণীষটী অপহৃত হইয়াছে, আর একজন যে তাহার নিদ্রায় সুবিধা পাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে আর তাহার বাকী রহিল না। "হায়। আমরা জগদীশ্বরের জীব জগদীশ্বরের নিকটেই ফিরিয়া যাইব" যুবক মনের আবেগে এই কথা বলিয়া হতাশহৃদয়ে পরামর্শদাত্রী বৃদ্ধার নিকটে ফিরিয়া গেল। দ্বাররুদ্ধ ছিল যুবক আঘাত করিতেই সে খুলিয়া দিল। যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে সে সমস্ত বর্ণন করিল। বৃদ্ধা সেই সকল শুনিয়া তাহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,—বলিল "তোমার দোষেই তোমার বিপদ ঘটিয়াছে।" যুবকের নাসারন্ধ্র দিয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে যুবক উঠিয়া দেখিল বৃদ্ধাও তাহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতেছে। যুবক মনের আবেগে এই কবিতাটী পাঠ করিল :—



"প্রণয়ে বিচ্ছেদ হায় কি দুখ তাহায়।
যেই জন ভোগে নাই জানে কি কখন?
ছায়াতে আসীন যেই জানে কি সে হায়
মরুময় দেশের সে তপন-দহন?
কত দিন আর হায় এত দুখ সহিব
বিচ্ছেদ আগুনে হায় কত আর দহিব?"

তাহার সেইরূপ কাতরোক্তিতে বৃদ্ধার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, সে বলিল "তুমি এইখানে বসিয়া থাক, আমি প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া আসি।" বৃদ্ধা চলিয়া গেল যুবক সেইখানে বসিয়া নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল। পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আলী! আমি বোধ করি তোমাকে এই বিচ্ছেদ-যাতনাতেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। শেষ বিচারের পূর্ব্বে যে তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে তাহার আর আশা নাই। আমি গ্রীষ্টীয়ানের বাটীর নিকটে গিয়া দেখিলাম মহা জনতা হইয়াছে, ওয়ালী প্রহরীগণের সহিত দাঁড়াইয়া আছে। জুমুরুদ তাহাদের দুই থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার নিরূপণ হইতেছে না। জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই।" আলী শুনিল, তাহার নয়নে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল; যুবক জীবনাশায় হতাশ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আলী শের প্রিয়তমা-বিরহে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিল। পূর্ণ এক বৎসরের পর যুবকের কতক স্বাস্থ্যলাভ হইলে বৃদ্ধা বলিল "বৎস। দুঃখ শোক বা এই অস্বাস্থ্যে কিছু তোমার প্রিয়তমা-লাভ হইবে না, তবে কেন প্রাণত্যাগ করিতেছ? স্থির হও, একটু বললাভ করিয়া নিকটস্থ প্রদেশ সকলে অন্বেষণ কর, অবশ্যই প্রিয়তমাকে পাইবে।" এইরূপে বৃদ্ধা তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল এবং উত্তমোত্তম বলকারক ভোজ্য ও পেয় প্রদান করিয়া পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। এক মাসের পর আলী বিদেশযাত্রার উপযুক্ত বলপ্রাপ্ত হইল এবং নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে ভোজের দিবসেই জুমুর্‌রুদের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

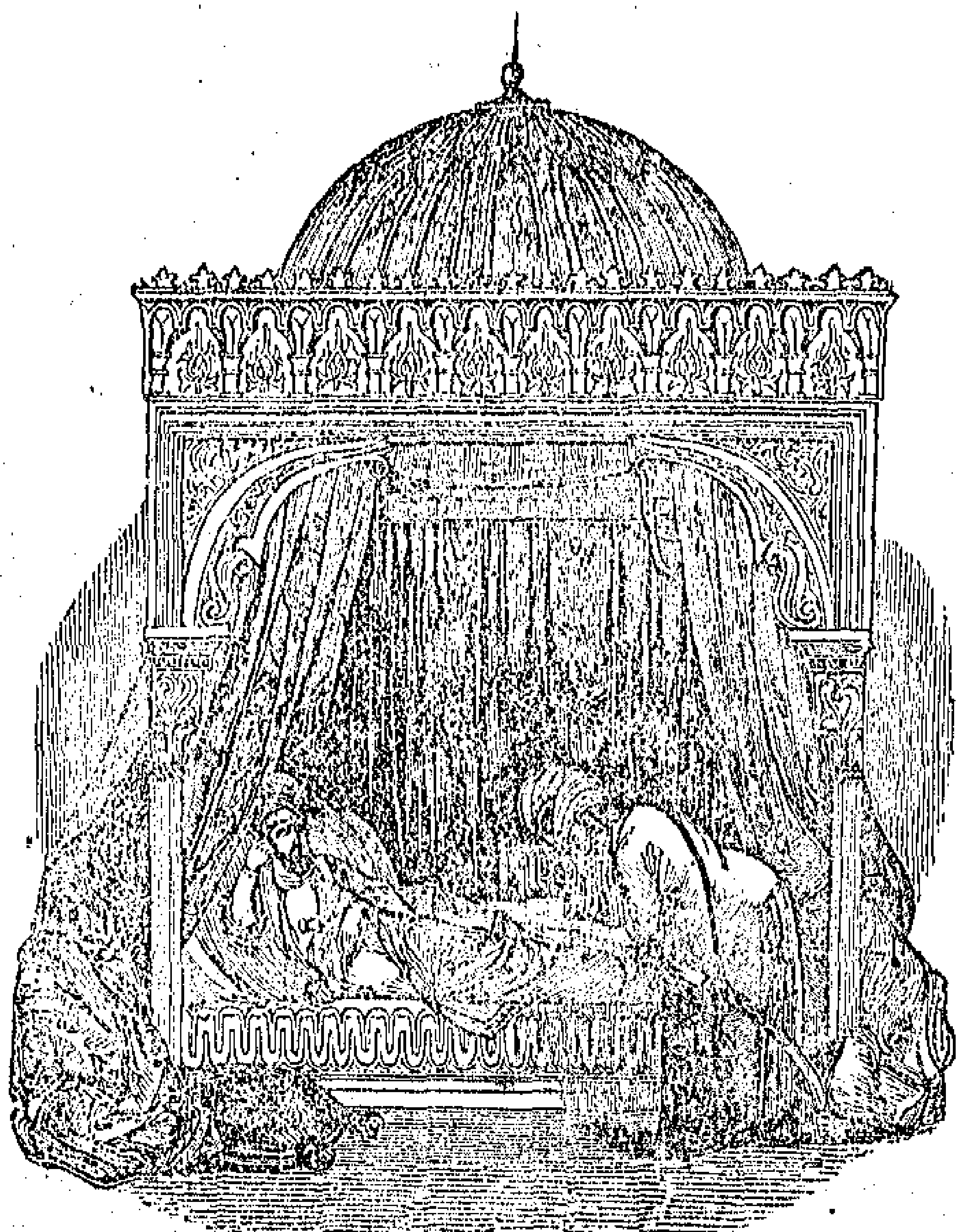
আলী ভোজস্থলে প্রবেশ করিয়াই শর্করাপক্ক তণ্ডুলান্ন যেখানে ছিল সেই-খানে উপবেশন করিল। তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়া বলিল "ওগো মহাশয় তণ্ডুলান্ন আহার করিবেন না—যে আহার করিয়াছে সে-ই বিনষ্ট হইয়াছে।" যুবক বলিল "হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—প্রাণদণ্ড হইলে আমি বাঁচিয়া যাই।" সে এই কথা বলিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম গ্রাস তুলিতেই জুমুর্‌রুদ মনে করিল লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিবে, কিন্তু হয়ত যুবক ক্ষুধিত, এই বিবেচনা করিয়া কিছুই বলিল না। আলী তৃপ্তিসহকারে আহার করিতে লাগিল। তাহাকে নিরাপদে আহার করিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। যুবকের আহার সমাপ্ত হইয়া গেলে জুমুর্‌রুদ একজন খোজাকে বলিল "যে যুবকটী শর্করাপক্ক অন্ন আহার করিতেছে তাহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ডাকিয়া আন।" সে তৎক্ষণাৎ আলীর নিকটে গিয়া সেলামপূর্ব্বক বলিল "প্রভু! আমাদের নরপতি আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" "নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য" যুবক এই কথা বলিয়া তাহার সহিত চলিল। প্রজাগণ বলাবলি করিতে লাগিল "জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই! দেখা যাউক নরপতি ইহার উপর কি ব্যবস্থা করেন।" একজন বলিল "নরপতি কখনই ইহার কোন অনিষ্ট করিবেন না—অনিষ্ট করিবার হইলে যুবক তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিতে পাইত না, দুই এক গ্রাস তুলিতে তুলিতেই সৈনিকগণ আসিয়া ধরিয়া

লইয়া যাইত।” আলী জুমুরুরুদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল “তোমার নাম কি? তুমি কি কর? আমাদের এ নগরীতেই বা আসিবার কারণ কি?” যুবক বলিল “নরাধিপ! আমার নাম আলী শের আমি বণিকতনয়, খুরাসান নগরে আমার নিবাস। আমি এখানে আমার ক্রীত-দাসীকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, ক্রীতদাসীটী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা; আমার শ্রবণ বা দর্শনশক্তি গিয়াও যদি আমি তাহাকে পাই তাহা হইলেও সন্তুষ্ট হই—হায়! আমি যদি সেই হৃদয়হারিণীকে না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। নরনাথ! এই মাত্র আমার বিবরণ।” যুবক এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জুমুরুরুদ পরিচারকদিগকে যুবকের মুখে গোলাপ জল ছিটাইতে আদেশ করিল। রাজপুরুষদিগের পরিচর্য্যায় যুবকের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। যুবতী জ্যোতিষগণনার যন্ত্রাদি আনিতে বলিল। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আনিয়া দিল। জুমুরুরুদ ক্ষণকাল সেইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল “যুবক! ঠিক কথা বলিয়াছ। তোমার পরিচয়ে একটীও প্রতারণা নাই, যাহা হউক জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি শীঘ্রই প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইবে, অতএব হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিয়া সুস্থ হও।” অনন্তর জুমুরুরুদ রাজপুরুষদিগকে ডাকিয়া যুবককে হাম্মামে স্নানাদি করাইয়া উত্তম বসনভূষণে ভূষিত করতঃ অশ্বারোহণে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতে বলিল। প্রজাগণ এতক্ষণ যুবকের অদৃষ্টে কি ঘটে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, এখন প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যুবকের সেইরূপ সম্মান দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। একজন বলিল “তখনইত আমি বলিয়াছি নরপতি যখন অবাধে আহার করিতে দিয়াছেন তখন যুবকের কোন বিপদই হইবে না।” সকলেই যুবকের বিষয়ে কিছু না কিছু মত প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

জুমুরুরুদ রাজপুরুষদিগকে সন্ধ্যার পর যুবককে তাহার নিকটে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়া প্রাসাদে গেল। মনে বড় আশা, সন্ধ্যার পরেই প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবে, কিন্তু তাহার সে দিন যেন আর অবসান হয় না। মনের আবেগে বোধ হইতে লাগিল যেন এক দিনের স্থলে দুই

দিন সময়ের পর সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। রাজপুরুষগণ যুবককে নরপতির সন্নিধানে আনয়ন করিল। যুবক যথারীতি ভূমি চুম্বন করিয়া দাঁড়াইল। জুমুর্‌রুদ জিজ্ঞাসা করিল "আলী, হাম্মামে গিয়াছিলে ?" সে উত্তর দিল "হাঁ মহারাজ হাম্মামে স্নান করিয়া আসিয়াছি।" রমণী বলিল "তবে তুমি এখন অন্ন মাংসাদি আহার করিয়া ও সুরা সর্ব্বৎ প্রভৃতি পান করিয়া শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক এইখানে আইস।" যুবক আহারাদি করিয়া ফিরিয়া আসিল। যুবতী অপরাপর সকলকে বিদায় দিয়া যুবককে বলিল "এখন তুমি আমার পা টিপিয়া দাও দেখি।" যুবক যুবতীর পদসেবা করিতে আরম্ভ করিল। এ কি! নরপতির পদদ্বয় কুসুম সদৃশ কোমল! যুবক একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। রমণী নানারূপ পরিহাসাদি করিয়া অবশেষে বলিল "প্রভু, এখনও বুঝিতে পারিলে না আমি কে ?" যুবক হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "রাজন্‌ আপনি কে ?" যুবতী বলিল "আমিই তোমার সেই প্রেমপাগলিনী জুমুর্‌রুদ।" অমনি যুবক তাহার উপর নিপতিত হইয়া মুখচুম্বন করিল। সিংহ যেমন শিকারার্থ মেষের উপর নিপতিত হয় যুবকও যুবতীর উপর সেইরূপে পতিত হইল।

পর দিন প্রভাতে জুমুর্‌রুদ রাজপুরুষ ও সৈনিকগণকে আহ্বান করিয়া বলিল "আমি এই লোকটীর দেশে বেড়াইতে যাইব। যত দিন ফিরিয়া না আসি, তত দিন একজন আমার প্রতিনিধি হইয়া তোমাদিগকে পালন করিবে।" তাহারা তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিল "নরনাথের যাহা অভিরুচি।" যাত্রার উদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল। উষ্ট্র ঘোটকাদি সাজাইয়া প্রয়োজনীয় ভোজ্য পেয় সমস্ত বোঝাই করা হইল। রমণী নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য ও ধনরত্নাদি লইয়া প্রিয়তমের সহিত যাত্রা করিল। কয়েক দিবসের পর যুবক যুবতী স্বদেশে ফিরিয়া আসিল এবং আপনাদিগের আবাসে গিয়া দীন দুঃখীদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া পরমানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল। কিছু দিনের পর পরমেশ্বরের কৃপায় আলী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় একটী মনোহর পুত্র লাভ করিল।



ইবন্-মনসূর, বদূর ও ওমের এশ্-শায়বানী-তনয় জুবেয়র।

ইরূপ কথিত আছে একদিন রাত্রে নরপতি খলীফে হারুণ-উর্রসীদ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, কোন রূপেই তাঁহার নিদ্রা হইল না। অনেকক্ষণ এপাশ ও পাশ করিয়া মেস্রুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মেস্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইল। খলীফে বলিলেন "মেস্রুর! আমি অদ্য কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, এমন কিছু উপায় করিতে পার, যাহাতে আমার

এই অশান্তি দূর হয়?" মেস্‌রুর বলিল "প্রভু! অন্তঃপুরের উদ্যানে চলুন, সেখানে নানারূপ কুসুম ও সলিলমধ্যে ক্রীড়মান চন্দ্রচ্ছায়া দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন।" খলীফে বলিলেন "না মেস্‌রুর তাহাতে আমার অশান্তি দূর হইবে না।" মেস্‌রুর বলিল "নরনাথ! তাহাতে যদি অভিরুচি না হয়, তাহা হইলে আপনার যে তিনশত ভোগ্যা দাসী আছে তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে গিয়া নিদ্রা যাইতে বলুন। সকলে নিদ্রিত হইলে পর গোপনে প্রত্যেকের গৃহে গিয়া কে কি অবস্থায় আছে দেখিয়া আনন্দলাভ করুন।" খলীফে বলিলেন "সত্য বটে এ প্রাসাদটী আমার, স্ত্রীগণও আমারই ভোগ্যা তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইতেছে না।" মেস্‌রুর পুনরায় বলিল "তবে জ্ঞানবান ও কবিদিগকে আনয়ন করিতে আদেশ করুন, তাঁহারা আসিয়া আপনার সম্মুখে শাস্ত্রালাপ, তর্কবিতর্ক, কবিতা পাঠ ও ইতিহাস বর্ণন করিতে থাকুন। বোধ হয় তাহাতে আপনার হৃদয়ের ব্যাকুলতা দূর হইতে পারে।" নরপতি বলিলেন "না, তাহাতেও ইচ্ছা নাই।" মেস্‌রুর ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কিছু উপায় না দেখিয়া বলিল "নরনাথ পানসহচরদিগকে ডাকিতে আজ্ঞা করুন, তাঁহারা আসিয়া হাস্য পরিহাস করিতে থাকুন, তাহা হইলেই আপনার অশান্তি বিদূরিত হইবে।" খলীফে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন "না তাহাতেও আনন্দ লাভ করিতে পারিব না—আর কোন উপায় থাকেত বল।" মেস্‌রুর বিরক্ত হইয়া বলিল "তবে আমার শিরশ্ছেদন করুন আপনার অশান্তিদূর হইবে—ইহাব্যতিরেকে আর আমি অন্য সদুপায় দেখিতেছি না।" খলীফে একটু হাসিয়া বলিলেন "কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলে না?—ভাল দেখিয়া আইস দেখি, দ্বারদেশে পানসহচরদিগের মধ্যে অদ্য কে অপেক্ষা করিতেছে।" মেস্‌রুর দেখিয়া আসিয়া বলিল "প্রভু! দামাস্কস নিবাসী মনসুর-তনয় আলী দ্বারদেশে আছেন।" খলীফে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। মেস্‌রুর পানসহচরকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিল। আলী ইবন্‌মনসুর নরপতির সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া বলিল "ধার্ম্মিকাধিপতির সুখশান্তি লাভ হউক।" খলীফে তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন "ইবন্‌মনসুর! তুমি আমাকে একটী ভাল গল্প বলিতে

পার ?" পানসহচর জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই বলিব, কি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বর্ণন করিব ?" নরপতি বলিলেন "শোনাকথা অপেক্ষা দেখা ঘটনাই ভাল।" ইবন্-মনসুর বলিল "তবে অবধান করুন ঃ—

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে প্রতি বৎসরই এক একবার এল্ বস্রার সুলতান সুলেমান এল্-হাশীমী-তনয় মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত। এক বৎসর গিয়া দেখিলাম, তিনি মৃগয়া করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া যথারীতি সেলাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "ইবন্-মনসুর আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে; চল আমরা অশ্বারোহণে মৃগয়া করিয়া আসি।" আমি বলিলাম, "প্রভু, আমিত ঘোড়ায় চড়িতে জানি না; আপনি কর্ম্মচারী-দিগকে বলিয়া দিন আমি প্রাসাদে থাকিয়াই আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করি।" তিনি সেই কথা শুনিয়াই পরিচারকবর্গকে ডাকিয়া আমার আদর অপেক্ষা করিতে বলিয়া মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। রাজ-পুরুষগণ আমার যথেষ্ট সমাদর করিল। আমি রাজভোগে আহারাদি সমাপন করিয়া মনে মনে করিলাম, এতকাল এল্-বস্রায় যাতায়াত করিতেছি কিন্তু রাজপ্রাসাদ ও উদ্যান ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই। মিথ্যা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিব কেন, এই অবকাশে নগরের শোভা দেখিয়া আসি।

আমি সেইরূপ মনে করিয়াই নাগরিক শোভা দেখিতে বহির্গত হইলাম। এল্ বস্রায় সত্তরটী রাজপথ আছে, সুতরাং আমি একটু এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়াই পথহারা হইয়া গেলাম। পথ খুঁজিতে খুঁজিতে পিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। সম্মুখেই একটী প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম, প্রাসাদের বৃহৎ দ্বারে পিত্তলময় কড়া লাগান ছিল এবং একটী মনোহর পরদা ঝুলিতেছিল। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী মাস্তাবা, মাস্তাবার উপরে দ্রাক্ষালতার কেয়ারি করা ছিল। আমি জল পাইবার আশায় সেই বাটীর নিকটে গেলাম। প্রাসাদটীর এমনি চমৎকার শোভা যে, আমি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম তাহা যেন একেবারে ভুলিয়া গেলাম এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কেবল

তাহাই দেখিতে লাগিলাম। আমি সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছি, সহসা বাটীর মধ্য হইতে একটী রমণীর বিলাপধ্বনি ও এই কবিতাটী শ্রবণগোচর হইল:—

"এমনি কি চিরদিন প্রাণ মন দহিবে ?
এমনি কি চিরদিন নিদয় সে রহিবে ?
আর কি এমন দিন দুখিনীর হবে না,
দেখিয়া সে মুখশশী দুখ আর রবে না ?
নাথ হে রমণীবধে যদি এত বাসনা
খর তরবারি ধরি কেন আসি নাশনা।"

এইরূপ আরও পাঁচটী কবিতা শুনিতে পাইলাম। সহসা কেমন সেই বিলপমানা রমণীকে দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। যাহার কণ্ঠস্বর এরূপ সুন্দর না জানি সে স্বয়ং কত সুন্দরীই হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বারের পরদা তুলিতে লাগিলাম। আ! যবনিকার অন্তরালে শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় একটী মনোহারিণী যুবতী বসিয়া রহিয়াছেন। সুন্দরীর রূপের তুলনা নাই—চপল নয়নদ্বয়ের উপরে ভ্রূ যুগল যেন সংযুক্ত দুইখানি ধনু, পয়োধরদ্বয় যেন সুন্দর দাড়িম্ব, অধরোষ্ঠ যেন সুপক্ক বিম্ব ফল, মুখখানি সুলেমানের শীলের ন্যায় সুন্দর, মুক্তামালার ন্যায় দন্তপংক্তি যেন কবিকুলকে উপহাস করিয়াই কোমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে। নরনাথ, বলিতে কি রমণীর সেই অতুলরূপরাশি কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই হৃদয় কাড়িয়া লয়। রূপবতীর দিকে যদি একজন চিরকাল চাহিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার সে রূপরাশি দেখিয়া আশ মিটে না। কবিবর বলিয়াছেন:—

যবে ধনী আশু সরে বধেরে জীবন,
ফিরিলে তখনি দহে অনঙ্গ-দহন।
চন্দ্র সূর্য্য নহে তার রূপের তুলন
উজল সে রূপ মরি সহেনা নয়ন।

যবে সে দেখায় মুখ—খোলে স্বর্গদ্বার
পূর্ণশশী শোভা পায় কণ্ঠোপরি তার।

আমি সেইরূপে যবনিকান্তরাল হইতে দেখিতেছি, হঠাৎ রমণীর নয়ন আমার উপর নিপতিত হইল। তিনি একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখত, দ্বারদেশে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" দাসী আমার নিকটে আসিয়া বলিল "শেখ, আপনার কি একটুও লজ্জা নাই?—কেশগুলি সমস্ত পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি এরূপ লজ্জাকর কার্য্যে কুণ্ঠিত নহেন?" আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি, আপনি যে চুলপাকার কথা বলিলেন, তাহা অবশ্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু লজ্জাকর কার্য্য যে, আমি কি করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" যবনিকার অপর দিক হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী বলিলেন "আপনি একজন লোকের বাটীর অন্তঃপুরে আসিয়া, ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা অপেক্ষা আর অন্যায় কার্য্য কি হইতে পারে?" আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! সেরূপ করিবার কোন বিশেষ কারণ আছে, সুতরাং আমি মার্জ্জনীয়।" রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কারণ কি?" আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি, আমি বিদেশী, এখানকার কিছুই চিনি না; পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছি—তৃষ্ণায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।" রমণী দাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "লুৎফ! বিদেশী মহাশয়কে সোণার মগে করিয়া একটু জল দাও।" দাসী একটী সুবর্ণ পাত্রে সুবাসিত জল লইয়া একখানি হরিদ্বর্ণ রুমালে আচ্ছাদিত-করত আনিয়া দিল। আমি অল্পে অল্পে জলপান করিতে লাগিলাম ও মধ্যে মধ্যে গোপনে রমণীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। পান সমাপ্ত হইলে মগটী দাসীকে ফিরাইয়া দিয়া, সেই অবস্থায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "শেখ, এখনত জলপান করা হইয়াছে চলিয়া যাও।" আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! একটা বিষয়ের জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিষয়ের জন্য?" আমি বলিলাম "ঘটনার অনিশ্চয়তা ও ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের জন্য।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে তাহার কি দেখিলে?" আমি বলিলাম "এমন কিছুই নহে, তবে এই বাটীর কর্ত্তা জীবদবস্থায় আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তাঁহারই অবস্থা ভাবিতেছিলাম।" রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "যাঁহার কথা বলিতেছ, তাঁহার নাম কি বলিতে পার?" আমি বলিলাম "তাঁহার নাম মণিকার আলী-তনয় মহম্মদ, তাঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল। তাঁহার কি পুত্র কন্যাদি কিছু আছে?" রমণী বলিলেন "বদুর নামে তাঁহার এক কন্যা আছে সে-ই এখন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী।" আমি বলিলাম "বোধ হয় আপনিই সেই বদুর।" রমণী একটু হাসিয়া বলিলেন "আপনি কেবল কথা বাড়াইতে লাগিলেন, এখন স্বস্থানে প্রস্থান করুন।" আমি বলিলাম "অবশ্য আমি এখনই যাইতেছি—কিন্তু এক কথা, আপনার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ কি। গোপনীয় কথা কিছুই প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, জগদীশ্বর হয়ত আমারই দ্বারা আপনার সমস্ত দুঃখ দূর করিতে পারেন।" রমণী বলিলেন "আপনি যদি গোপনীয় কথা বলিবার উপযুক্ত পাত্র হয়েন, তাহা হইলে বলিতে পারি। আপনি কে, অগ্রে আমাকে পরিচয় প্রদান করুন; দেখি আপনি যথার্থই গুহ্য কথা গোপনে রাখিতে পারিবেন কি না; কবিবর বলিয়াছেন:—

কে পারে গোপন কথা রাখিতে গোপনে
বিনা সেই গুণবান্ বিশ্বাসী সুজনে।
এমনি রেখেছি কথা গোপন আমার—
বাটীতে রহেছে নাহি কুঞ্জিকা তাহার।

সেই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! আমার নাম দামাস্কাসবাসী মনসুর-তনয় আলী, আমি ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্ রশীদের পান-সহচর।"

রমণী আমার পরিচয় শুনিয়াই আসন হইতে উঠিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন "ইবন্-মনসুর! আপনি ভিতরে আসিয়া উপবেশন করুন, আমি সমস্ত কথাই বলিতেছি। আমি প্রণয়মোহিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছি।" আমি



বলিলাম "ঠাকুরাণি। আপনি যেমন মনোহারিণী আপনার প্রণয়পাত্রও বোধ হয় তেমনি সুন্দর হইবেন, যাহা হউক তিনি কে?" "তাঁহার নাম বেণীশায়বানদিগের আমীর এশ্-শায়বানী-তনয় জুবেয়র" রমণী এই কথা বলিয়াই নিজ প্রিয়তমের রূপলাবণ্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুরাণি! আপনাদিগের কি সম্মিলন হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন "হাঁ মিলন হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ে কেবল মৌখিক ভাল বাসাবাসি মাত্র হইলে পর তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না সুতরাং পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুরাণি! আপনাদের বিচ্ছেদ সংঘটনের কারণ কি?" যুবতী বলিলেন "কারণ অতি সামান্য, একদিন দাসী আমার কেশবিন্যাস করিয়া দিতে ছিল; কেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে তাহার কি মনে উদয় হইল, আমার কপোল চুম্বন করিল। ঠিক সেই সময়েই তিনি আমাদের বাটীতে আসিতে ছিলেন, দাসীকে চুম্বন করিতে দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন, চির দিনের জন্য ত্যাগ করিলাম বলিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কেবল এই কবিতাটী বলিয়াছিলেন :—

ভাল বাসার ভাগ যদি আর কেহ পায়
চাই না সে ভালবাসা কাজ নাই তায়!

তিনি যে পর্য্যন্ত ক্রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন সে পর্য্যন্ত আর আমি একখানিও পত্র পাই নাই—আমি পত্র লিখিলে তিনি তাহার উত্তরও প্রদান করেন না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি এখন কি করিবেন মনস্থ করিয়াছেন?” রমণী বলিলেন “এখন আমি আপনার দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করি, আপনি যদি সে পত্রের উত্তর আনিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আপনাকে পাঁচশত দীনার প্রদান করিব, আর যদি উত্তর না আনিতে পারেন তাহা হইলে পারিশ্রমিক স্বরূপ একশত দীনার দিব।” আমি বলিলাম “যাহা আপনি ভাল বিবেচনা করেন, করুন; আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি।” সেই কথা শুনিয়া রমণী একজন ক্রীতদাসীকে কাগজ কলম কালি প্রভৃতি লিখনোপকরণ আনিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত আনিয়া দিল। রমণী এই কয়েকটী কবিতা লিখিল :—

কেন কেন বল নাথ বিদ্বেষ এমন
কোন দোষে দোষী দাসী চরণে তোমার?
দয়া ক্ষমা পাত্রী কি হে হব না কখন,
তত ভাল বাসা হায় হবে না কি আর?
তোমা বই প্রাণনাথ জানি না কাহারে
তাই কি এতেক জ্বালা দাও অবলারে?

শত্রুকুলে কি না বলে কি না রটে দোষ
তাদের রসনা হায় হলাহলময়,
শুনিয়া সে সব কথা কেন হেন রোষ?
সাচা ঝুটা বিচারণ উচিত কি নয়?
একবার বল বল কি দোষ আমার
এখনি করিব আমি তার প্রতিকার।

মন প্রাণ বাঁধা দিয়ে তোমার চরণে
এতেক সহিল যদি অবলার প্রাণ,
দয়ালু তোমারে লোকে বলিবে কেমনে
কেমনে করিবে লোকে তব যশোগান ?
ক্ষতি নাই যদি হয় আমার মরণ,
সুখেতে হউক তব দিবস যাপন।

অনন্তর রমণী পত্রিকাখানি মুড়িয়া শীল করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি সেই খানি লইয়া ওমেয়র এস্-শায়বানী-তনয় জুবেয়রের বাটীতে গেলাম। দেখিলাম তিনি মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। আমি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে জুবেয়র ফিরিয়া আসিলেন। আমি সেই যুবকের অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। নরনাথ! বলিতে কি সেরূপ মনোহর লাবণ্য যে মনুষ্যের হইতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। যুবক আমাকে দ্বারদেশে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেলেন। তিনি পরিচারকবর্গকে ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। তাহারা খুলেঙ্গপ্রদেশ নির্ম্মিত একটী মেজ পাতিয়া তদুপরি নানারূপ উপাদেয় সামগ্রী সাজাইয়া দিল। জুবেয়র বলিলেন "মহাশয় আহার করিতে উপবেশন করুন।" আমি বলিলাম "আমার একটী কার্য্য আছে তাহা সমাধা না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না।" তিনি বলিলেন সেটী কি ?" আমি রমণীর পত্রখানি প্রদান করিয়া বলিলাম "এই পত্রখানি আপনাকে প্রদান করা ও উহার উত্তর গ্রহণ করা।" তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়াই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "ইবন্-মনসুর এই পত্রের উত্তর দান ব্যতীত আপনি আমাকে যাহা বলিবেন তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" তাঁহার সেইরূপ অভদ্রতাচরণে আমি ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার বসনপ্রান্ত ধরিয়া পুনরায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "ইবন্-মনসুর!

যদিও আমি সেখানে ছিলাম না তথাপি রমণী আপনাকে কি বলিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কি বলিয়াছে বলুন দেখি।” যুবক বলিল “রমণী বলিয়াছে যে, আপনি যদি এই পত্রের উত্তর লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিবে, আর যদি উত্তর লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা হইলে পারিশ্রমিক স্বরূপ একশত স্বর্ণমুদ্রা মাত্র প্রদান করিবে।” আমি বলিলাম “ঠিক কথা, রমণী তাহাই বলিয়াছে।” যুবক বলিলেন “আসুন আমরা উপবেশন করিয়া পানাহার ও আমোদ আহ্লাদ করি রমণীর অনুরোধ রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?—আমি আপনাকে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিব।”

আমি পুনরায় উপবেশন করিলাম, পানাহার ও নানাবিধ কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিবস কাটিয়া গেল, রাত্রিকালেও নানারূপ আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। আমি বলিলাম “প্রভু! আপনার আবাসে আমোদ প্রমোদের উপকরণ সকলই আছে কিন্তু গীত বাদ্য নাই।” “বাস্তবিক কথা, অনেক দিন যাবৎ আমরা গীত বাদ্যের সহিত সুরাপান করি নাই” যুবক এই কথা বলিয়াই “এক জন ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিলেন। দাসী আসিয়া নিরূপিত স্থানে উপবেশন করিল এবং একবিংশতি প্রকার রাগ রাগিণী আলাপ করিয়া বীণার সহিত এই গীতটী গাহিল:—

যে জন জানে না কভু প্রণয় কেমন
কেমনে জানিবে বল বিচ্ছেদ মিলন।
প্রণয়ের সোজা পথে যে কভু চলে না
উঁচু নিচু বাঁকাচোরা সে জন বুঝে না।
প্রণয়ের সুখ দুঃখ না করি আস্বাদ
কত যে সেধেছি আমি প্রণয়েতে বাদ।
কত দিন নিশিযোগে নিথর বিজনে
করিয়াছি সুরাপান বসিয়া দুজনে;



কত সুখলাভ হায় করেছি অন্তরে
এখন সে মনে হলে প্রাণ যে কি করে!
কে পারে খণ্ডিতে হায় অদৃষ্ট লিখন
প্রেয়সী করিল তাহে বিচ্ছেদ ঘটন।

দাসীর গীতটী সমাপ্ত হইল। যুবক একটী চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। দাসী আমার প্রতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "শেখ! জগদীশ্বর তোমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন! আমরা এই জন্যই গীত বাদ্য করি না। প্রভুর আজিকার অস্বাস্থ্যের কারণ আপনি—এখন পার্শ্বস্থ গৃহে গিয়া শয়ন করুন, প্রাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন।" আমি অপ্রতিভ হইয়া গৃহে শয়ন করিলাম। প্রভাতে একজন ভৃত্য এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিয়া বলিল "আমাদের প্রভু আপনাকে যাহা দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনি এই তোড়াটী লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন; আর সে রমণীর নিকটে যাইবেন না—সমস্ত ভুলিয়া যাউন, মনে করুন যেন আপনি কিছুই শুনেন নাই—কিছুই জানেন না।" আমি বলিলাম "তোমার প্রভুর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

আমি দীনারপূর্ণ তোড়াটী লইয়া বাটীর বাহিরে গিয়া বিবেচনা করিলাম, রমণীর নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি তিনি কল্য হইতে আমার অপেক্ষায় আছেন; একবার না যাওয়াটা

কখনই উচিত হয় না। আমাকে গিয়া সমস্ত বলিতে হইতেছে—যদি না যাই, তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকের উপরে রমণীর অভক্তি হইয়া যাইবে। আমি রমণীর বাটীতে গেলাম, দেখিলাম তিনি আমার অপেক্ষায় যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন। যুবতী আমাকে দেখিয়া বলিলেন "ইবন্‌-মনসুর আপনি আমার কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না।" আমি বলিলাম "কে আপনাকে বলিল?" তিনি বলিলেন, "ইবন্‌-মনসুর! যাহা কিছু ঘটিয়াছিল আমি সমস্তই বলিতে পারি—আপনি যখন পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পত্রের উত্তর ভিন্ন যাহা কিছু চাহেন দিতে পারি কিন্তু উত্তর দিব না। আপনি সেই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি আপনার বসনপ্রান্ত ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন আপনি আমার অতিথি, উপবেশন করিয়া পান ভোজন ও আমোদ আহ্লাদ করুন আমি আপনাকে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। আপনি উপবেশন করিয়া পান ভোজন করিলেন, রাত্রেও নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। একটী ক্রীত দাসী এই এইরূপ একটী গান করে, প্রিয়তম সেই গীত শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" আমি সেই সকল কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, বলিলাম "আপনি এসকল জানিলেন কিরূপে?—আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?" তিনি বলিলেন "ইবন্‌-মনসুর! আপনি কি শুনেন নাই, কবিগণ বলিয়া থাকেন:—

প্রণয়ী অন্তরে আছে বিমল নয়ন
অদৃশ্য সকলি করে তাহাতে দর্শন।"

অনন্তর রমণী স্বর্গাভিমুখে চাহিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর! আমি যেমন তাঁহার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাঁহাকেও যেন এইরূপ ভোগ করিতে হয়!" রমণী আমাকে প্রতিজ্ঞাত শত মুদ্রা প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। আমি সেখান হইতে শুলতানের প্রাসাদে গেলাম, সেখানকার কার্য্যাদিও সমাধা হইল বোগ্দাদে ফিরিয়া আসিলাম।

পর বৎসর পুনরায় এল্‌-বস্রাধিপের সহিত সাক্ষাত করিবার সময় উপস্থিত হইল, বস্রায় গেলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় ঠাকুরাণী বদুরের কি হইল জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল, রমণীর প্রাসাদোদ্দেশে গেলাম। দেখিলাম বাটীর আর সে অবস্থা নাই সম্মুখের ভুমি পরিস্কৃত জলসিক্ত হইয়াছে, দাসগণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে এদিক্‌ ওদিক্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, মনে মনে ভাবিলাম হয়ত রমণী বিরহব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অন্য কোন আমীর প্রাসাটী ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া জুবেয়রের বাটীতে গেলাম। তাহার আবার বিপরীত অবস্থা, মাস্তাবাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দ্বারদেশে কেহই নাই; বাটীর মধ্যে যে কেহ বাস করে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। মনে মনে ভাবিলাম যুবকেরও মৃত্যু হইয়াছে, দুঃখের আর সীমা রহিল না; উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে এই কবিতা কয়টী পাঠ করিতে লাগিলাম :—

ঈশ হে, একবার দাও ফিরে, যারে করেছ হরণ।
আবার আমোদ করি আবার তেমন।
নয়নে সলিল ঝরে দাঁড়ালাম তব দ্বারে
একবার পুনরায় দরশন আশে।
প্রাসাদ বলিল হারে। নিজস্থানে চলে যারে
নাহি সে সুহৃদ, গেছে কৃতান্তের পাশে।

নরনাথ! আমি এইরূপে রোদন করিতেছি একজন কাফ্রী ক্রীতদাস দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিল "কে মহাশয়! আপনি এখানে এরূপ চীৎকার করিতেছেন কেন? আপনার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম "আমার একজন বন্ধু পূর্ব্বে এই প্রাসাদের অধিকারী ছিলেন, আমি তাঁহারই জন্য রোদন করিতেছি।" সে বলিল "আপনার বন্ধুর নাম কি?" আমি উত্তর দিলাম "তাঁহার নাম এশ্‌-শায়বানী ওমের-তনয় জুবেয়র।" সে বলিল "কেন তাঁহার কি হইয়াছে? তিনিত এখনও এই প্রাসাদে আছেন। তবে বদুর নাম্নী

একটী রমণীর বিচ্ছেদে তিনি জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন, এমন কি যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় তখনও তিনি পরিচারকদিগের নিকট পান ভোজন চাহিতে পারেন না।” আমি বলিলাম “একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি—জিজ্ঞাসা কর দেখি।” সে বলিল “আপনি কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? বোধশক্তিহীন জড়পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কি ফল লাভ হইবে?” আমি বলিলাম “যাহাই হউক না কেন? আমি একবার সাক্ষাৎ করিব।” দাস বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে বলিল।

আমি গিয়া দেখিলাম, যথার্থই যুবক প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় পড়িয়া আছেন। বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন উত্তরই নাই। একজন পরিচারক বলিল “প্রভু! যদি কোন রূপ পদ্য আপনার কণ্ঠস্থ থাকে তাহাই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করুন, তদ্ভিন্ন আমাদের প্রভুকে জাগাইবার আর কোন উপায় নাই।” তাহার পরামর্শানুসারে আমি এই কবিতাটী পাঠ করিলাম:—

সখা হে! আছে কি তব তেমতি ধরণ,
অথবা বদুর-প্রেমে গলিয়াছে মন?
সুখ নিদ্রাবশে নিশা কাটে কি এখন
অথবা সে শান্তি-সুখ নাহিক তেমন।
প্রেম বশে সখা তব আঁখি যদি ঝরে
স্বর্গের অনন্ত সুখ আছে তব তরে।

আমার সেই কবিতাদ্বয় শ্রবণ করিয়াই তাঁহার চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল। যুবক নয়ন উন্মীলিত করিয়া বলিলেন “ইবন্-মন্সুর ভাল আছেন ত?—আমার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।” আমি বলিলাম “প্রভু! আমার দ্বারা কি কিছু উপায় হয় না? আমি কি কোনরূপে আপনার এ দুরবস্থা দূর করিতে পারি না?” যুবক বলিলেন “আমি একখানি পত্র লিখিয়া দি আপনি বদুরের নিকট লইয়া যাউন—আপনি যদি তাহার উত্তর

জানিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব; আর যদি রমণী উত্তর না দেয়, তাহা হইলেও আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দুইশত দীনার প্রদান করিব।" আমি বলিলাম "যাহা আপনার ভাল বিবেচনা হয় করুন।" যুবক একজন দাসীকে ডাকিয়া কলম কালি ও কাগজ আনিতে বলিলেন। দাসী তৎক্ষণ সমস্ত সম্মুখে আনিয়া দিল। যুবক এই কবিতাটী লিখিলেন ঃ—

সদয় নয়ন কোণে একবার দেখ না,
প্রেম পিপাসিত জনে রাখ না লো রাখ না।
তোমার প্রণয় রস পানে প্রাণ পরবশ,
মরমে মরমে পীড়া আর প্রাণে সহে না।
তুমি না রাখিলে প্রাণ উপায় নাহিক আন,
এ বিরহে প্রেয়সীরে প্রাণ আর রহে না?

সমাপ্ত হইলে যুবক পত্রখানি শিল করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্রখানি লইয়া বদ্রুরের বাটীতে গেলাম এবং ধীরে ধীরে দ্বারের আবরণ যবনিকাটী তুলিয়া দেখিলাম, যুবতী দশজন ক্রীত দাসীর মধ্যে তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার আর সেরূপ ম্লানতা নাই—কোমল কপোলদেশে সুখশান্তির চিহ্ন স্বরূপ রক্তিমা প্রকাশিত হইয়াছে, নয়নদ্বয়ের আর সে দীন ভাব নাই। তাঁহার সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। রমণী আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "ইবন্-মনসুর! আসুন আসুন, ভাল আছেন ত?" আমি প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক যুবকের পত্রখানি প্রদান করিলাম। যুবতী সেখানি পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ইবন্-মনসুর! আমি এখনই এক খানি প্রত্যুত্তর লিখিয়া দিতেছি, আপনি তাঁহার নিকট গিয়া প্রতিশ্রুত দীনার গ্রহণ করুন।" আমি বলিলাম "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" রমণী লিখনোপকরণ লইয়া কতকগুলি কটুকাটব্য পূর্ণ কবিতা লিখিলেন। আমি সেইগুলি পাঠ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলাম "ঠাকুরাণি!

আমি এরূপ পত্র লইয়া গিয়া নরহত্যার ভাগী হইতে ইচ্ছা করি না, আপনি আর একখানি লিখুন।” রমণী আর একখানি লিখিলেন; কিন্তু সেখানি আবার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভয়ানক কঠোর হইল। আমি বলিলাম “ঠাকুরাণি! আপনি কি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন?” রমণী বলিলেন “ইবন্‌-মনস্থর! আমি যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহাতে ইহা অপেক্ষা আর কোমল লিখিতে পারি না।” আমি বলিলাম “সে কথা যথার্থ, আপনি ইহা অপেক্ষা আরও কঠোর করিয়া লিখিলেও অন্যায় হয় না; কিন্তু ক্ষমাশীলতা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ গুণ কিছুই নাই।” সেই কথা শুনিয়া যুবতীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি এই কবিতা কয়টী লিখিলেন:—

প্রতিকূল রবে নাথ! কত দিন আর,
এতদিনে কি সে দ্বেষ মেটেনি তোমার?
যদি করে থাকি দোষ চির কি রহিবে রোষ
জ্ঞানেতে জানি না আমি কি দোষ আমার।
বল বল কোন জন হিংসাবশে ক্রূর-মন
মিছা অপবাদ মম করেছে প্রচার?
প্রণয়ের সুরা পান করিয়া হৃদয় প্রাণ
মাতিয়া উঠিছে যবে নাথ হে তোমার,
তখন পার না আর দোষ দিতে অবলার
জ্ঞান হীন হয় যদি পেয়ে তার তার।

পত্রখানি সমাপ্ত হইল, আমি পাঠ করিয়া বলিলাম “ঠাকুরাণি! অতি পরিপাটি লেখা হইয়াছে। এই পত্রের দ্বারাই যুবককে প্রাণদান দিলেন।

আমি পত্রখানি লইয়া চলিলাম, রমণী পুনরায় দাসীর দ্বারা ডাকিয়া বলিলেন “ইবন্‌-মনস্থর! তাঁহাকে বলিবেন, অদ্য রাত্রে আমি স্বয়ং গিয়া সাক্ষাৎ করিব।” সেই কথায় আমি আরও আনন্দিত হইয়া জুবেয়রের

নিকট গেলাম; তিনি আমার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া ছিলেন। পত্রখানি হস্তে প্রদান করিলাম; যুবক পাঠ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকালের পর তাঁহার চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে উঠিয়া বলিলেন "ইবন্‌-মনসুর! যথার্থই কি প্রিয়তমা স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়াছেন? পত্রখানিতে কি তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শ হইয়াছিল?" আমি বলিলাম "প্রভু! হস্ত দ্বারা নহেত কি লোকে পদ দ্বারা লিখিতে পারে?" আমার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বহির্দ্দেশে রমণীকরকঙ্কণের শব্দ শ্রবণ-গোচর হইল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরাণী বন্ধুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তমাকে দেখিয়াই যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লাম যেমন আলিফ বর্ণে সংযুক্ত হয় * তেমনি যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রোগ তাপ ও দৌর্ব্বল্য শরীর হইতে এককালে বিদূরিত হইল। যুবক উপবেশন করিলেন, কিন্তু রমণী যেরূপ দাঁড়াইয়াছিলেন সেইরূপেই রহিলেন; আমি বলিলাম "ঠাকুরাণি! আসন গ্রহণ করুন।" তিনি বলিলেন "ইবন্‌-মনসুর, আমাদের পরস্পর যে বন্দোবস্ত আছে তাহা না হইলে উপবেশন করিতেছি না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে বন্দোবস্ত কি? প্রণয়ীদিগের গুপ্তকথা কি সকলেই জানিতে পারে?" রমণী এই কথা বলিয়াই যুবকের কাণে কাণে কি বলিলেন। অমনি যুবক উঠিয়া একজন ক্রীতদাসকে কি আদেশ করিলেন, সে চলিয়া গেল। ক্ষণমধ্যেই কাজী ও দুইজন সাক্ষী আসিয়া উপস্থিত হইল। জুবেয়র লক্ষ দীনার পূর্ণ একটী তোড়া আনিয়া বলিলেন "কাজী, আমাদের বৈবাহিক পত্র প্রস্তুত কর, আমি এই মুদ্রাগুলি রমণীকে পণ দিতেছি।" কাজী রমণীর দিকে চাহিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আপনি বলুন, বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম।" রমণী সম্মতি প্রকাশ করিলেন; কাজী বিবাহ-চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল। রমণী দীনার পূর্ণ থলিয়াটী খুলিয়া তন্মধ্য হইতে কতকগুলি মুদ্রা কাজী ও সাক্ষীদিগকে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট প্রিয়তমকে ফিরাইয়া দিলেন। কাজী ও সাক্ষীদ্বয় পর্য্যাপ্ত পারিশ্রমিক পাইয়া প্রীতমনে চলিয়া গেল।

* লাম ও আলিফ এই দুই পারসীক বর্ণ একত্র হইলে নিম্নদেশ-সংযুক্ত দুইটী বাহুরেখার ন্যায় দেখায় তাহাকে লাম্‌'লফ বলে।

রজনীর প্রায় অর্দ্ধাধিক সময় আমি তাঁহাদের সহিত বসিয়া রহিলাম। পরে মনে মনে ভাবিলাম, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রণয়ীদ্বয় একত্রিত হইয়াছেন আমার আর সেখানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে; উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঠাকুরাণী বদুর আমার বসনপ্রান্ত ধরিয়া বলিলেন "আপনার আবার মনে কি উদয় হইল, উঠিলেন যে?" আমি সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন "উপবেশন করুন, যখন আমরা নির্জ্জন হইতে ইচ্ছা করিব, তখন কি বলিতে পারিব না?" কাজে কাজেই আমি পুনরায় উপবেশন করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়া গেল, রমণী বলিলেন "ইবন্-মনস্থর আর আপনাকে বৃথা জাগাইয়া রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া উচিত হয় না, আপনি পার্শ্বস্থ গৃহে গিয়া শয়ন করুন।" আমি উঠিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলাম। নিদ্রা ভাঙ্গিলে একজন পরিচারক পাত্রপূর্ণ জল আনিয়া দিল। আমি মুখহস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নমাজ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলাম। ক্ষণকালের মধ্যেই প্রণয়ীদ্বয় প্রাসাদস্থ হাম্মামে স্নানাদি সমাধা করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদের নিরাপদ-সম্মিলনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "যাহার প্রথমে দুঃখভোগ হয়, তাহার শেষভাগ প্রায়ই সুখময় হইয়া থাকে।" যুবক বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন! আপনিই আমাদের এ সুখের নিদান—আপনার গুণের যথোচিত পুরস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য।" তিনি এই কথা বলিয়াই ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া তিন সহস্র দীনার আনিতে আদেশ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিল। জুবেয়র বলিলেন "ইবন্-মনস্থর এই যৎসামান্য পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।" আমি বলিলাম "বদুর ঠাকুরাণীর প্রণয়-ব্যাকুলতার সহিত আপনার সেই কঠোর ভাবের বিনিময় হইল কিরূপে তাহা না বলিলে আমি কিছুই গ্রহণ করিতেছি না।" যুবক বলিলেন "নববার্ষিক* উৎসবের দিন আমাদের দেশের সকলেই নৌকারোহণে নদীর উপর আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। গত উৎসবের দিন আমি সঙ্গীদিগের সহিত নৌকারোহণে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, প্রিয়তমা দশজন ক্রীতদাসীর

* নওরোজ উৎসব।

সহিত একখানি নৌকায় বসিয়া বীণার স্বরের সহিত গীত গাহিতেছেন। প্রথমে বদুর একাদশটী রাগ রাগিণী আলাপ করিয়া প্রথম স্বরে এই গীতটী গাহিলেন ঃ—

"আমার হৃদয়ে হায় দহিছে যে দহন
জ্বলন্ত অগিনি কোথা? নহে তার মতন।
এতেও কি দয়া নাথ! হবেনাক হবে না
আমা তরে তব আঁখি বহে না বহে না?
পাষাণে গড়িল বিধি তোমার ও হৃদয়
না হলে কেমনে নাথ! তুমি এত নিদয়,
কুসুম-কোমল দেহে এ কঠিন পাষাণে
রাখিলি কেমনে বিধি কোন্ বিধি বিধানে?

গীতটী বড়ই মিষ্ট লাগিল, আমি পুনরায় গাহিতে বলিলাম। কিন্তু বদুর গাহিলেন না, মনে মনে বড়ই ক্রোধ হইল, সঙ্গীদিগকে বদুরের নৌকার উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে বলিলাম। নৌকায় অনেক কমলালেবু ছিল তাহারা তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। ক্রমে আমাদের উৎপাতে বদুরের নৌকাখানি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমরা লেবু ছুড়িতে নিবৃত্ত হইলাম। বদুরের নৌকা চলিয়া গেল, কিন্তু সেই হইতেই আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পূর্ব্বের কঠোরতা দূর হইল। এই আমাদের মানসিক অবস্থা বিনিময়ের কারণ।" নরনাথ! আমি তাহাদের পুনর্ম্মিলনে আনন্দ প্রকাশ করিলাম এবং দীনারের তোড়াটী লইয়া বিদায় হইলাম।"

ইবন্-মন্সুরের কথিত আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া খলীফের হৃদয়ের অশান্তি বিদূরিত হইল। তিনি পরম প্রীত হইয়া পানসহচরকে বিদায় দিলেন।

ঐন্দ্রজালিক অশ্ব।

পূর্ব্বকালে পারস্যদেশে একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পূর্ণচন্দ্রোপম তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে দুইটী মহোৎসব করিতেন, প্রথম নববর্ষোৎসব* দ্বিতীয় শারদীয় সমরাত্রিন্দিবোৎসব*। এই দুই উৎসবের সময় তিনি সকলকে পারিতোষিক প্রদান করিতেন, রাজকর্ম্মচারীদিগের পদবৃদ্ধি করিতেন এবং প্রজাকুলের নির্ভয় ঘোষণা করিয়া দিতেন। সেই দিন প্রজাগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদানার্থ আসিত এবং তিনি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগের যথোচিত পূজা করিতেন। একবার উৎসব সময়ে নরপতি সিংহাসনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তিন জন পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতদিগের একজনের সঙ্গে, একটী স্বর্ণময় ময়ূর দ্বিতীয়ের সহিত একটী পিত্তলময় ভেরি ও অপরের সহিত একটী হস্তীদন্ত ও আবলুস নির্ম্মিত ঘোটক ছিল। নরপতি বলিলেন "তোমাদের এসকল দ্রব্যের গুণ কি এবং ব্যবহারই বা কিরূপে করিতে হয়? যে ব্যক্তি ময়ূর আনিয়াছিল সে বলিল "এই ময়ূরটীর দ্বারা সময় নিরূপণ হয়—কি রাত্রি কি দিন এক এক ঘণ্টা অন্তর ময়ূরটী পাখা ঝাড়িতে ও ডাকিতে থাকে।" যাহার হস্তে পিত্তলময় ভেরি ছিল সে বলিল "প্রভু এই ভেরির দ্বারা শত্রু বা শত্রুপক্ষীয় কোন লোক নগরে প্রবেশ করিতেছে কি না জানা যায়। ইহা তোরণোপরি ঝুলাইয়া রাখিলে শত্রুপক্ষীয় কেহ প্রবেশ করিবামাত্র বাজিতে থাকিবে।" তৃতীয় বলিল "রাজন্ আমার এই অশ্বে আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা যাওয়া যায়।" নরপতি বলিলেন "তোমাদের দ্রব্যগুলির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা না করিয়া পারিতোষিক প্রদান করিতে পারি না।" অনন্তর তিনি একে একে ময়ূর ও ভেরি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই পণ্ডিতদিগের কথা সত্য; বলিলেন "তোমরা

* পরিশিষ্ট দেখ।

কি প্রার্থনা কর, বল।" তাহারা বলিল "আমাদের দুইজনকে দুইটী কন্যা সম্প্রদান করুন। নরপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে জামাতা রূপে বরণ করিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক বলিল "নরনাথ! আমার অশ্বটী পরীক্ষা করিয়া আমাকেও প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের ন্যায় পারিতোষিক প্রদান করুন।" সভামধ্যে রাজপুত্র বসিয়াছিলেন, তিনি পিতার সম্মুখে গিয়া বলিলেন "পিতঃ! যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া পরীক্ষা করি।" নরপতি বলিলেন "ভাল, তুমিই পরীক্ষা কর।"

কুমার অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু একপদও নড়িল না। তিনি পণ্ডিতকে বলিলেন "কৈ তোমার ঘোড়া চলে কই?" পণ্ডিত অশ্বগাত্রে একটী বোতামের ন্যায় পদার্থ দেখাইয়া বলিল "এইটী ঘুরাইয়া দিউন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন।" কুমার বোতামটী ঘুরাইয়া দিলেন, অমনি অশ্বটা তাঁহাকে লইয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইল। কুমার ক্রমে এতদূর উঠিলেন যে নিম্নস্থ পদার্থ সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন তাঁহার মনে মহাভয় উপস্থিত হইল বলিলেন, "এ লোকটা আমাকে বিনাশ করিবার জন্যই কৌশলে অশ্বটা নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহা হউক ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই।" অনন্তর তিনি ঘোড়াটীর গাত্রস্থ সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অনেক খুঁজিলেন কিন্তু স্কন্ধদেশের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী বোতামের ন্যায় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কুমার দক্ষিণদিগের বোতামটী ঘুরাইয়া দিলেন, অশ্ব, আরও অধিকতর বেগে আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল। বামদিকের বোতামটী ঘুরাইলেন; বেগ কমিয়া আসিল, অশ্ব ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে চলিল। রাজকুমার এইরূপে অশ্বটী চালাইবার সঙ্কেত জ্ঞাত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধারের জন্য জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বটী পৃথিবী হইতে বহুদূরে উঠিয়াছিল সুতরাং ভূভাগের নিকটস্থ হইতে প্রায় সমস্ত দিবস লাগিল। কুমার অশ্বকে আপনার ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন এবং দুইটী বোতামের সাহায্যে কখন উঠিতে ও কখন নামিতে লাগিলেন।



কুমার অপরিচিত দেশ, নগর ও প্রান্তর প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা মনোহর নগর নয়নগোচর হইল। নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নাম কি এবং কোন দেশে স্থাপিত তাহা জানিতে ইচ্ছা হইল তিনি একবার নগরটীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এত স্থান দেখিলাম কিন্তু এরূপ মনোহর প্রদেশ আর কোথাও দেখি নাই, বিশেষত দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। অদ্য এই নগরী মধ্যেই রাত্রিযাপন করিয়া কল্য প্রাতে বাটীতে ফিরিয়া যাইব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজতনয় যেখানে নিরাপদে নামিতে পারিবেন অথচ কেহই তাঁহাকে বা তাঁহার অশ্বকে দেখিতে পাইবে না এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা উচ্চ প্রাচির বেষ্টিত সৌধ-শিখর দেখা গেল। কুমার সেইখানেই অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন।

রাজতনয় প্রাসাদ-শিখরে অবতীর্ণ হইয়াই অশ্বটীর চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন "যিনি এই অদ্ভুত অশ্ব প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি যথার্থই পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত পাত্র; কল্য বাটীতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিব।" অনন্তর তিনি প্রাসাদবাসীরা যতক্ষণ নিদ্রা না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করিবার ইচ্ছায় সেইখানেই বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল যুবকের ক্ষুধা তৃষ্ণাও প্রবল হইয়া উঠিল; মনে মনে ভাবিলেন, এত বড় প্রাসাদে যে ভোজ্য পানীয় কিছুই নাই তাহা কখনই হইতে পারে না—লোকেরাও সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে, এইবেলা অন্বেষণ করিয়া আনি। কুমার অশ্বটী সেইখানেই রাখিয়া সোপান-শ্রেণী দিয়া নিম্নে নামিয়া গেলেন। নিম্নে জনমানবের চিহ্নমাত্রও নাই; সেরূপ মনোহর প্রাসাদটীকে এককালে নির্জ্জন দেখিয়া রাজতনয় একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কুমার কোন্ দিকে যাইবেন দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, সহসা একটী আলোক দেখা গেল। দেখিলেন কতকগুলি স্ত্রীলোক সেই দিকে আসিতেছে; তাহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় একটী মনোহারিণী যুবতী আছেন। এই যুবতীই সেই নগরীর অধিপতির কন্যা। তাঁহার পিতা স্নেহবশে তাঁহার জন্য সেই প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যখন রাজতনয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই দাসীগণের সহিত সেইখানে আসিতেন এবং দুই এক দিন সেইখানে থাকিয়া পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রেই তাঁহার সেই প্রাসাদে যাইতে ইচ্ছা হইল। যুবতী দাসীগণ ও একজন সশস্ত্র খোজার সহিত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকাগণ গৃহসজ্জা সকল সাজাইয়া দিয়া ধূপদানে সুগন্ধ দ্রব্য দগ্ধ করিতে লাগিল। রাজতনয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, নানারূপ গীত বাদ্য ও আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। রাজতনয় এই অবকাশে হঠাৎ খোজাকে আক্রমণ করিলেন এবং ভূতলে ফেলিয়া দিয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। খোজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল; কুমার দ্রুতপদে রমণীগণের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। দাসীগণ হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রাজতনয়া যুবকের মনোহর রূপ লাবণ্য দেখিয়া বলিলেন

"বোধ হয় আপনিই আমার পাণিগ্রহণাভিলাষে আবেদন করিয়াছিলেন, আমার পিতা আপনাকে কুশ্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন—আপনার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই।"

সেইদিনই ভারত-রাজতনয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থ আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু নরপতি তাঁহাকে নিতান্ত কুরূপ বলিয়া সম্মত হয়েন নাই। যুবতী মনে করিলেন বুঝি এই যুবকই তাঁহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী ভারত-রাজপুত্র সুতরাং পিতাকে নিন্দা করিতে করিতে যুবককে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসাইলেন। দাসী ও পরিচারিকাগণ বলিল "ঠাকুরাণি! ইনি আপনার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করেন নাই, যিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় ভীষণাকার পুরুষ আর দ্বিতীয় দেখি নাই। যাহা হউক ইনি অতি রূপবান্ পুরুষ, যথার্থই আপনার উপযুক্ত।" অনন্তর দাসীগণ খোজার মূর্চ্ছা অপনোদন করিল; খোজা উঠিয়া অস্ত্রশস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। রমণীগণ বলিল "যিনি তোমার তরবারি কাড়িয়া লইয়াছেন, তিনি রাজনন্দিনীর সহিত একত্র বসিয়া আছেন দেখগে যাও।" নরপতি খোজাকে কন্যার রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সেই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্যাপার কি দেখিতে গেল। দেখিল, যথার্থই রাজতনয়া একজন অপরিচিত যুবকের সহিত বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন। সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু! আপনি নরযোনি কি জিনী?" রাজপুত্র বলিলেন "কি পামর! তুই কিস্রাস-রাজতনয়কে নিধর্ম্মী ভূত বলিতেছিস?—আমি তোদের রাজার জামাতা, নরপতি আমার সহিত তনয়ার বিবাহ দিয়াছেন।" খোজা বলিল "যদি আপনি মানব হয়েন, তাহা হইলে যথার্থই আমাদের রাজতনয়ার উপযুক্ত পাত্র।"

খোজা ভয়ে সেখানে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া নরপতির নিকটে গিয়া নিজ মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" সে বলিল "রাজন্ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আপনার তনয়াকে ভূতে পাইয়াছে। একটা জিন নরাকার ধারণ করিয়া রাজতনয়ার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে।" নরপতি সেই কথা শুনিয়া একেবারে জলিয়া গেলেন, বলিলেন "সে কি, তবে তোকে আমি

কি জন্য কন্যার রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছি?" একবার মনে করিলেন খোজার শিরশ্ছেদন করিবেন, আবার ভাবিলেন, তাহাতে ফল কি? দ্রুতপদে ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন। কন্যার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দাসীগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কন্যার কি হইয়াছে?" তাহারা বলিল "প্রভু! আমরা রাজনতয়ার সহিত বসিয়া আছি, এমন সময় একজন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর যুবক নগ্ন তরবারি হস্তে আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আপনি তাঁহার সহিত রাজতনয়ার বিবাহ দিয়াছেন। নরনাথ! আমরা ইহা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। তিনি জিনী কি মানব তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহার আচার ব্যবহারে মহৎবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হইল; তিনি অভদ্রজনোচিত কোন কার্য্যই করেন নাই।" সেই কথা শুনিয়া নরপতির ক্রোধ কতক শান্ত হইল; তিনি কন্যাকে দেখিতে গেলেন।

নরপতি কন্যার গৃহের যবনিকা উত্তোলন করিয়াই, রাজতনয়কে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে, ঝড়ের ন্যায় প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনিই কি তোমার পিতা?" রাজতনয়া উত্তর দিলেন "হাঁ ইনিই আমার জনক।" রাজপুত্র দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তরবারি উন্মুক্ত করিয়া নরপতিকে আক্রমণ করিতে গেলেন! যুবক অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ, সুতরাং নরপতি ভয় পাইয়া নিজ তরবারি খানি কোষ মধ্যে স্থাপন করিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি ভূত না মানব?" রাজতনয় বলিলেন "যদি তোমার কন্যার খাতির না রাখিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণে তোমার রক্তে গৃহতল রঞ্জিত হইয়া যাইত। আমি কিস্রাস-রাজতনয়—তুমি আমাকে ভূত বলিতে সাহসী হইলে? তুমি জান, আমি ইচ্ছা করিলে তোমার সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি।" সেইকথা শুনিয়া নরপতি আরও ভীত হইয়া বলিলেন "যথার্থই যদি তুমি রাজপুত্র হও, তাহা হইলে তোমার এ কিরূপ আচরণ?—তুমি অনায়াসে আমার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলে কিরূপে; কিরূপেইবা মিথ্যা করিয়া আমার জামাতা বলিয়া পরিচয় দিলে? তুমি জান, কত কত রাজা ও রাজপুত্র আমার কন্যার পাণি-

গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি এখন আমার বাটীর মধ্যে আছ, আমি যদি একবার কয়েকজন ক্রীতদাসকে আহ্বান করি, তাহা হইলেই তোমাকে এখনই প্রাণ হারাইতে হয়—কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারে না।"

নরপতির সেই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন "আপনার অজ্ঞানতায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি—আপনি কি কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমার অপেক্ষা সৎপাত্র পাইবেন, আমার ন্যায় সাহসী বীর ও রূপবান যুবক কয়টী দেখিয়াছেন?" নরপতি বলিলেন "সে কথা যথার্থ, কিন্তু তোমাকেত গোপনে কন্যাদান করিতে পারি না, তাহা হইলে আমার বংশে মহা কলঙ্ক হইবে। তুমি সর্ব্বসমক্ষে আমার কন্যার পাণিগ্রহণার্থ আবেদন কর, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে কন্যাদান করিব।" রাজপুত্র বলিলেন "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন,—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেরূপ আপনি বলিলেন, সেই রূপে যদি লোকজন ডাকিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিতে হয়, তাহা হইলে কি আপনার কলঙ্ক হইবে না?—কত লোকে কত কথা বলিবে, প্রজাগণ বিভিন্ন-মত হইয়া যাইবে, কেহই আপনার কথা বিশ্বাস করিবে না। আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে।" নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তোমার ইচ্ছা প্রস্তাব কর।" রাজপুত্র বলিলেন "হয় আপনাতে আমাতে দ্বৈরথ যুদ্ধ করি, তাহাতে পরাজিত হই, সমস্তই মিটিয়া গেল অথবা আপনার সমস্ত সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করি। আপনার কত সৈন্য আছে?" নরপতি বলিলেন "আমার চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও তদ্ব্যতিরেকে প্রায় ততগুলি ক্রীতদাস প্রভৃতি আছে।" রাজপুত্র বলিলেন "ভালই হইয়াছে, তাহাদের বলুন, একজন যুবক আমার কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া সমবেত সৈন্যগণের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি যদি তোমাদিগকে জয় করিতে পারেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে জামাতা করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান হউক আমিও রণবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। এই যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলেত আর কোন কথাই নাই—সমস্ত আপদই চুকিয়া গেল, কেহই এসকল কথা

জানিতে পারিবেন না; আর যদি জয় লাভ করি তাহা হইলে আপনিও আমাকে জামাতা করিতে লজ্জিত হইবেন না।”

নরপতি তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন; যুবকের সেইরূপ সাহস দেখিয়া মনে মনে ভয়ও হইল। খোজার দ্বারা উজীরকে সৈন্যসংগ্রহ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। উজীর বাজাজ্ঞায় সমস্ত সৈন্য সামন্ত একত্রিত করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আজ্ঞা দিল। রজনী প্রভাত হইলে নরপতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সৈনিক পুরুষগণকে সশস্ত্র অশ্বারোহণে রণাঙ্গনে দাঁড়াইতে বলিলেন এবং একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব আনাইয়া রাজপুত্রকে বলিলেন “এখন আপনি এই অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।” কুমার বলিলেন “অগ্রে আমি আপনার সৈন্য সামন্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।” নরপতি যুবককে সৈন্যদিগের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন “বীরগণ এই যুবকটী আমার কন্যার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী; ইনি তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীলাভ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব রণে প্রবৃত্ত হইলে যুবককে সুতীক্ষ্ণ বর্শার অগ্রে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।” অনন্তর তিনি যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “বৎস, এইত আমার সমস্ত যোদ্ধা উপস্থিত রহিয়াছে, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা কর।” যুবক বলিলেন “রাজন্ সকল বিষয়েই সুবিচার করা উচিত, আপনার সৈনিকগণ সকলেই অশ্বারূঢ় আমি পদব্রজে উঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব কিরূপে?” নরপতি বলিলেন “কেন, আমিত তোমাকে অশ্বারোহণ করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তুমি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে।” কুমার বলিলেন “আপনার অশ্বসকলের মধ্যে আমার একটীও মনোনীত হইতেছে না। আমি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাই আনয়ন করিতে বলুন।” নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার সে অশ্ব কোথায় আছে?” রাজতনয় বলিলেন “আপনার প্রাসাদশিখরে আছে।” নরপতি সেই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন “সে কি, তাহা কি কখন হইতে পারে। অশ্ব কি কখন প্রাসাদ-শিখরে উঠিতে পারে?—তুমি কি বাতুল? যাহা হউক তুমি যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক তাহা হইলে এখনই তাহার প্রতিফল পাইবে।” তিনি এই কথা বলিয়াই রাজপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “তোমরা আমার প্রাসাদের উপরে যাহা আছে আনয়ন কর।” রাজতনয়ের কথা

শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল "ঘোড়া কি কখন ছাতে উঠিতে পারে?—ঘোড়ায় ছাতে উঠে একথা ত আমরা এই নূতন শুনিলাম।" রাজপুরুষগণ প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া দেখিল, যথার্থই একটা অশ্ব রহিয়াছে, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল; সেটা বাস্তবিক অশ্ব নহে হস্তীদন্ত ও আবলুস নির্ম্মিত পুত্তলিকা মাত্র। সকলে হাসিয়া উঠিল; বলিল "যুবক এই অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবে? নিশ্চয়ই সে পাগল। যাহা হউক কি হয় এখনই দেখা যাইবে; লোকটার কোন অমানুষিক গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে।" রাজপুরুষগণ ধরাধরি করিয়া অশ্বটীকে নামাইয়া আনিল। দর্শকগণ অশ্বের গঠনপারিপাট্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। নরপতি কুমারকে বলিলেন "এই কি তোমার অশ্ব?" যুবক বলিলেন "হাঁ এইটী আমার অশ্ব। দেখুন আমি এখনই ইহাতে আরোহণ করিয়া অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করি।" নরপতি বলিলেন "তবে আরোহণ কর, আর বিলম্ব করিতেছ কেন?" কুমার বলিলেন "অগ্রে সৈনিকপুরুষদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে বলুন তৎপরে আমি অশ্বে আরোহণ করিতেছি।" নরপতি যোদ্ধা-গণকে রণক্ষেত্রান্তর পথ সরিয়া যাইতে বলিলেন।

কুমার বলিলেন "নরনাথ, এখন আমি অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার সৈন্যগণকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি দেখুন।" নরপতি বলিলেন "স্বচ্ছন্দে, কাহারও প্রতি তোমার দয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সৈনিক-গণ কেহই তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না।" কুমার অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। সৈনিকগণ বলিতে লাগিল, "এইবার যুবককে তীক্ষ্ণ বর্শাগ্রে গ্রহণ করিব; কাহার সাধ্য কে রক্ষা করে।" একজন বলিল "আহা এরূপ সুন্দর যুবককে বিনাদোষে বিনাশ করিব কিরূপে?" অপর একজন বলিল "ওহে বাপু মুখের কথা বলিলেই হয় না। লোকটা যে এতগুলা বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, অবশ্যই উহার কোন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।" সৈনিকগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতে থাকুক, রাজতনয় অশ্বে আরোহণ করিয়াই যে বোতামটী ঘুরাইয়া দিলে অশ্ব আকাশে উঠিয়া যায় সেইটী ঘুরাইয়া দিলেন। প্রথমে অশ্বটা বায়ুপূর্ণ হইল,



তৎপরে এককালে বায়ুবেগে শূন্যমার্গে উঠিয়া গেল। নরপতি সেই ব্যাপার দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন "ধর ধর পাপিষ্ঠ পালাইয়া যায়।" উজীর-গণ বলিল, "প্রভু! শূন্যমার্গে উড্ডীন পক্ষীকে কি কেহ ধরিতে পারে? যুবক ঐন্দ্রজালিক—আপনি যে ভালয় ভালয় উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।"

নরপতি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং কন্যার নিকটে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। রাজকন্যা পিতার কোন প্রবোধ বাক্যই শুনিলেন না। যুবকের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া এককালে শয্যাগত হইল। নরপতি কন্যার সেইরূপ অবস্থায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কন্যার স্বাস্থ্যলাভের জন্য কত কত উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজতনয়ার সে অবস্থা বিদূরিত হইল না। যুবতী প্রিয়তম-বিরহে পানাহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। নরপতি কন্যাকে লইয়া ঘোর বিপদে পড়িলেন।

এদিকে রাজতনয় আকাশমার্গে উঠিয়া কেবল রমণীর রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজপুরুষদিগের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন নগরীর নাম 'সানা'; তিনি তাহাই স্মরণ করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। সেই অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক বাহন শীঘ্রই তাঁহাকে পিতৃভবনে আনিয়া দিল। কুমার প্রাসাদ-শিখরে নামিলেন এবং অশ্বটীকে সেই-খানেই রাখিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। নরপতি পুত্র-হারা হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন কুমারকে দেখিয়াই পরম

আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। কুমার সর্ব্ব প্রথমেই সেই অশ্বনির্ম্মাতা পণ্ডিতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নরপতি বলিলেন "সে হতভাগা উৎসন্ন যাউক—সে-ই তোমাকে হারাইবার কারণ; আমি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" কুমার পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিয়া উচিত সম্মাননা করিতে অনুরোধ করিলেন। নরপতি পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কারারুদ্ধ পণ্ডিতকে সসম্মানে তথায় আনয়ন করিলেন। নরপতি তাঁহাকে সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করিয়া যথোচিত পূজা করিলেন, কিন্তু কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন না। অভীষ্ট লাভ করিতে না পারিয়া পণ্ডিতের মনে মনে মহাক্রোধের উদয় হইল। নরপতি-তনয় যে, অশ্বটী চালাইবার সমস্ত কৌশল জানিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য সে মনে মনে মহাদুঃখিত হইল। নরপতি পুত্রকে বলিলেন "বৎস! তুমি আর অশ্বটী আরোহণ করিতে চেষ্টা করিও না—ও পাপের নিকটেও যাইও না। তুমি উহা চালাইবার সমস্ত কৌশল জান না, কি জানি কোনরূপ বিপদে পড়িলে আর উদ্ধারের উপায় নাই।" কুমার যেরূপে সানা-নরপতি-তনয়াকে দেখিতে পান, সানা-নরপতির সহিত যে যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, যেরূপ কৌশলে পালাইয়া আসেন সমস্তই পিতার নিকট বর্ণন করিলেন। নরপতি বলিলেন "দেখ দেখি তুমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছিলে, যদি তথাকার রাজা তোমাকে বিনাশ করিত তাহা হইলে কি হইত?"

অনন্তর পিতাপুত্রে একত্র পানাহার করিতে বসিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে একটী মনোহারিণী ক্রীতদাসী বীণা বাজাইয়া এই গীতটী গাহিল:—

আঁখির অন্তরে থাকি তোমারে অন্তরে রাখি,
ভুলিব তোমারে যদি কি রবে স্মরণ?
দিবস রজনী যায় প্রণয়ে কি ক্ষতি তায়
এখানে না হয়, হবে স্বরগে মিলন।

অমনি রাজতনয়ের হৃদয়ে সানা-নরপতিতনয়ার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী উদিত হইল। তিনি উঠিয়া প্রাসাদ-শিখরে গেলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া

শূন্যমার্গে উত্থিত হইলেন। প্রভাতে নরপতি পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন, প্রাসাদশিখরে উঠিয়া দেখিলেন অশ্বটা নাই, বুঝিলেন পুত্র পুনরায় অশ্বারোহণে সানা নগরে গিয়াছে; মনে মনে বলিলেন "আল্লার দোহাই এবারে কুমার ফিরিয়া আসিলে নিশ্চয়ই ঘোড়াটা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" অনন্তর তিনি পুত্রবিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতিতনয় অশ্বের সাহায্যে একেবারে সানা-নরপতিতনয়ার প্রাসাদোপরি উপনীত হইলেন এবং নিঃশব্দপদসঞ্চারে নামিয়া গিয়া যে গৃহে রমণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই গৃহে গেলেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কি দাস দাসী কি খোজা কেহই নাই; কুমারের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল; তিনি অপরাপর গৃহ-গুলি অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে একটী গৃহমধ্যে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন রাজতনয়া বিরহ-ব্যথায় শয্যা-শায়িনী হইয়া আছেন, তাঁহার পরিচারিকাগণ চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। রমণী সহসা প্রিয়তম কণ্ঠস্বর শুনিয়াই উঠিয়া বসিলেন এবং প্রেমভরে রাজতনয়কে আলিঙ্গন করিলেন। কুমার বলিলেন "ঠাকুরাণি! আপনার বিরহে কিরূপ উৎ-কণ্ঠিত ছিলাম তাহা আমিই জানি।" যুবতী বলিলেন "প্রভু,আপনিত আমার অবস্থা দেখিতেছেন; যদি আপনার দেখা না পাইতাম তাহাহইলে শীঘ্রই আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত। কুমার বলিলেন "তোমার পিতার সহিত আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তুমি কি বিবেচনা কর? আমি যদি তোমাকে না ভালবাসিতাম তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতাম। তোমাকে ভালবাসি এবং তিনি তোমার পিতা বলিয়া তাঁহাকেও ভালবাসি, সেই জন্য তিনি আমার হস্তে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।" রাজতনয়া বলিলেন "প্রিয়তম! আবার ত আপনি চলিয়া যাইবেন, তাহা হইলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" কুমার বলিলেন "তুমি কি আমার পরামর্শ শুনিবে?" রমণী উত্তর দিলেন "আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।" কুমার অশ্বের সাহায্যে



প্রিয়তমাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন; রমণী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

কুমার প্রিয়তমাকে প্রাসাদশিখরে লইয়া গেলেন এবং স্বয়ং অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া রাজকন্যাকে পশ্চাতে বসাইয়া বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে আপনার সহিত বাঁধিয়া লইলেন। সমস্ত ঠিক হইল, নরপতিতনয় আকাশে উড্ডীন হইবার বোতামটী ঘুরাইয়া দিলেন। প্রণয়ীদ্বয় বেগে উড়িয়া চলিলেন। ক্রীতদাসীগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং দ্রুত নরপতিকে সম্বাদ দিতে গেল। রাজা ও রাণী উভয়েই দ্রুতপদে প্রাসাদ-শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আ! কুমার রাজকন্যাকে লইয়া বহুদূরে উঠিয়া গিয়াছেন। নরপতি নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "রাজতনয়! আল্লার দোহাই কন্যাকে এরূপে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইও না—যদি আমার উপর দয়া না হয় রাজ্ঞীর প্রতি সদয় হইয়া কন্যাকে ফিরাইয়া দাও।" কুমার শুনিতে পাইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর দিলেন না। পিতার সেইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া রাজকন্যার হৃদয় ব্যথিত হইল—নয়নদ্বয়

হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুও বিগলিত হইল। রাজতনয় জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়তমে! পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাইবে, কি আমি তোমাকে নিজ দেশে লইয়া যাইব—আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে ইচ্ছা করি না।" রমণী বলিল "নাথ, আপনি যেখানে যাইবেন আমি সেই খানেই যাইব—আপনার জন্য আমি জগতের সমস্তই ত্যাগ করিতে পারি।" যুবক প্রিয়তমার সেই কথা শুনিয়া আনন্দিতমনে ধীরবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ঝরণাযুক্ত একটী মনোহর মাঠ নয়নগোচর হইল। প্রণয়ীদ্বয় সেইখানে অবতীর্ণ হইয়া পানভোজন করিলেন এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে চলিলেন। আর কোথাও নামিতে হইল না, রাজতনয় এককালেই পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। প্রিয়তমাকে মহাসমারোহে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন ও তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইবেন এই মনে করিয়া কুমার একটী রাজোদ্যানে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রিয়তমাকে তন্মধ্যস্থ গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন "তুমি এইখানে থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ অশ্বটী চৌকী দাও, আমি পিতার নিকটে গিয়া তোমার থাকিবার জন্য একটী প্রাসাদ সাজাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লোকজন পাঠাইয়া দিতেছি।" সানা-রাজনতয়া গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ঐন্দ্রজালিক অশ্বটী দ্বারদেশে রহিল; কুমার পিতার নিকট গেলেন।

নরপতি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজতনয় পিতাকে বলিলেন "পিতঃ, আমি সানা-রাজতনয়াকে আনিয়াছি, তিনি নগরপ্রান্তস্থ উদ্যানে আছেন। আমি তাঁহাকে আপনার অসীম প্রতাপ ও বিভব দেখাইতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি তাঁহাকে সমারোহের সহিত প্রাসাদে আনয়ন করুন।" নরপতি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষদিগকে সমস্ত নগরী সাজাইতে বলিলেন এবং পুত্রবধূর অভ্যর্থনার্থ সমস্ত সৈন্য সামন্ত একত্রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। কর্ম্মচারীগণ তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।

এদিকে কুমার রাজপুত্রীকে উদ্যানে রাখিয়া চলিয়া যাইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই অশ্ব-নির্ম্মাতা পণ্ডিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ সংগ্রহার্থ

উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার নাসিকারন্ধ্রে অপূর্ব্ব সুগন্ধ প্রবিষ্ট হইল। পণ্ডিত সেইরূপ অনাঘ্রাতপূর্ব্ব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, এবং কোথা হইতে তাহা আসিতেছে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। কতকদূর গিয়াই দেখিল উদ্যান-মধ্যস্থ একটী গৃহের দ্বারদেশে তাহারই সেই ঘোড়াটী রহিয়াছে। সে একে-বারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল; অশ্বটী হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় তাহার বড়ই দুঃখ হইয়াছিল, এখন তাহা নির্জ্জন-প্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া লইয়া পলায়ন করিতে মনস্থ করিল। সে একবার অশ্বটীর নিকটে গিয়া চতুর্দ্দিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সেটীর কিছুই নষ্ট হয় নাই সমস্তই পূর্ব্ববৎ আছে—আনন্দিত হৃদয়ে উঠিয়া বসিতে গেল। উঠিবার সময় মনে হইল, কেবল অশ্বটীই যে এখানে পড়িয়া আছে, তাহা কখনই হইতে পারে না; রাজপুত্র আরও কিছু আনিয়া রাখিয়া থাকিবে। সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আ! একি! ভূতলে পূর্ণচন্দ্রের উদয়! সানারাজতনয়া একাকী বসিয়া আছেন। পণ্ডিত দেখিয়াই বুঝিল কুমার প্রণয়বশে কোন রাজকুল কি মহৎবংশ হইতে এই যুবতীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। সে সয়তানপ্রেরিত হইয়া যুবতীর নিকটে গিয়া ভূমিচুম্বন করিল। রাজতনয়া পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন; তাহার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে মহাভয় উপস্থিত হইল, কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" সে বলিল "ঠাকুরাণি! রাজ-কুমার আপনাকে এখান হইতে আর একটী উদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজতনয় এখন কোথায়?" পণ্ডিত বলিল "তিনি এখন নগরের মধ্যে পিতার নিকটে থাকিয়া আপনাকে সমারোহের সহিত নিজ প্রাসাদে লইয়া যাইবার বন্দো-বস্ত করিতেছেন।" যুবতী বলিলেন "রাজতনয় কি তোমা ভিন্ন অপর অপর কাহাকেও পাঠাইতে পারিলেন না?" পণ্ডিত হাসিয়া বলিল "ঠাকু-রাণি! দেখিতে কুৎসিৎ বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নহে—রাজ-কুমারের ন্যায় যদি আপনিও আমার আভ্যন্তরিক গুণসকল জানিতে পারি-তেন তাহা হইলে যে কত আদর করিতেন তাহা বলিতে পারি না। কুমার কুরূপ বলিয়াই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন—একজন সুন্দর

পুরুষকে আপনার নিকট পাঠান তাঁহার ইচ্ছা নহে, নতুবা তিনি একজন মেমলুক কি অন্য কোন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার কিছু লোকের অভাব নাই।" পণ্ডিতের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হইল, রাজতনয়া উঠিয়া বলিলেন "পিতঃ তবে আমাকে লইয়া চলুন, কিন্তু কিরূপে লইয়া যাইবেন?" পণ্ডিত উত্তর দিল "আপনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতেই আরোহণ করিয়া যাইবেন।" রমণী বলিলেন "আমিত তাহাতে আরোহণ করিতে জানি না।" আর কি, রমণী হস্তগত হইয়াছে—পণ্ডিত হাসিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! তজ্জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন? আমি স্বয়ং অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনাকে তদুপরি তুলিয়া লইব।"

পণ্ডিত ঐন্দ্রজালিক অশ্বোপরি আরোহণ করিল এবং রাজতনয়াকে আপনার সহিত দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া অশ্বের বোতামটী ঘুরাইয়া দিল। অশ্ব বায়ুপূর্ণ হইয়া বেগে আকাশে উৎপতিত হইল; দেখিতে দেখিতে এতদূরে উঠিল যে নগরটী দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। রমণী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?—রাজতনয় কোথায়?" পণ্ডিত উত্তর দিল "রাজতনয় এখন কবরে! জগদীশ্বর তাহাকে অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করুন—তোমাকে রাজতনয়ের নিকটে লইয়া যাইবার জন্যত আমার ঘুম হইতেছে না।" রাজতনয়া ব্যাকুল হইয়া বলিল "হা পাপিষ্ঠ! তুই প্রভুর বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিলি কিরূপে?" সে উত্তর দিল "হা নির্ব্বোধ নারি! কে কার প্রভু!—তুমি কি জান আমি কে?" রমণী বলিলেন "তুমি আপনি যাহা বলিলে আমি তাহাই জানি।" দুষ্ট হাসিয়া বলিল "তোমাকে কৌশলে অপহরণ করিবার জন্য সে কথা বলিয়াছিলাম। আমিই এই অশ্ব প্রস্তুত করিয়াছি, রাজপুত্র আমার নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং ব্যবহার করিতেছিল। এখন আমি ঈশ্বরের কৃপায় নিজের দ্রব্য ফিরিয়া পাইলাম। পাপিষ্ঠ রাজপুত্র অশ্বটী লইয়া যেমন আমার মনোবেদনা দিয়াছিল আমিও তোমাকে অপহরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে তেমনি ক্লেশ প্রদান করিলাম। যাহা হউক সুন্দরি! এখন তুমি রাজতনয়ের আশা ত্যাগ কর—রাজপুত্রের দ্বারা তোমার কোন উপকারই হইত না, তাহার অপেক্ষা আমি

অধিক কাজে লাগিব।" রাজতনয়া তাহার সেই নিদারুণ কথা শুনিয়াই কপোলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,—"হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! প্রিয়তমকেও লাভ করিতে পারিলাম না, পিতা মাতার নিকটেও থাকিতে পাইলাম না।" যুবতীর দুঃখ শোকের আর ইয়ত্তা রহিল না। পণ্ডিত অশ্বটাকে গ্রীসদেশাভিমুখে চালনা করিল এবং নদী ও বৃক্ষযুক্ত একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গিয়া অবতীর্ণ হইল।

সেই ক্ষেত্রের নিকটে একটী নগর ছিল। সেই নগরে একজন অসীম প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। যে সময়ে পণ্ডিত মাঠে অবতীর্ণ হয়, নরপতিও ঠিক সেই সময়ে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সৈনিক পুরুষগণ সেইরূপ স্থানে তাঁহাদিগকে দেখিয়া অশ্বটীর সহিত নরপতির নিকট লইয়া গেল। নরপতি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ তোমার কে হয়?" রমণী পাছে সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলে, সেই ভয়ে পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বলিল "রাজন্ যুবতী আমার পিতৃব্যপুত্রী—আমার সহধর্ম্মিণী।" রমণী বলিলেন "না প্রভু! ও আমার কেহই নহে, আমি উহাকে চিনি না—ও আমাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছে।" সেই কথা শুনিয়াই নরপতি পণ্ডিতকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া কারারুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অশ্ব ও রাজতনয়াকে প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে কিস্রাস-রাজতনয় লোকজন সমভিব্যাহারে প্রিয়তমাকে আনিতে গিয়া দেখিলেন উদ্যান মধ্যে প্রিয়তমাও নাই সে ঐন্দ্রজালিক অশ্বও নাই। যুবকের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—উদ্যানপালদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার অনুপস্থিতিকালে কে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল?" তাহারা উত্তর দিল "প্রভু কেহই প্রবেশ করে নাই—কেবল সেই পারস্যদেশীয় পণ্ডিত একবার প্রবেশ করিয়া ছিল মাত্র।" কুমার বুঝিলেন সে-ই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। তিনি মনের আবেগে বসন ভূষণ ছিন্নভিন্ন করত কপোলে করাঘাত করিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন আর রোদন করিয়া ফল কি? কুমার কতক স্থির হইয়া একটী পথিকজনোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং কিছু টাকা লইয়া প্রিয়তমার অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। কুমার নানাস্থানে নানা দেশে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও

প্রিয়তমা বা ঐন্দ্রজালিক অশ্বের সন্ধান করিতে পারিলেন না—সানানগরে গেলেন সেখানেও কিছুই জানা গেল না—রমণী সেখানে ফিরিয়া যান নাই; নরপতি কন্যাহারা হইয়া নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া আছেন। রাজতনয় সেখান হইতে গ্রীসদেশাভিমুখে চলিলেন। একদিন একটী পান্থশালায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, সহসা কয়েকজন পথিকের কথাবার্ত্তায় শ্রবণ আকৃষ্ট হইল। শুনিলেন একজন বলিতেছে "ভাই, অমুক নগরে একটা বড় মজার ঘটনা হইয়া গিয়াছে।" অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাই কিরূপ?" সে বলিল "সেখানে শুনিলাম তথাকার রাজা একদিন মৃগয়া করিতে যাইতেছিলেন হঠাৎ একটা মাঠের মধ্যে একজন ভীষণাকৃতি লোককে দেখিতে পাইলেন; লোকটার সঙ্গে একটী মনোহারিণী যুবতী ও আবলুস নির্ম্মিত একটী চমৎকার অশ্ব ছিল। লোকটার এমনি বিকট মূর্ত্তি যে নরপতি দেখিয়াই চটিয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যুবতী তোর কে হয়? সে বলিল যুবতী আমার স্ত্রী। রমণী সেই কথা শুনিয়া বলিল, না মহারাজ, এ আমার স্বামী নহে উহাকে আমি চিনিও না—পাপিষ্ঠ আমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। নরপতি সেই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন।" শ্রোতাদিগের একজন জিজ্ঞাসা করিল "লোকটা কারাবদ্ধ হইলে যুবতী ও সেই আবলুসের ঘোড়াটার কি হইল?" সে বলিল "ঘোড়াটার কি হইল তাহা ভাই, আমি শুনি নাই। যুবতী এখন রাজপ্রাসাদেই আছে।" রাজকুমার সেই গল্প শুনিয়াই কৌশলে বক্তার সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং রাজা ও রাজধানীর নাম জানিয়া লইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজতনয় সেই নগরের উদ্দেশে চলিলেন। কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। সে নগরের এইরূপ নিয়ম ছিল যে কোন বিদেশী আসিলে প্রহরীগণ তাহাকে রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া যাইত; তিনি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। কুমার যে সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন কোনরূপেই নরপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় ছিল না সুতরাং রক্ষীগণ তাঁহাকে লইয়া করাগারে রাখিয়া আসিল। কারারক্ষকগণ কুমারের রূপলাবণ্য

দেখিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে পারিল না, আপনাদের সঙ্গে রাখিয়া দিল। কুমার তাহাদের সঙ্গে আহারাদি করিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে সকলে বিশ্রম্ভালাপ করিতে আরম্ভ করিল। একজন রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি ভাই কোথা হইতে আসিতেছ ? তোমার নিবাস কোথায় ?" কুমার বলিলেন "আমার নিবাস পারস্য—কিস্রাস দেশে।" বন্দীগণ সেই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল "ওহে কিস্রবী, আমি লোকমুখে ও ইতিহাসপাঠে তোমাদের দেশের সমস্ত বিবরণ জানিয়াছি, কিন্তু ভাই, আমাদের এই কারাগার মধ্যে একজন তোমাদের স্বদেশীয় বন্দী আছে, তাহার মত আর মিথ্যাবাদী কোথাও দেখি নাই শুনিও নাই।" আর একজন বলিল "আবার তাহার মত ভীষণ কদাকারও কোথাও নাই।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কিরূপ,—কিরূপ মিথ্যা কথা বলে ?" তাহারা বলিল "সে বলে যে, সে একজন পণ্ডিত। নরপতি একদিন মৃগয়া করিতে যাইতেছিলেন পথিমধ্যে তাহাকে ও তাহার সঙ্গে একটী মনোহারিণী যুবতী ও আবলুস নির্ম্মিত একটা অশ্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে স্ত্রীটী তাহার সহধর্ম্মিণী, কিন্তু যুবতী বলে যে সে তাহাকে চেনে না। রাজা সেই জন্য তোমাদের দেশীয় পণ্ডিতকে কারারুদ্ধ করিয়া রমণীকে নিজ প্রাসাদে লইয়া রাখিয়াছেন,—নরপতি তাহাকে বড়ই ভাল বাসেন, কিন্তু যুবতী প্রকৃতিস্থা নহে—সে বাতুল; নরপতি তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতে কিছু হইতেছে না। সে পণ্ডিতটী যথার্থই যদি পণ্ডিত হইত তাহা হইলে কি আর রমণীকে আরোগ্য করিয়া নরপতির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিত না।" কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "রমণীত রাজপ্রাসাদে,—সে লোকটা আর ঘোড়াটা কোথায় গেল ?" তাহারা উত্তর দিল "অশ্বটী রাজভাণ্ডারে তোলা আছে, লোকটা আমাদের এই কারাগার মধ্যেই বন্দী হইয়া আছে। সে প্রতিরাত্রেই এমনি রোদন ও বিলাপ করিতে থাকে যে আমরা তাহার বিকট চীৎকারে নিদ্রা যাইতে পারি না।"

রাজতনয় প্রিয়তমা ও অশ্বের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কৌশলে প্রণয়িনীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইল,

কারাধ্যক্ষগণও কুমারকে কারাগৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া শয়ন করিতে গেল। মধ্যরাত্রে সেই পণ্ডিত চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং পারস্য ভাষায় বলিতে লাগিল "হায়! নরপতিতনয়ের বিরুদ্ধে যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি সেই জন্যই আমাকে এত যন্ত্রণাভোগ করিতে হইতেছে—হায় রাজতনয়ের অনিষ্ট করিলাম কিন্তু নিজেরও ইষ্টলাভ হইল না—দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে সকলদিকই হারাইলাম! যে যাহার উপযুক্ত নহে সে তাহার আশা করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।" রাজতনয় পণ্ডিতের বিলাপ শুনিয়া পারস্য ভাষায় বলিলেন "আর কত দিন তুমি এইরূপে বিলাপ করিবে?—তুমি কি মনে কর তুমিই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ আর কেহই তোমার ন্যায় ক্লেশ ভোগ করিতেছে না।" পণ্ডিত মাতৃভাষা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইল এবং নিজ ক্লেশের জন্য আর্দ্দাশ করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে দ্বাররক্ষকগণ আসিয়া কুমারকে নরপতির সম্মুখে লইয়া গেল। নরপতি কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি এবং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর? এখানেই বা আসিবার কারণ কি?" কুমার বলিলেন "পারস্য ভাষায় আমার নাম হারজে, পারস্য দেশ আমার মাতৃভূমি; আমি শাস্ত্র ব্যবসায়ী, চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। পীড়িত ও উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আরোগ্য করিবার জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করি ও তাহাতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় এবং নানা দেশের নানা শাস্ত্র দর্শনে জ্ঞানোন্নতিও লাভকরি। "নরপতি সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "ভালই হইয়াছে—আমরাও তোমার ন্যায় একজন গুণবান পণ্ডিত অন্বেষণ করিতেছিলাম। তুমি অতি উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছ।" নরপতি এই কথা বলিয়াই সেই রমণীর উন্মাদরোগের বিষয় সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন "তুমি যদি রমণীকে আরোগ্য করিতে পার তাহা হইলে যাহা চাহিবে তাহাই দিব।" কুমার বলিলেন "নরনাথ! জগদীশ্বর আপনার অসীম ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত করুন। প্রভু! কত দিন তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন? কিরূপেই বা আপনি তাঁহাকে পাইলেন?" নরপতি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বর্ণন করিলেন কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "আবলুসের অশ্বটী লইয়া আপনি কি করিলেন?"



নরপতি বলিলেন "সেটী সেই অবস্থাতেই গৃহমধ্যে তুলিয়া রাখা হইয়াছে।" কুমার মনে মনে ভাবিলেন, অগ্রে অশ্বটীর অবস্থা দেখা উচিত, যদি সেটী তেমনই থাকে তাহা হইলে অনায়াসেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; বলিলেন "নরনাথ সর্ব্বাগ্রে একবার সেই অশ্বটী দেখার আবশ্যক হইতেছে, কারণ তদ্দ্বারাই সহজে রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।" "এখনই দেখাইতেছি" নরপতি এই কথা বলিয়া কুমারকে ঐন্দ্রজালিক অশ্বের নিকটে লইয়া গেলেন। কুমার একবার সেটী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন—অশ্বটী তেমনই আছে। কুমার পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন "জগদীশ্বর নরপতির অসীম প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত করুন! এখন আমি একবার সেই রমণীকে দেখিতে ইচ্ছা করি; ঈশ্বরের কৃপায় বোধ হয় তিনি অতি সহজেই আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।"

নরপতি, যাহাতে কোন অংশ নষ্ট না হয় এরূপভাবে, অশ্বমূর্ত্তিটী যত্নে রাখিতে আজ্ঞা দিয়া কুমারকে রাজতনয়ার নিকট লইয়া গেলেন। কুমার দেখিলেন প্রিয়তমা বাস্তবিক উন্মাদগ্রস্তা হয়েন নাই, কেবল বিরহব্যাকুল হইয়া উন্মাদের ন্যায় যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন ও বক্ষে করা-

ঘাত করিয়া উন্মত্ততা অভিনয় করিতেছেন। কুমার তাঁহার নিকটে গিয়া কোমল সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সুন্দরি! তোমার কোন ভয় নাই শীঘ্রই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে।" অনন্তর মৃদুস্বরে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। রমণী প্রিয়তমকে চিনিতে পারিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নরপতি মনে করিলেন রোগী চিকিৎসকের ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। কুমার মৃদুস্বরে রমণীর কর্ণে বলিলেন "প্রিয়তমে! একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার ও তোমার প্রাণ রক্ষার উপায় কর। আমরা এখন যে স্থানে আছি সেখানে ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে পলায়ন করিবার কি এই দুর্দ্দান্ত নরপতির হস্ত হইতে উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমি এখন নরপতির নিকটে গিয়া বলিব যে তোমার ভূতাবেশ হইয়াছে, কিন্তু আমি সহজেই সে ভূতকে তাড়াইয়া দিব। এইরূপে আমি তোমার বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিব। নরপতি যখন তোমার নিকটে আসিবেন তখন প্রিয় সম্ভাষণ করিবে তাহা হইলে নরপতি বুঝিবেন যে আমার দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইবে, আমিও এই সুবিধায় তোমাকে লইয়া প্রস্থানের উপায় করিব।" রমণী বলিল "যাহা আপনার অভিরুচি।" কুমার প্রীতমনে নরপতির নিকটে গিয়া বলিলেন "নরনাথ! সৌভাগ্যক্রমে আমি রোগের কারণ আবিষ্কার করিয়াছি এবং আরোগ্যও করিয়াছি। আপনি স্বয়ং রমণীর নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" নরপতি সেই কথা শুনিয়া যুবতীর নিকটে গেলেন। রাজতনয়া প্রিয়তমের উপদেশানুসারে উঠিয়া ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। নরপতি যুবতীর সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রমণীর সেবার জন্য দাসীগণ নিযুক্ত হইল। নরপতি রাজতনয়াকে হাম্মামে স্নান করাইয়া উচিত বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া আনিতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। রমণী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক নরপতির সম্মুখে আসিয়া ভূমি চুম্বন করিলেন।

নরপতি রাজকুমারের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন "পণ্ডিতবর, তোমার আগমনে আমরা যে কত উপকৃত হইলাম তাহা বলিতে পারি না।" কুমার বিনীতভাবে বলিলেন "নরনাথ! এখনও রমণীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ

হয় নাই—রমণী এখনও নিরাপদ নহেন। রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য একদিন আপনাকে সসৈন্য আবলুসের অশ্বটী লইয়া যে স্থানে রমণীকে পাইয়াছিলেন সেই স্থানে যাইতে হইবে; আমি সৈন্যগণের মধ্যস্থলে গিয়া রমণীকে লইয়া আবলুসের অশ্বে আরোহণ করিব এবং মন্ত্রবলে তাহাকে চালাইতে থাকিব। অশ্বটা ক্ষণকাল এদিক ওদিক গিয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইবে তাহা হইলেই আবিষ্ট জিনী চিরকালের মত রমণীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।" নরপতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া "তাহার আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? অদ্যই করা হউক না কেন?" এই কথা বলিয়াই আবলুসের অশ্বটী ও রাজতনয়াকে আনিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই মাঠে চলিলেন। কুমার প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "রাজন্! যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে মন্ত্রপূত মৃগনাভি দগ্ধ করিয়া জিনীকে ধরিবার উদ্যোগ করি এবং রমণীর সহিত অশ্বারোহণ করিয়া মন্ত্রবলে জড়পদার্থকে জীবিত জীবের ন্যায় চালাইতে থাকি। আপনি দূর হইতে জিনী বন্দী করিবার আয়োজন সকল দেখিতে থাকুন। অশ্ব যতক্ষণ স্বয়ং আপনার নিকটে না আসে ততক্ষণ কিছুই করিবেন না—নিকটে আসিলে আপনার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" নরপতি সেই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে বলিলেন "পণ্ডিতবর আপনি যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা নির্ভীকচিত্তে সমাধা করুন, আমর কিছুতেই আপত্তি নাই।"

কুমার কতকগুলি গন্ধদ্রব্য দগ্ধ করিয়া অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন এবং রমণীকে নিজ পশ্চাতে তুলিয়া লইয়া উড্ডীন হইবার বোতামটী ঘুরাইয়া দিলেন। অশ্ব যুবক যুবতীকে লইয়া বেগে উৎপতিত হইল। সৈন্যগণ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, অশ্ব ক্রমে দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। নরপতি অশ্ব ফিরিয়া আসিবে এই আশায় অর্দ্ধ দিবস সেই মাঠে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন কিন্তু অশ্ব আর ফিরল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে নরপতিতনয় প্রিয়তমাকে লইয়া পিতার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার আর তিনি উদ্যানে অবতীর্ণ হইলেন না, একেবারে নিজ প্রাসাদের শিখরে গিয়া নামিলেন এবং পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

সমস্ত বর্ণন করিলেন। পুত্রবধূ সহিত পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কিস্রাসা-দিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বাগ্রে আবলুসের অশ্বটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমার কতক-গুলি মহামূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রিয়তমার পিতার নিকট উপায়ন স্বরূপে পাঠাইয়া দিলেন এবং দূতহস্তে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার তনয়াকে ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়া পরমসুখে দিনাতিপাত করিতেছেন। সানা-নরপতি পত্রপ্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং দূতকে যথোচিত সম্মান পুরঃসর জামাতার জন্য নানাবিধ উপায়ন সামগ্রী দিয়া বিদায় দিলেন। দূত প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বর্ণন করিল ও সানাধিপের প্রত্যুত্তর পত্রখানি প্রদান করিল। কুমার সানাপতির পত্র পাঠ করিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি সেই অবধি প্রতি বৎসরেই সানাপতিকে এক একখানি পত্র লিখিতেন ও উপায়ন সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন।

কিছু দিনের পর কিস্রাস নরপতি পরলোক গত হইলে কুমার পিতার আসনে বসিয়া প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর সুখের অবধি রহিল না, সকল সংযোগের অন্তক পার্থিব ঘটনা সকলের সমাপক মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রিয়তমার সহিত প্রণয়োপভোগ করিয়া অনন্তধামে গেলেন। যাঁহার মৃত্যু নাই—যাঁহার আদি অন্ত কিছুই নাই তাঁহার জয়।



উনস্-এল্-বুজূদ এবং এল্-বার্দ-ফি-ল্ অকমাম।

পূর্ব কালে একজন মহা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার ইব্রাহিম নামক একজন উজীর ছিলেন। উজীরের একটী অতি মনোহারিণী রূপবতী কন্যা ছিল। উজীরকন্যা রূপে গুণে সকল বিষয়েই রমণীকুলের শিরোভূষণ স্বরূপ পরিগণিত হইত; কিন্তু সে আমোদ আহ্লাদের সহিত সুরাপান করিতে, ও কবিতা ইতিহাস প্রভৃতি সকল শ্রবণ

করিতে ভাল বাসিত এবং সুশ্রী সুপুরুষ দেখিলে সহজেই মোহিত হইয়া যাইত। তাহার নির্দ্দোষ রূপমাধুরী যে দেখিত সে-ই মনে মনে তাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারিত না। এই উজীরতনয়ার নাম এল্-বার্দ-ফি-ল্-অকমাম *। যুবতীর সেই অলোকসামান্য রূপ গুণের জন্য নরপতি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাহাকে লইয়া একত্র সুরাপান ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

নরপতি প্রতি বৎসর সৈন্যসামন্ত একত্রিত করিয়া সকলের সহিত কন্দুক ক্রীড়া করিতেন। উজীরতনয়া একবার ধাত্রীর সহিত রাজপ্রাসাদে বসিয়া সেই ক্রীড়া দেখিতেছে, এমন সময়ে সহসা একটী অপূর্ব্ব রূপবান যুবকের উপর নয়ন নিপতিত হইল। রমণী সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল কিন্তু তাহার সে দর্শনে দর্শন-তৃষ্ণা মিটিল না—ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "সৈনিক-দিগের মধ্যে ঐ যে সুশ্রী পুরুষটী রহিয়াছেন উনি কে?" ধাত্রী বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল "সকলেইত সুশ্রী—তুমি কাহার কথা বলিতেছ?" "এই যে আমি দেখাইয়া দিতেছি" রমণী এই কথা বলিয়াই একটী আপেল ফল লইয়া যুবকের প্রতি নিক্ষেপ করিল। হঠাৎ একটা আপেল নিপতিত হওয়ায় যুবকের নয়নদ্বয় বাতায়নের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে যুবতীর রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেল। যুবকের হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—বলিল ঃ—

একি এ! ধানুকীর ধনুকের বাণ!
অথবা তোমার ও নয়নের কোণে
 হৃদয় হরিণে হায় বিঁধিল আমার?
বীরের সমিতি স্থান ঘোর রণাঙ্গনে
অথবা নয়নে তব গৃহ-বাতায়নে
 পড়িল হৃদয়ে মম শর খরধার?

* গোলাপ কলিকা।

ক্রীড়া শেষ হইল, রমণী পুনরায় ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "যে যুবটীকে দেখাইয়া দিলাম তাঁহার নাম কি?" ধাত্রী বলিল "উহাঁর নাম উনস্-এল্-বুজূদ*।" যুবতী সেই কথা শুনিয়াই শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। হৃদয়ে প্রণয়বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিল ঃ—

দেখিলে আনন্দ বটে না দেখে বিষাদ
হায় কি হৃদয়ে মম ঘটিল প্রমাদ।
ধরার আনন্দ তুমি মিছা কথা নয়
কিন্তু তবে প্রাণ কেন ব্যাকুলিত হয়?
তোমারও আঁখি দুটী প্রশান্ত সুন্দর
কিন্তু হায় কেন তায় দহে রে অন্তর?

যুবতী একখানি কাগজ লইয়া এই কবিতাগুলি তাহাতে লিখিল এবং কাগজ খানি কারচোবের কাজ করা রুমালের মধ্যে জড়াইয়া উপাধানের নিম্নে রাখিয়া দিল। ধাত্রী তাহা দেখিতে পাইয়াছিল; সে কি লেখা হইল দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উজীর তনয়ার নিকটে আসিয়া বসিল এবং কৌশলে নানা কথা উত্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। রমণী কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। ধাত্রী এই সুযোগে উপাধানের নিম্নদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিল। উজীরতনয়া যে উনস-এল্-বুজূদের প্রণয়বশে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সে পত্রখানি পুনরায় পূর্ব্ববৎ রাখিয়া দিল।

এল্ বার্দের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ধাত্রী বলিল "ঠাকুরাণি! আপনার অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেছি। প্রণয় যেমন সহজ বলিয়া বোধ হয় তেমন

---

* পৃথিবীর আনন্দ।

সহজ নহে, কিন্তু তাহা গোপন রাখাও নিতান্ত কঠিন; হৃদয় কোন ছার কথা, লৌহও প্রণয়ের তাপে গলিয়া যাইতে পারে। প্রেম গোপন করিয়া রাখা অপেক্ষা বিশ্বস্ত লোকের নিকট প্রকাশ করা ভাল, তাহাতে হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনেক উপশম হয়। প্রণয়পরবশ ব্যক্তি নিজ মনোগত প্রকাশ করিলে, যে তাহাকে ভর্ৎসনা করে সে অতি নির্ব্বোধ।" এল্-বার্দ-ফি-ল্-অকমাম ধাত্রীর সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "ধাত্রী। ইচ্ছার কি কোন প্রতিকার আছে?" মিলনই ইচ্ছার প্রতিকার।" যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপে মিলন হইতে পারে?" ধাত্রী বলিল "ঠাকুরাণি। প্রেমপত্রিকা প্রেরণই মিলনের উপায়। প্রেম পত্রিকার দ্বারা দুঃসাধ্য মিলনও সুসাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরাণি! আপনার পত্রাদি বহন করিবার ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি; আমার দ্বারা গুপ্ত বিষয় প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।" সেই কথা শুনিয়া আনন্দে যুবতীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিল "ধাত্রীর দ্বারাই আমার অভিলষিত সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অগ্রে সম্যকরূপে পরীক্ষা না করিয়া উহার নিকট মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি না।" ধাত্রী উজীর-তনয়াকে নিস্তব্ধ ও চিন্তিত দেখিয়া বিশ্বাসোৎপাদনার্থ বলিল "ঠাকুরাণি! আমি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন একজন আসিয়া আমাকে বলিতেছে যে তোমার ঠাকুরাণি। ও উনস্-এল্-বুজুদ পরস্পরের প্রণয়ে বিমোহিত হইয়াছেন অতএব তুমি তাঁহাদের সহায়তা করিয়া উভয়ের মিলন করিয়া দাও। আমি সেই জন্যই আপনাকে এত কথা বলিলাম।" এল্-বার্দ ফি-ল্-অকমাম স্বপ্নের কথা শুনিয়া বলিল "ধাত্রি! তুমি কি আমার প্রণয় গোপনে রাখিতে পারিবে?" ধাত্রী বলিল "ঠাকুরাণি! আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিব।" সেই কথা শুনিয়া যুবতী পত্রখানি বাহির করিল এবং ধাত্রীর হস্তে দিয়া বলিল "এই পত্রখানি উনস্-এল্-বুজুদকে দিয়া ইহার প্রত্যুত্তর আনিতে হইবে।" ধাত্রী পত্রখানি লইয়া উনস্-এল্-বুজুদের নিকটে গেল এবং তাহার করচুম্বন পূর্ব্বক উজীর-তনয়ার প্রেমপত্রিকাখানি প্রদান করিল। যুবক পত্রখানি পাঠ করিয়া পর পৃষ্ঠায় এই কয়টী কবিতা লিখিয়া দিল:—

গোপনে লুকায়ে হৃদে রাখিতে প্রণয়
বাসনা আমার কিন্তু হবার সে নয়!
প্রেমভরে আঁখি যারে লুকাই সবায়
নয়নের রোগ বলি গোপন উপায়।
স্বাধীন হৃদয় ছিল ছিল না এমন
কভু নাহি জানিতাম প্রণয় কেমন।
রূপের সাগরে প্রাণ গিয়াছে ডুবিয়া
কেমনে বাঁচিব বল প্রাণ হারাইয়া।

ধাত্রী পত্রখানি লইয়া এল্‌-বার্দ ফি-ল্‌-অকমামের নিকট ফিরিয়া গেল। যুবতী লিপিখানি চুম্বন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া প্রিয়তমের কবিতাগুলি পাঠ করিল। অনুকূল উত্তরে তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে পুনরায় সেই পত্রের উপরেই এই কবিতা কয়টী লিখিল:—

রহ সহি কিছু দিন অবশ্য কখন
উভয়ের প্রেমে হবে উভয়ে মিলন।
প্রেমের নিয়ম করা হৃদয় গোপন
অন্যথা তাহার যেন না হয় কখন।
অমৃত করিতে পান কার নাহি সাধ
কিন্তু তাহে গুরু-ভয় সাধয়ে প্রমাদ॥

কবিতা কয়টী সমাপ্ত হইলে যুবতী পত্রখানি মুড়িয়া প্রিয়তমকে দিবার জন্য ধাত্রীর হস্তে প্রদান করিল ধাত্রী পত্রখানি লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইতেছে এমন সময়ে প্রধান পরিচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথায় যাইতেছ?" ধাত্রী উত্তর দিল "আমি হাম্মামে যাইব।" পরিচারক আর কিছুই বলিল না, চলিয়া গেল; কিন্তু ভ্রমক্রমে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে যে পত্রখানি পড়িয়া গিয়াছে তাহা ধাত্রী বুঝিতে পারিল

না। ধাত্রী চলিয়া গেলে একজন খোজা পথনিপতিত পত্রখানি তুলিয়া লইল। উজীর অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলে খোজা পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল "প্রভু! এই পত্রখানি আমি দ্বারের নিকট কুড়াইয়া পাইলাম।" উজীর পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। একি! তাঁহারই কন্যা একজন পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখিতেছে! ক্রোধে দুঃখে তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পত্রখানি লইয়া পুনরায় অন্তঃপুরে সহধর্ম্মিণীর নিকটে গেলেন। উজীরপত্নী স্বামীকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কি হইয়াছে?—আপনি রোদন করিতেছেন কেন?" "আর কি হইবে, এই দেখ সর্ব্বনাশ উপস্থিত!" উজীর এই কথা বলিয়া সেই পত্রখানি সহধর্ম্মিণীর হস্তে প্রদান করিলেন। উজীরপত্নী পত্রখানি পাঠ করিয়া বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিলেন "প্রভু! যথার্থই মহা বিপদ উপস্থিত বটে, কিন্তু রোদন করিলে আর কি হইবে? আমার বিবেচনায় এখন কৌশল করিয়া যাহাতে এ সকল প্রকাশ না হয় এরূপ উপায় করিতে পারিলে মান বাঁচিতে পারে।" তিনি এইরূপে স্বামীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু উজীর সে সকল কথা কিছুই শুনিলেন না—বলিলেন "কলঙ্কের ভয়ত সামান্য ভয়, এখন আমাকে অন্যপ্রকার ভয়ও করিতে হইতেছে। তুমি কি জান না নরপতি উনস্ এল্-বুজুদকে কত ভাল বাসেন। এই সূত্রে যে কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? এখন কি করা যায় বল দেখি।" উজীরপত্নী বলিলেন "একটু স্থির হউন, উপায় উদ্ভাবনের জন্য নমাজ করিয়া পরে কি করিতে হইবে বলিতেছি।" রমণী এই কথা বলিয়াই দুই রেকাত নমাজ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। নমাজ শেষ হইলে উজীরপত্নী উঠিয়া বলিলেন "কুনুজ সমুদ্রের মধ্যে 'শোকাতুরা মাতা' নামে একটী পর্ব্বত আছে; সেখানে সহজে কেহই যাইতে পারে না। আপনি সেই পর্ব্বতোপরি একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কন্যাকে সেইখানে পাঠাইয়া দিউন।"

উজীর সহধর্ম্মিণীর সেই প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলেন এবং স্থপতি সূত্রধরাদি সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বতোপরি প্রাসাদ প্রস্তুতার্থ পাঠাইয়া দিলেন। প্রাসাদটী

শীঘ্রই প্রস্তুত হইল ; উজীর সেখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন এবং কন্যাকে সেখানে পাঠাইয়া দিবার জন্য অপরাপর আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঠিক হইলে একদিন উজীর নিশিযোগে কন্যার নিকটে গিয়া অবিলম্বে বিদেশ যাত্রার্থ প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন। এল্‌-বার্দ ফি-ল্‌ অকমাম পূর্ব্বে এ সকল কিছুই জানিত না হঠাৎ বিদেশে যাইতে হইবে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল এবং প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছেদভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল। পিতৃভবনে থাকিলে আর কিছু না হউক দূর হইতে প্রিয়তমের দর্শনলাভ করিয়াও সুখভোগ করিতে পারিবে—কোন রূপেই ইচ্ছা নাই যে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু কি করে উজীরের আজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়, কোন আপত্তি করিতে সাহস হইল না, অগত্যা পরিচারকবর্গের সহিত অজ্ঞাত প্রদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। রমণী বাহিরে আসিয়া দেখিল পিতার নিযুক্ত লোকজন যানবাহন লইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। হায়! যাত্রাকালে একবার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, একবার জানাইয়া যাইতে পাইলাম না। দুঃখের আর অবধি রহিল না ; অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দ্বারদেশে এই কবিতাটী লিখিল :—

প্রাসাদ রে।

চিরদিন তরে যাই ছাড়িয়া তোমায় ;
  দেখা যদি হয় কভু বলিও তাহারে
নাহি তব প্রিয়তমা নাহিক হেথায়
  গিয়াছে অজ্ঞাতদেশে না বলি তোমারে।

প্রণয় সঙ্কেতে করি প্রণাম তাহায়
  বলিও করিয়া তাঁয় প্রেম অভ্যর্থন
দ্রুততর গেছে সবে লইয়া আমায়
  করেছে সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটন।

বলিও তাঁহারে তুমি, বলিও তাঁহায়
নিদ্রিত জগত যবে নিশীথ নিথর
বিদেশ বিভ্রমে লয়ে গিয়াছে আমায়
প্রণয়ে ঘটাতে দোঁহে বিষম অন্তর

কবিতা কয়টী সমাপ্ত হইলে উজীরতনয়া যানোপরি আরোহণ করিল। পরিচারকগণ তাহাকে লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল ও দ্রুত মরু প্রান্তর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিল।

এই ঘটনার পর দিবস প্রভাতে উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ প্রাতঃকৃত্য সমাধানন্তর প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে অশ্বারোহণে রাজদরবারে চলিল। সে প্রিয়-দর্শন লাভাশায় প্রত্যহ উজীরের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইত। সে দিন প্রাসাদের দ্বারের নিকটে যাইবা মাত্রই কপাটের উপর লিখিত কবিতাগুলি নয়নপথে নিপতিত হইল। সে সেইগুলি পাঠ করিয়াই তাহার মস্তক ঘুরিয়া আসিল—আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না; বাটীতে ফিরিয়া গেল। সমস্ত দিবস কোথা দিয়া কাটিয়া গেল তাহা জানিতেও পারিল না; নিশীথ সময়ে আর সে থাকিতে পারিল না, মনের আবেগে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিল। কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহার নিশ্চয় নাই—যে দিকে দুই চক্ষু গেল, যুবক সেই দিকেই চলিল। এইরূপে রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হইল, পর দিনের পূর্ব্বাহ্ণও কাটিয়া গেল। ক্রমে সূর্য্যোত্তাপ প্রখর হইয়া আসিল, প্রান্তরভূমির বালুকা, পর্ব্বত প্রদেশের প্রস্তর সমস্তই অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যুবকের অন্তরে বাহিরে উভয় যাতনা আর সহ্য হইল না, প্রস্রবণের জলপান করিয়া নিকটস্থ একটী সুবৃহৎ পাদপের ছায়ায় বসিয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

প্রাণহীন হলে প্রাণ কিসে প্রাণ ধরিব।
হৃদয় হৃদয়-হীন কিসে শান্তি লভিব।
প্রাণের চেতন যেই হায় রে সে জন নেই
এ জড় পরাণ লয়ে কতদিন ঘুরিব?

এই কবিতাটী পাঠ করিয়া যুবক অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়নজলে ভূমি ভিজিয়া গেল। ক্ষণকালের পর যুবক কতক স্থির হইয়া পুনরায় উঠিয়া চলিল। অধিকদূর যাইতে না যাইতেই একটা ভীষণাকার সিংহ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সেই গুম্বেজের ন্যায় সুবৃহৎ জটাজূটমণ্ডিত মুণ্ড ও যমপুরীর সিংহদ্বারের ন্যায় বিকট বদনব্যাদান দর্শন করিয়া উনস্-এল্-বুজুদের প্রাণ উড়িয়া গেল। সে মক্কাভিমুখে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। আর মুহূর্ত্ত পরেই প্রাণ হারাইতে হইবে—সহসা মনে পড়িয়া গেল, ইতিহাসাদিতে লিখিত আছে তোষামোদ করিলেই সিংহ বশীভূত হইয়া থাকে। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল "পশুরাজ। আপনি সাহসিক শ্রেষ্ঠ, বনভূমি ও মরুময় প্রদেশের অধীশ্বর—দয়ালুদিগের পিতা ও আদিপুরুষ। আমি বিচ্ছিন্ন প্রণয়ী, বিচ্ছেদবশে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি প্রিয়তমা-বিরহে বুদ্ধিবিহীন হইয়া পড়িয়াছি অতএব আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন।" সিংহ তাহার সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল এবং উপবেশন করিয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন পূর্ব্বক শান্তভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। যুবক তাহাকে সেইরূপ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলঃ—

পশুরাজ।

না পেতে দর্শন তাঁর সে বিধুবদন
    করিবে কি আমার এ জীবন বিনাশ ?
ক্ষীণতর দেহ সহি বিরহ বেদন—
    মুষ্টিমাত্র মাংসে তব পূরিবে কি আশ ?
প্রেতআত্মা শোভে যথা সমাধি ভূষায়
তেমতি সাজিতে হায় হয়েছে আমায়।
হাস হাস পশুরাজ। দেখিয়া যাতনা—
    ভুক্তভোগী বিনা কেহ বুঝে না কখন।



বধিয়া আমারে তব পূরাও কামনা
নিবুক জীবন সহ বিরহ-দহন।
নাহি পাই যদি আর দেখিতে তাহারে,
যুড়াক হৃদয়, তুমি বিনাশ আমারে।

কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া সিংহের নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যুবকের হস্ত লেহন করিতে লাগিল এবং যেন তাহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছে এই ভাবে সঙ্কেত করিতে লাগিল। যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল; সিংহ অগ্রে অগ্রে চলিল, সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। সিংহ বহুদূর গিয়া একটী গণ্ডশৈলের উপর উঠিল এবং তাহার বিপরীত দিক দিয়া নামিয়া একটী প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইল। যুবকও সেইখানে গেল। এই প্রান্তর দিয়াই উজীরের লোকজন উজীর-কন্যাকে লইয়া গিয়াছিল; তখনও বালুকাময় ভূমির উপর তাহাদের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। যুবক সেই পদচিহ্ন দেখিয়া যে দিকে তাহারা গিয়াছিল সেই দিকে চলিল। পশুরাজ তাহাকে বিনাসাহায্যে গন্তব্য দিক নির্ণয় করিতে দেখিয়া নিজ অভিলষিত স্থানে চলিয়া গেল।

উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ্‌ এইরূপে দিবা-রাত্র ভ্রমণ করিয়া প্রান্তর পার হইয়া সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। পদচিহ্নগুলি সমুদ্রতীরে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে,

আর যাইবারও স্থান নাই। যুবক বুঝিল উজীরের পরিচারকবর্গ প্রিয়তমাকে লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছে। তখন আর তাহার দুঃখের সীমা রহিল না, রোদন করিতে করিতে এই কবিতাটী পাঠ করিল ঃ—

বিদায় বিদায় প্রিয়ে চিরদিন তরে
এ জীবনে দরশন হলনাক আর
গিয়াছে তোমারে লয়ে সুদূর অন্তরে ;
এ জীবনে সুখ হায় ফুরাল আমার।

যুবক এইরূপ আরও কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে যুবক উঠিয়া একবার এ দিক ও দিক চাহিয়া দেখিল ; চারিদিকেই ধূধূ করিতেছে জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নাই। শ্বাপদ জন্তুগণের ভয়ে হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। কোথায় গেলে আশ্রয় পাওয়া যাইবে তাহার অন্বেষণ করিবার জন্য যুবক নিকটস্থ একটী পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিল। শিখরদেশে উঠিয়াই যেন নর-কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল—অদূরে একটী গুহারমধ্যে একজন সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। যুবক গুহার দ্বারদেশে গিয়া করাঘাত করিতে লাগিল কিন্তু কেহই দ্বার খুলিয়া দিল না, উত্তরও দিল না। যুবক হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল ঃ—

বিধি যারে বাম তার সকলি বিমুখ।
কে পারে খণ্ডিতে তার অদৃষ্টের দুখ ?
হৃদয়-আশ্রয় যাহা হায় রে বিদূরে তাহা
সামান্য আশ্রয় হায় তাও তার ঘটে না।
ব্যথায় ব্যথিত যেই সে বিনা কেহই নেই
বুঝিবারে তাপিতের হৃদয়ের যাতনা।

কবিতাটী সমাপ্ত হইতে না হইতেই গুহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। যুবক

আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ ফকীরকে অভিবাদন করিল। ফকীর প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?" যুবক বলিল "আমার নাম উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ।" ফকির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এ নির্জ্জন-প্রদেশে আসিবার কারণ কি ?" যুবক আদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণন করিল। সমস্ত শুনিয়া সংসার বিরাগী ফকীরেরও নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, বলিলেন "উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ ! পূর্ণ বিংশতি বৎসর হইল আমি এইস্থানে আছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে মানবমাত্রেরও সমাগম দেখি নাই তবে কয়েক দিবস হইল রোদন, বিলাপ ও জনকোলাহল শুনিয়াছিলাম; কতকগুলি লোক এইখানে আসিয়া বস্ত্রাবাস খাটাইয়া ছিল এবং একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর যাহারা পরপারে গিয়াছিল তাহাদেরই কয়েক জন ফিরিয়া আসিয়া নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছে। তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, বোধ হয় ইহারা তাহারই—যাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছে, বোধ হয়, তাহারই মধ্যে তোমার প্রিয়তমা আছেন। এরূপ অবস্থায় তুমি যে নিতান্ত ব্যাকুল হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ভাই দুঃখ ব্যতিরেকে প্রণয় হয় না— প্রণয়ের পথ স্বভাবতই এইরূপ জটিল। উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ ! তুমি কি মনে কর যে আমি সংসারবিরাগী বলিয়া এককালে চিন্তা ভাবনা হীন ? আমি অতি অল্প বয়সেই প্রেমের তাড়নে পীড়িত হইয়াছিলাম; তখন আমি সেই অবস্থায় এক প্রকার দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিচ্ছেদ পীড়নে এককালে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে আমি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিলাম কিন্তু এখন আর আমার সে বল নাই। আমার ধৈর্য্য-সেনাবল রমণী-নয়ন-খড়্গের খরধারে নিহত হইয়াছে। বিনাক্লেশে প্রিয়লাভের বাসনা করিও না, বিনা আয়াসে প্রেমলাভ হয় না।" ফকির এই কথা বলিয়াই যুবককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুই জনেরই নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ফকির বলিলেন "উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ। অদ্য রজনীযোগে আমি তোমার জন্য ঈশ্বরারাধনা করিব এবং কি উপায়ে তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে তাহা জানিবার জন্য আর্দ্ধাশ করিব। অবশ্যই ঈশ্বর

আমাদিগকে উচিত পথ দেখাইয়া দিবেন।" উন্‌স্‌-এল্ বুজূদ বলিল "আপনার যাহা অভিরুচি।"

এ দিকে উজীরের পরিচারকগণ এল্‌-বার্দ্দ-ফি-ল্‌-অকমামকে পর্ব্বতোপরিস্থ প্রাসাদে রাখিয়া চলিয়া গেলে, রমণী চতুর্দ্দিক দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল "আল্লার দোহাই! প্রাসাদ। তুমি যথার্থই মনোহর স্থান, কিন্তু একজন ব্যতীত আমার নিকট মরুভূমি হইতেও ভয়ানক।" পর্ব্বতোপরি নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পক্ষী বাস করিত, যুবতী সেইগুলির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পরিচারকদিগকে কতকগুলি পক্ষী ধরিয়া পিঞ্জর মধ্যে রাখিতে আদেশ করিল। তাহারা কামিনীর আদেশে জাল বিস্তার করিয়া পক্ষী ধরিতে আরম্ভ করিল। রমণী প্রাসাদের বাতায়নে বসিয়া নিজের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে এই কবিতাটী পাঠ করিল ঃ—

কি করে হৃদয় হায়! বলি এ যাতনা কায়?
বিনা সে প্রেমিকজন কে বুঝিবে হৃদয়!
ছায়ায় নিমগ্ন যেই বুঝিতে কি পারে সেই
মরুমাঝে কত তাপে তপনের উদয়?

রাজন্‌! রমণী ত এইরূপে কারারুদ্ধ হইয়া রহিল; এ দিকে ফকীর উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদকে বলিল "ভাই! এই পর্ব্বতের নিম্নে অনেকগুলি তাল বৃক্ষ আছে তুমি সেইখান হইতে কতকগুলি রজ্জু প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অংশু সংগ্রহ করিয়া আন।" যুবক তৎক্ষণাৎ কতকগুলি তালের বৃন্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া দিল। ফকীর সেইগুলি লইয়া রজ্জু প্রস্তুত করিল এবং সেই রজ্জুর দ্বারা তৃণকাষ্ঠাদি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ জালের প্রয়োজন হইয়া থাকে সেইরূপ একখানি জাল প্রস্তুত করিল। জাল প্রস্তুত হইলে ফকীর পুনরায় বলিল "উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ! কিঞ্চিৎদূরে একস্থানে কতকগুলি বন-অলাবুর গাছ আছে তাহাতে বড় বড় অলাবু জন্মিয়া অমনি শুষ্ক হইয়া থাকে; তুমি তাহারই ফলদ্বারা এই

জালখানি পূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দাও এবং তদুপরি আরোহণ করিয়া ভাসিয়া যাও। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" যুবক সেই কথা শুনিয়া ফকীরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং পর্ব্বত হইতে নামিয়া গিয়া বনজ শুষ্ক অলাবু দ্বারা জালটী পূর্ণ করত সমুদ্রস্রোতে ভাসাইয়া তদুপরি আরোহণ করিল। জলের স্রোতে অলাবুর ভেলাটী সমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া গেল। এই সময় বায়ু সেই পর্ব্বতাভিমুখেই বহিতেছিল সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছায় ভেলাটী ক্রমশঃ অভীষ্টদিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রবল ঊর্ম্মিমালার তাড়নে ও ঘন ঘন উৎক্ষেপ প্রক্ষেপে যুবকের আর ক্লেশের সীমা রহিল না, তথাপি সে প্রিয়তমার দর্শনলাভলালসায় সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। বায়ু ও ঊর্ম্মিমালার বেগে ভেলাটী "শোকার্ত্তুরী মাতার" উপর নিক্ষিপ্ত হইল। শরাহত পক্ষী যেমন ভূতলে নিপতিত হয়, যুবকও সেই রূপ ক্ষুধা তৃষ্ণায় এবং জলস্রোতের তাড়নে নির্জ্জীব হইয়া তীরদেশে উপনীত হইল। এই দ্বীপটী নানাবিধ বৃক্ষলতায় পূর্ণ, এবং নিকটেই স্বাদুজলের ঝরণা সকল ছিল, সুতরাং ফলমূল আহার ও জলপান করিয়া শীঘ্রই শ্রম দূর হইল। উনস্ এল্ বুজুদ উঠিয়া দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করিল। কতক দূরে গিয়াই একটী শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ নয়নগোচর হইল। যুবক প্রিয়তমা লাভের আশায় উৎসাহিত হইয়া দ্রুত সেই দিকে চলিল। যুবক নিকটে গিয়া দেখিল প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, কখন দ্বার খোলা হইবে সেই অপেক্ষায় সে সেইখানেই রহিল। তিন দিনের পর একজন খোজা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। নির্জ্জন দ্বীপ মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তি কিরূপে আসিল? খোজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? তোমার বাটী কোথায়?" যুবক বলিল "প্রভু। ইস্পাহান দেশে আমার নিবাস। বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছিলাম দৈববশে জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতোবেগে এইস্থানে আনীত হইয়াছি।" সেই কথা শুনিয়া খোজা অশ্রুপূর্ণলোচনে যুবককে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "বন্ধু। জগদীশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন, আমারও নিবাস ইস্পাহান দেশে, সেখানে আমার একটী পিতৃব্যতনয়া আছেন আমি তাঁহাকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতাম। হায়। বন্ধু, আমি যৌবনাবস্থাতেই সেই স্বর্গতুল্য মাতৃভূমি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। একজন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি

যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে বন্দীরূপে আনয়নপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়াছে, হায়! আমার মত হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই।" সে এই কথা বলিয়া উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদকে প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেল। যুবক প্রাকার বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল একটী সুবৃহৎ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষসকল অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে এবং সেই সকল বৃক্ষের শাখায় পক্ষী সহিত পিঞ্জর সকল ঝোলান রহিয়াছে; পক্ষী সকলের মনোহর কণ্ঠস্বরে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতেছে। যুবক সর্ব্ব প্রথমেই একটী বনকপোতের নিকটে গেল। কপোত অমনি ডাকিয়া উঠিল "হা ঈশ্বর।"* তাহার সেই ডাক শুনিয়াই উন্‌স্‌ এল্‌ বুজুদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং ক্ষণকাল পরে চেতন প্রাপ্ত হইয়া বলিল :—

পাখিরে!

তুমি কি আমারি মত বিচ্ছেদ গরল হত?
তোমারো কি প্রাণ কাঁদে প্রেয়সীর তরে?
ডাকিছ আমোদ করে? অথবা বিষাদভরে
ঢালিছ গরলধারা ব্যাকুল অন্তরে?

এইরূপে যুবক সকল পিঞ্জরের নিকটে গিয়াই এক একটী বিষাদ সূচক কবিতা পাঠ করিল। সমস্ত দেখা হইলে ইস্পাহান দেশীয়ের নিকটে ফিরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ প্রাসাদটী কাহার? এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে কে এরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে" সে উত্তর দিল "অমুক রাজার উজীর নিজ কন্যার বাসার্থ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই উজীরকন্যা সহচরী ও পরিচারিকাবর্গের সহিত এই প্রাসাদ মধ্যে থাকেন, বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র প্রাসাদের দ্বার খোলা হইয়া থাকে এবং সেই সময়েই এক বৎসরের মত খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাসাদ মধ্যে লইয়া রাখা হয়।" সেই

* আরবদিগের বিশ্বাস যে পশুপক্ষীরা কথা কহিতে পারে, সুতরাং তাহাদের সাধারণ ডাকে এক একটী কথা কল্পনা করা হইয়া থাকে।



কথা শুনিয়া যুবক মনে মনে বলিল "এইবার আমার ইষ্টসিদ্ধির উপায় হইয়াছে, কিন্তু আরও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।"

এদিকে প্রাসাদ মধ্যে এল-বার্দ ফি-ল্-অকমামের ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আহার বিহার নিদ্রা কিছুতেই তাহার শান্তি নাই। যত দিন যায় ততই তাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রমণী প্রাসাদ হইতে পলায়নের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোন দিক দিয়াই প্রাসাদ হইতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই, যুবতী একদিন গোপনে অট্টালিকার শিখরে উঠিয়া কতকগুলি বস্ত্রদ্বারা একটী দীর্ঘ রজ্জু প্রস্তুত করিল এবং মহামূল্য বসনভূষণ ও অলঙ্কারাদি পরিধান পূর্ব্বক সেই রজ্জু অবলম্বনে বহির্ভাগে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। প্রাসাদের যে দিকে কেবল প্রান্তর। রমণী সেই প্রান্তর পার হইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে একজন ধীবর বাত্যা-তড়িত হইয়া সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেইখানেই নৌকা চালন পূর্ব্বক মৎস্য ধরিয়া বেড়াইতে ছিল। যুবতী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাকে

আহ্বান করিল। ধীবর সেই জনশূন্য প্রদেশে যুবতী কামিনীকে দেখিয়া জিনীয়ের মায়া বিবেচনা করতঃ পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। রমণী অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে ফিরাইল এবং নিজ বিবরণ বর্ণনা করিয়া শপথ পূর্ব্বক তাহার বিশ্বাসোৎপাদন করিল। ধীবরও একজন হতাশ প্রণয়ী; রমণীর দুঃখের কথা তাহার হৃদয় ভেদ করিল; নয়নদ্বয় দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুজল নিপতিত হইল, বলিল "ঠাকুরাণি! আমিও একদিন আপনার ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইয়াছি।" অনন্তর সে নৌকাখানি তীরে আনয়ন করিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আরোহণ করুন, এই ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য, যতদূর ক্ষমতা, চেষ্টা করি।" রমণী নৌকায় আরোহণ করিল, ধীবর প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া লইয়া চলিল। এই সময়ে দ্বীপের দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল সুতরাং শীঘ্রই কূলভূমি নয়নপথ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। কোন দিকে গেলে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই, ধীবর যে দিকে বায়ুর সুবিধা পাইল সেই দিকেই নৌকা চালাইল। ক্রমাগত তিন দিবস বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া থামিয়া গেল; ধীবরের নৌকাখানিও একটী সুবৃহৎ নগরীর নিম্নদেশে আসিয়া লাগিল।

এই নগরীটী দির্‌বাস নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির রাজধানী। সমুদ্র তীরেই তাহার প্রাসাদ। নরপতি পুত্রের সহিত বাতায়নে বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে ছিলেন। সহসা তাঁহার নয়ন সেই ধীবরের নৌকার উপর নিপতিত হইল; নৌকায় বহুমূল্য বসনভূষণ-যুক্তা অলোকসামান্যা রূপযৌবনবতী রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; ভাবিলেন এ দীন-হীন ধীবরের নৌকায় এরূপ মহৎবংশসম্ভূতা কন্যা রহিয়াছে কেন? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। নরপতি ব্যাপার কি জানিবার জন্য নামিয়া গেলেন এবং সমুদ্রতীরস্থ দ্বার দিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ধীবর নৌকা বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত ছিল এবং রমণী শ্রান্তিবশে নিদ্রা যাইতে ছিল। নরপতি এল্‌-বার্দকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কাহার কন্যা? এখানে আসিবারইবা কারণ কি?" রমণী বলিলেন "নরপতি শামিথের উজীর ইব্রাহিম আমার পিতা। নরনাথ! আমার এখানে আগমনের কারণ

অতি অদ্ভুত।” সে এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিল। যুবতীর প্রণয়ব্যাকুলতায় নরপতির হৃদয় গলিয়াগেল বলিলেন “ভদ্রে! এখানে তোমার কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই। এইস্থান হইতেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে; আমি তোমার প্রিয়লাভের উপায় করিয়া দিব।” নরপতি এই কথা বলিয়াই প্রাসাদের মধ্যে গেলেন এবং উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন “যথোপযুক্ত ধন লইয়া নরপতি শামিথের নিকট যাও এবং বল যে আমি তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ নামক তাঁহার একজন অনুজীবী আছে আমি তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব, অতএব বিবাহকার্য্য সমাধা করিবার জন্য তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে। তুমি অবশ্য অবশ্য এল্‌-বুজুদকে আনিতে চাও যদি আনিতে না পার তাহা হইলে তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিব।” নরপতি এই কথা বলিয়া সেই অভিপ্রায়ে একখানি পত্রও লিখিয়া দিলেন।

উজীর প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শামিথ নরপতির রাজধানীতে গেলেন এবং নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ উপায়ন দ্রব্যের সহিত প্রভুর পত্রখানি প্রদান করিলেন। নরপতি পত্রখানি পাঠ করিলেন, উন্‌স্‌ এল্‌ বুজুদের নাম দেখিয়াই নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, বলিলেন “হায়! উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ এখন কোথায়? সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াগিয়াছে তাহা আমরা জানিনা। আপনি যদি তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে যে সকল উপায়ন সামগ্রী আনিয়াছেন তাহার দ্বিগুণ পারিতোষিক প্রদান করিব।” অনন্তর তিনি রোদন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন :—

শিশুকাল হতে তোয় করিয়া পালন হায়
  আঁখিনীর খালি লাভ পুরস্কার তার রে
ধনজন সুখ আর নাহিক অভাব তার
  একজন বিনা কিন্তু বিজন সংসার রে।

অনন্তর নরপতি উজীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দূত! তোমার প্রভুকে বলগে যে উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ এক বৎসর হইল কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াগিয়াছে তাহা আমরা কেহই জানিনা।" উজীর বলিলেন "প্রভু! আমাদের নরপতি এই কথা বলিয়াদিয়াছেন যে যদি আমি তাঁহাকে লইয়া যাইতে না পারি তাহা হইলে তিনি আমাকে উজীরী হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেও দিবেন না। অতএব আমি কিরূপে তাঁহার নিকটে গিয়া এরূপ সংবাদ দিব?" সেই কথা শুনিয়া নরপতি শামিথ নিজ উজীর ইব্রাহিমকে বলিলেন "উজীর, তুমি লোক জন সমভিব্যাহারে এই দূতকে লইয়া আমার অধিকারস্থ সমস্ত প্রদেশ খুজিয়া আইস; যদি দৈববশে উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদকে পাও তাহা হইলেই মঙ্গল নতুবা অন্য কোন উপায় দেখি না।" ইব্রাহিম উত্তর দিলেন "প্রভুর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

উজীর ইব্রাহিম নরপতি দির্ব্বাসের উজীরকে লইয়া লোকজন সমভিব্যাহারে উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদকে অন্বেষণ করিতে বহির্গত হইলেন। কি জনপূর্ণ জনপদ, কি দুর্গম মরুময় প্রদেশ একে একে সকল স্থানই খুঁজিয়া দেখা হইল কিন্তু কোন স্থানেই যুবকের সন্ধান পাওয়া গেল না। মরুবাসী আরবদিগের প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু তাহারা উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ নামে কোন লোককে যে দেখিয়াছে তাহাও বলিতে পারিল না। এখন কেবল "শোকাতুরা মাতা" দ্বীপটী মাত্র খুজিতে বাকি। ইব্রাহিম একখানি পোত ভাড়া করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত "শোকাতুরা মাতা" দ্বীপে চলিলেন। নরপতি দির্ব্বাসের উজীর সেইরূপ অদ্ভুত নাম শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বীপটীর এরূপ অদ্ভুত নামকরণ হইবার কারণ কি?" উজীর ইব্রাহিম বলিলেন "পূর্ব্বকালে একটী জিনীয়ে একজন মানবের প্রণয়ে মোহিত হইয়া তাহার সহবাসার্থিনী হয়। কিন্তু পাছে তাহার পিতা বা অপরাপর জিনী তাহার সেই গুপ্তপ্রেম জানিতে পারে সেই ভয়ে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া অভিলষিত সাধনের জন্য উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতে থাকে। অনেক অন্বেষণের পর এই দ্বীপটীকেই মনোনীত করিয়া নায়ককে তথায় আনিয়া রাখে। জিনীয়ে নিজ পিতামাতার নিকটে থাকিয়া সুযোগ



পাইলেই এইখানে আসিয়া দিনযাপন করিত। সেই মনুষ্যের সহবাসে পরীর অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। সেই সময় বণিকগণ যখন দৈববশে এই দ্বীপের নিকট দিয়া যাতায়াত করিত তখন দূর হইতে পুত্রশোকার্ত্তা রমণীর রোদন-ধ্বনির ন্যায় জিনীয়ে-শিশুর রোদনশব্দ শুনিতে পাইত। সেই অবধি তাহারাই এই পর্ব্বতময় দ্বীপের এইরূপ নাম রাখিয়াছে।"

ক্রমে পোতখানি সমুদ্র পার হইয়া দ্বীপের কূলে উপনীত হইল। উজীর ইব্রাহিম সঙ্গীগণের সহিত কন্যার প্রাসাদে গেলেন। দ্বাররুদ্ধ ছিল, করাঘাত মাত্র সেই ইস্পাহান দেশীয় খোজা দ্বার খুলিয়া দিল। খোজা নিজ প্রভুকে দেখিয়াই বিনীতভাবে করচুম্বন করিল। উজীর ইব্রাহিম ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একজন দীন হীন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। এই দীন হীন ব্যক্তিই উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ! কিন্তু তখন দারুণ বিরহ ব্যাথায় তাহার মুখশ্রী এমনি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তিনি চিনিতে পারিলেন না, খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটী কে, কোথা হইতেই বা আসিল?" খোজা উত্তর দিল

"প্রভু ইনি ইস্পাহান দেশীয় বণিক্‌, দৈববশে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত পোত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; কেবল ইনি স্রোতোবেগে প্রাণে প্রাণে এইস্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন।" উজীর সেখান হইতে চলিয়া গিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একি! কন্যা সেখানে নাই, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই! কোথায় গেল? কে তাহাকে লইয়া গেল? উজীর ব্যাকুল হইয়া পরিচারিকা-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "প্রভু! আমরা আপনার কন্যার বিষয়ে কিছুই জানিনা তিনি অতি অল্পদিন মাত্র আমাদের সহিত ছিলেন; তাহার পর কিরূপে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।"

উজীর ইব্রাহিমের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নয়নদ্বয় ফাটিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হায়! অদৃষ্টলিপি খণ্ডন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। জগদীশ্বর যাহা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে।" অনন্তর প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া দেখিলেন যে বালাবেক-বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত একগাছি স্থূল রজ্জু উপর হইতে নিম্ন প্রদেশ পর্য্যন্ত ঝোলান রহিয়াছে। বুঝিলেন, কন্যা প্রেম মদে মত্ত হইয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে প্রাসাদের বাহিরে নামিয়াগিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয় হঠাৎ একটা কাক ও একটা পেচকের উপর নিপতিত হইল। অমঙ্গল দর্শনে তাঁহার হৃদয় আরও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, বলিলেন ঃ—

হারাইয়ে প্রিয় সুতা চারিদিকে চাই
কাল পেচা কাক ছাড়া কিছু আর নাই।
কোথায় বাসনা মম প্রিয় দরশন
অমঙ্গল বিনা কিছু না দেখে নয়ন।

অনন্তর তিনি নামিয়া আসিয়া পরিচারকবর্গকে দ্বীপের মধ্যে সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভু-কন্যাকে খুঁজিতে গেল। তিনি কোথায়? অনুচরবর্গ কেবল পথশ্রমে শ্রান্ত

হইয়া হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিল মাত্র। উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ এত দিন জানিত প্রিয়তমা প্রাসাদ মধ্যে আছেন; যুবক এতদিন আশার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া ছিল, এখন হঠাৎ প্রিয়তমা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যুবক কে, তাহার সে অস্বাস্থ্যের কারণ কি? কেহই তাহা জানে না, সুতরাং সকলেই মনে করিল বহুদিন বিচ্ছিন্ন বন্ধু বান্ধবকে মনে পড়াতেই নিরাশ্রয় বণিক মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

উজীর ইব্রাহিমের আর শোকের সীমা রহিল না—সমস্তদ্বীপ মধ্যে কন্যা নাই। নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে, নতুবা চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত প্রদেশ হইতে তিরোহিত হইবে কিরূপে? উজীর একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। দির্ব্বাসরাজ-উজীর দেখিলেন তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, সিদ্ধ হইবার কোন উপায়ও নাই; সুতরাং স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়া বলিলেন "আমার অভিপ্রেত লাভ ত হইলনা এখন আমি এই দীন ইস্পাহানী বণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। ইস্পাহান দেশ আমাদের দেশ হইতে নিকট; আমি তথা হইতে ইঁহাকে ইহার বাটীতে পাঠাইয়া দিব এবং এই দীন ব্যক্তির উপকার করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে নরপতির অসন্তোষ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব।" উজীর ইব্রাহিম বলিলেন "আপনার যাহা অভিরুচি।" দির্ব্বাস রাজমন্ত্রী উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদকে সেই মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই নিজ পোতে তুলিয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। পূর্ণ তিন দিবসের পর যুবকের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়াই আপনাকে পোত মধ্যে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়?—তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" উপস্থিত পরিচারকগণ বলিল "দির্ব্বাসরাজমন্ত্রী আপনাকে আপনার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন।" একজন পরিচারক দ্রুত গিয়া উজীরকে সমাচার দিল "মূর্চ্ছিত যুবক স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন।" তিনি যুবকের জন্য সর্ব্বৎ ও গোলাপ জল পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারকগণ যুবকের মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিয়া সর্ব্বৎ পান করিতে দিল।

পোত খানি দির্ব্বাস-রাজধানীতে পঁহুছিল। নরপতি উজীরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "উজীরের সঙ্গে যদি উন্‌স্‌-এল্‌-বুজুদ না

থাকে তাহা হইলে সে যেন আমার নিকট না আইসে।" নরপতির সেই আজ্ঞা শুনিবাই উজীর এককালে হতাশ হইয়া পড়িলেন। নরপতি যে কেন এল্‌-বুজূদকে চাহেন, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া সম্বন্ধ বন্ধন করিতে ইচ্ছারই বা কারণ কি ? প্রভৃতি তিনি কিছুই জানিতেন না—নরপতি যাঁহাকে চাহেন তিনিই যে তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই,সুতরাং আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি অপরিচিত যুবককে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে তোমার স্বদেশে পাঠাইবার জন্য আনিয়াছিলাম কিন্তু এখন তাহাতে মহা ব্যাঘাত ঘটিতেছে দেখিতেছি। নরপতি আমাকে একটী বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে পাঠাইয়া ছিলেন কিন্তু আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই বলিয়া নরপতি আমাকে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" উন্‌স্‌-এল্‌ বুজূদ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়কে নরপতি কি কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ?" উজীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। যুবক বলিল "আপনার কোন ভয় নাই, আপনি নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করুন উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদকে আনিয়া দিবার জন্য আমি দায়ী রহিলাম।" উজীর সেই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন "সত্য বলিতেছ!" যুবক বলিল "আজ্ঞা হাঁ, আমি বাস্তবিকই বলিতেছি।" উজীর এল্‌-বুজূদকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অশ্বারোহণে নরপতির নিকটে গেলেন।

নরপতি উজীরকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "উন্‌স্‌ এল্‌-বুজূদ কোথায় ?" উন্‌স্‌-এল্‌ বুজূদ বলিল "রাজন্‌! আমি জানি উন্‌স এল্‌ বুজূদ কোথায় আছেন—আমি তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারি।" নরপতি যুবককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "তিনি কোথায় আছেন ?" যুবক উত্তর দিল "নরাধিপ! তিনি অতি নিকটেই আছেন, কিন্তু আপনি তাঁহাকে লইয়া কি করিবেন না বলিলে আমি তাঁহাকে আনিতে পারিতেছিনা।" নরপতি বলিলেন "এখনই আমি তাহা বলিতেছি,কিন্তু সে সকল কথা বিশেষ গোপনীয় সুতরাং নির্জ্জনে গিয়া বলিব।" তিনি এই কথা বলিয়া পারিষদ্‌বর্গকে বিদায় দিলেন এবং যুবককে একটী নির্জ্জন গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া এল-বার্দ-ফি-ল্‌-অকমাম-ঘটিত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। উন্‌স্‌-এল্‌-বুজূদ বলিলেন "প্রভু!

আমাকে একটী মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দিউন, আমি তাঁহাকে আনয়ন করি।" নরপতি তৎক্ষণাৎ একটী মূল্যবান পরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্রেই পরিচারকগণ তাহা আনয়ন করিয়া যুবককে পরাইয়া দিল। যুবক বসন ভূষণ ধারণ করিয়া বলিলেন "আমিই উন্‌স্-এল্-বুজুদ!" এতক্ষণ মলিন বেশভূষায় তাঁহার রূপ মাধুরী আচ্ছাদিত ছিল, উপযুক্ত বেশভূষায় এখন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সকলেই তাহার সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যুবক এই কবিতাটী পাঠ করিল:—

যখন বিজনে বসি ভাবি সে বদন-শশী
অন্তরে তখন হয় কি সুখ উদয়।
এত যে যন্ত্রণা হায় মনে নাহি থাকে তায়
বিরহ বেদনা যত অন্তরে বিলয়।

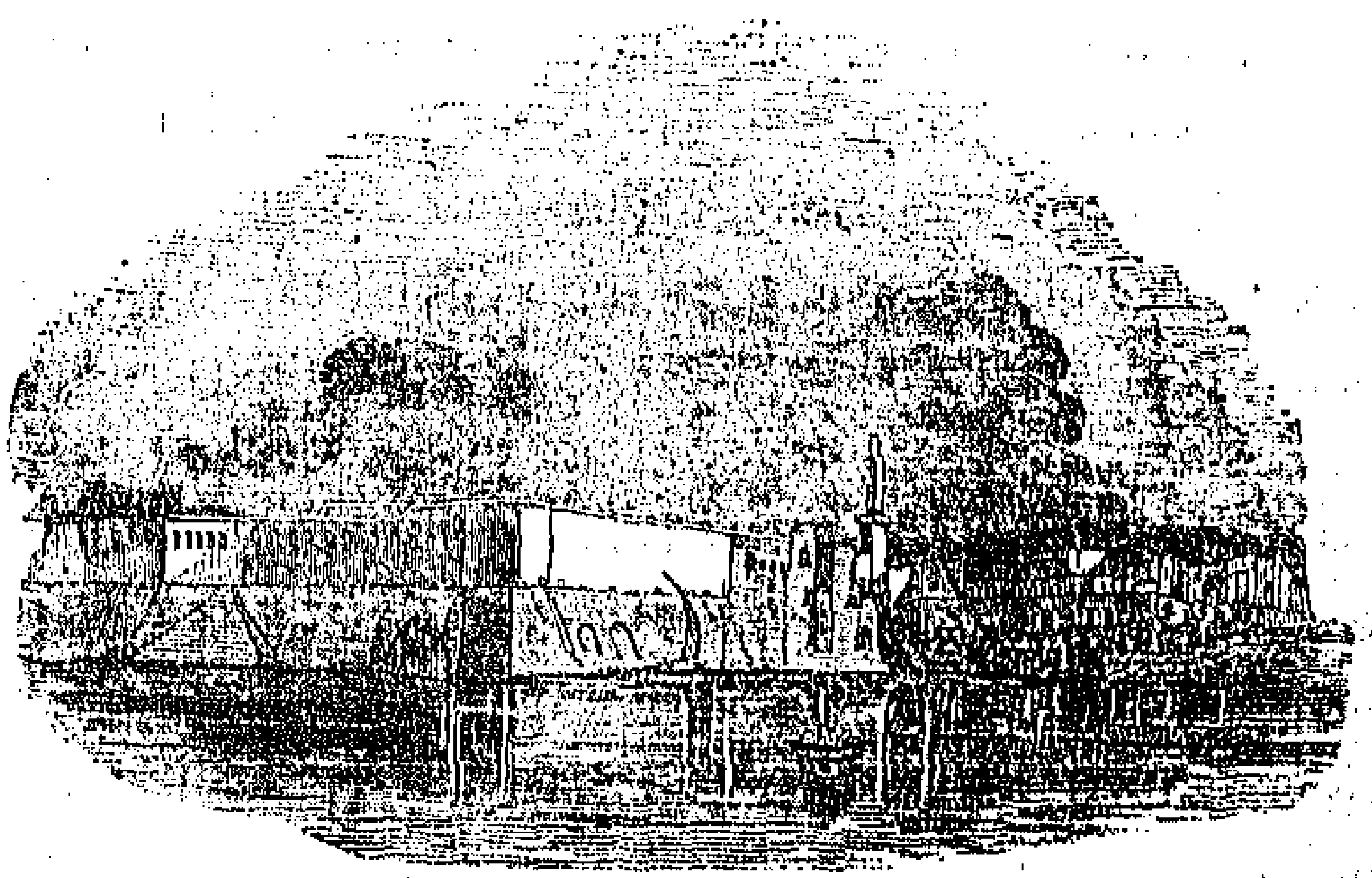
সে সুখ স্বপনপরে হৃদয় কেমন করে
উহু সে অন্তর জ্বালা বলিবার নয়।
পরাণ কঠিন হায় তাই এত সহে তায়
নতুবা এদেহ পাত হইত নিশ্চয়।

আমি ভালবাসি যারে সে ব্যাকুল আমাতরে
তবে কেন দহে হায় বিরহ দহন?
প্রণয় অমৃতময় এইত সকলে কয়
আমার তাহাতে কেন গরল এমন।

নরপতি বলিলেন "আল্লার দোহাই! তোমরা যথার্থই বিশুদ্ধ প্রণয়ী এবং সৌন্দর্য্য গগণের দুইটী উজ্জ্বল তারা। তোমাদের প্রণয় ঘটনা অতি অদ্ভুত।" যুবক জিজ্ঞাসা করিল "রাজন্! আমার প্রিয়তমা এল্-বার্দি-

ফি-ল্‌ অকমাম এখন কোথায় ?" "তোমার প্রিয়তমা এখন আমার প্রাসাদেই আছেন" নরপতি এই কথা বলিয়াই কাজী ও সাক্ষী প্রভৃতি আনাইয়া প্রণয়ীদ্বয়ের বিবাহপত্রাদি প্রস্তুত করাইলেন এবং উভয়কেই রাজপ্রসাদ প্রদান করিলেন। যুবক যুবতীর প্রণয়ের আদ্যোপান্ত বিবরণের সহিত বিবাহ সমাচার নরপতি সাম্মিথের নিকট প্রেরিত হইল।

নরপতি সাম্মিথ সেই সমাচার পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং নরপতি দির্ব্বাসকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "যখন আপনার প্রাসাদে বৈবাহিক কার্য্যের পূর্ব্বাংশ সুসমাহিত হইয়াছে তখন আমার নিকট অবশিষ্ট উৎসবাদি হওয়া উচিত।" নরপতি দির্ব্বাস সেই পত্র পাইয়াই যান বাহন ও লোকজন সমভিব্যাহারে প্রণয়ীদ্বয়কে নরপতি সাম্মিথের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানেও যথোচিত উৎসবাদি হইল। প্রণয়ীদ্বয় বহু-দিনের বিচ্ছেদের পর সম্মিলিত হইয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।



কায়রো নিবাসী আলী।

পূর্ব্বকালে কায়রো নগরে একজন প্রভূত ধনশালী বণিক বাস করিতেন। তাঁহার নাম বোগ্দাদী মণিকার হসন্। জগদীশ্বরের প্রসাদে তাঁহার একটী অতুল রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট পুত্র ছিল; বণিকপুত্রের নাম কায়রোর আলী। বণিক্ পুত্রকে সাহিত্যাদি নানাবিধ শাস্ত্রে ও কোরাণে সুশিক্ষিত করিয়া বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। বণিক-তনয়ও নিজ বুদ্ধিবলে ব্যবসায় কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ মণিকারের উৎকট পীড়া উপস্থিত হইল। বণিক জীবনাশায় হতাশ হইয়া পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন " বৎস! এই জগতের কিছুই নিত্য নহে—পরলোকের সমস্তই নিত্য ও অবিনশ্বর। এখানকার সক-

লকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে, কেহই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। আমারও সেই শেষ দিবস আগত হইয়াছে; এখন তোমাকে কতকগুলি পরামর্শ দিতে ইচ্ছাকরি। সেই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তুমি অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, আর যদি তাহাতে ঔদাস্য কর তাহা হইলে তোমাকে পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবেই হইবে।" আলী বলিলেন "পিতঃ! আমি কি আপনার আদেশে অশ্রদ্ধা করিতে পারি? পিতার নিদেশপালন পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই কথা শুনিয়া বণিক বলিলেন "বৎস তোমাকে আমি প্রভূত ধন সম্পত্তি দিয়া যাইতেছি। তুমি যদি ইহা হইতে প্রত্যহ পাঁচশত দীনার ব্যয় কর তাহা হইলেও তোমাকে কখন অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতে হইবেনা। কিন্তু বৎস! সর্ব্বদাই অতি সাবধানে ঈশ্বরকে ভয় করিয়া কার্য্য করিবে। ঈশ্বরের নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিও না। এল্ মুস্তাফা * যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা সাবধানে পরিহার করিবে সৎকার্য্য সমাধা করিতে সর্ব্বদা তৎপর হইবে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুপুরুষদিগের সহিত আলাপ করিবে। সন্দিগ্ধচরিত্র লোকদিগের সহবাস বিপদ জনক। ভৃত্য ও পোষ্যবর্গের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। তোমার পত্নী সদ্বংশজাতা, তাহা হইতে অতি শীঘ্রই সন্তানমুখ দর্শন হইবে, দেখিও তাহার প্রতি কখন অসদ্ব্যবহার করিওনা।" এইরূপ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া উপসংহারকালে বৃদ্ধ পুত্রের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বণিকতনয় ব্যাকুলিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ! আপনি কি যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন?" বণিক বলিলেন "বৎস, আমার নিজের অবস্থা নিজে বেস্ বুঝিতে পারিতেছি, আমার অন্তিম সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি পবিত্র বিশ্বাস সূচক পদদ্বয় আবৃত্তি করিতে করিতে পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আলী নিকটে গেলেন, বণিক একবার জন্মের মত তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

---

* এল্ মুস্তাফা—মহম্মদ।

আলী পিতার শোকে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রোদন-রোলে প্রাসাদটী পূর্ণ হইয়া গেল, বণিকের বন্ধুবান্ধবগণ তথায় আসিয়া সমবেত হইল। শীঘ্রই পরলোকগত বণিকের দেহ সমাধিস্থ করিবার উদ্যোগ করা হইল, বণিকতনয় সমারোহের সহিত মৃত পিতাকে নমাজ করিবার স্থানে লইয়া গিয়া প্রেতাত্মার মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরপ্রার্থনানন্তর সমাধিস্থানে লইয়া গেলেন। কোরাণ পাঠ করিতে করিতে বৃদ্ধ বণিক্‌কে সমাধিস্থ করা হইল। বণিকের বন্ধুগণ আলীর সহিত ফিরিয়া আসিয়া সময়োচিত সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল। আলী পিতার পার-লৌকিক মঙ্গল সাধনার্থে শুক্রবারের কর্ত্তব্য প্রার্থনাদি এবং চত্বারিংশদ্দিবস-ব্যাপী কোরাণ পাঠ সমাধা করিলেন। পিতৃবিয়োগ শোকে তাঁহার ব্যবসায় কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। তিনি পিতার সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য কেবল শুক্রবারে একএকবার বাটীর বাহিরে যাইতেন আর সকল সময় কেবল শোকচিন্তাতেই অতিবাহিত হইত।

এই সময়ে একদিন আলীর সমবয়স্ক কতকগুলি বণিক্‌তনয় আসিয়া বলিল "প্রভু আলী! আপনি আর কতদিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শোকচিন্তা করিবেন? এরূপ দিবারাত্রি শোক-চিন্তায় আপনার শরীর ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া আসিতেছে—অধিককাল এরূপ করিলে মহা বিপদের সম্ভাবনা। আসুন আমরা বাজারে যাই।" যুবক পাপ ইব্লিস-পরিচালিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে বাজারে আপনার দোকানে গেলেন। সঙ্গীগণ বলিল "প্রভু! অশ্বতরারোহণে আমাদের সহিত উদ্যানে চলুন, সেখানে আমোদ প্রমোদ করিলে আপনার শোকের অনেক লাঘব হইবে।" আলী সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাহাদের সহিত উদ্যানে গেলেন। সঙ্গীদিগের একজন নানারূপ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া আনিল। আহারাদি সমাপনানন্তর পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ হইল। নানাবিধ কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গীগণ আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল, আলীও আপনার আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় সেই সঙ্গীগণ আসিয়া বলিল "সখে, আইস

আমরা আজিও আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসি।" আলী জিজ্ঞাসা করিলেন "আজি আবার কোথায় যাইতে হইবে?" তাহারা উত্তর দিল কল্যকার উদ্যানের অপেক্ষা আরও একটী মনোহর স্থানে।" আলী আর কিছুই না বলিয়া অশ্বতরারোহণে তাহাদের সহিত চলিলেন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে আর একটী নূতন উদ্যানে লইয়া গেল। একজন নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও মাদক সুরা আনয়ন করিল। আহার সমাপ্ত হইলে সুরা বাহির হইল; আলী তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি?" সঙ্গীগণ বলিল "ইহা মনের উদ্বেগ ও দুঃখ দূর করিয়া বিমল আনন্দ লাভের উপায়!" এইরূপে তাহারা সুরার নানারূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া আলীকে লওয়াইতে লাগিল। আলী অগত্যা সুরাপানে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত দিনের পানাহার ও আমোদ প্রমোদের পর বণিকতনয়গণ চলিয়া গেল, আলীও সুরাপানে বিহ্বল অবস্থায় বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। আলীর সহধর্ম্মিণী স্বামীকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়তম! আজি আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত দেখিতেছি কেন?" তিনি বলিলেন "প্রিয়তমে! আমি অদ্য আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য সঙ্গীদিগের সহিত উদ্যানে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন সুরা আনিয়াছিল; সকলেই সেই সুরা পান করিল, আমিও পান করিয়াছি; তাহাতেই এইরূপ জড়তা জন্মিয়াছে। রমণী বলিলেন "প্রভু! আপনি কি পিতার উপদেশ ও নিষেধ বাক্য সকল ভুলিয়া গেলেন? তিনি আপনাকে কুসঙ্গ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন।" আলী উত্তর দিলেন "আমার সঙ্গীরাত কেহই ইতর লোক নহে, তাহারা সকলেই বণিকতনয়; তবে দোষের মধ্যে তাহারা একটু আমোদ প্রমোদ করিতে ভাল বাসে এইমাত্র।"

এইরূপে আলী বণিক্‌তনয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে আজি এখানে কালি সেখানে এইরূপ করিয়া নানাস্থানে বেড়াইয়া আনিতে লাগিল। কিছু দিনের পর বণিক্‌পুত্রগণ আলীকে বলিল "সখে! এত দিনত আমাদের পালা গেল এখন তোমার পালা উপস্থিত।" আলী বলিলেন "ভালইত কল্য হইতে তোমাদের নিমন্ত্রণ রহিল।" পরদিন প্রভাতে আলী প্রচুর

পরিমাণে ভোজ্য পেয় ও মাংসাদি আনাইলেন এবং পাচক, ফরাস, কাফী প্রস্তুতকারক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সঙ্গী বণিকপুত্রদিগকে এররোদা ও নিলোমিটার দ্বীপে লইয়া গেলেন। সেখানে পান আহার গীত বাদ্য প্রভৃতি নানারূপ আমোদ প্রমোদে এক মাস কাল কাটিয়া গেল। একমাসের পর আলী দেখিলেন তাঁহার অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও তাঁহার চেতনা হইল না; পাপ ইব্লীস তাঁহাকে যেন বলিতে লাগিল "এ ব্যয়ে তোমার কি হইবে, চিরজীবন এরূপ অপব্যয় করিলেও তোমার সম্পত্তি অক্ষত থাকিবে।" আলী অকুণ্ঠিত ভাবে অপব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সেরূপ কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না।

তিন বৎসরের মধ্যেই আলীর যে কিছু নগদমুদ্রা ছিল তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন তিনি বহুমূল্য রত্নালঙ্কার সকল একে একে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। সেগুলিও ক্রমে শেষ হইল, সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে আলীর বাসভবনখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রাসাদটী ক্রয় করিয়াছিল সে তাহাদিগকে অধিক দিন তথায় থাকিতে দিল না, সুতরাং আলীকে পুত্রকলত্র লইয়া একটী অতি হীনাবস্থ কুটীরে গিয়া বাস করিতে হইল। এই সময়ে আলীর একদিনের মত খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার মত সঙ্গতিও ছিলনা। আলীর সহধর্ম্মিণী এই অবস্থাপরিবর্ত্তনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "নাথ! আমি সর্ব্বদাই আপনার পিতার নিষেধ বাক্যগুলি স্মরণ করাইয়া দিতাম — সর্ব্বদাই আপনাকে সাবধান করিতাম, আপনি তখন কিছুই শুনিতেন না; এখন পুত্র কন্যারা কি খাইয়া প্রাণধারণ করিবে? এতদিন যাহাদের খাওয়াইলেন সেই সকল বণিকপুত্রের নিকটে গিয়া কিছু যাচ্ঞা করিয়া আনুন, আজিকার মত ত সকলে প্রাণধারণ করুক।" আলী স্ত্রীর পরামর্শানুসারে পূর্ব্ব সঙ্গীদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে চলিলেন। একজনের পর আর একজন, তাহার পর আবার একজন এইরূপে সকলের নিকটেই গেলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে যৎসামান্য সাহায্যও করিল না, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া যাচ্ঞা

ভয়ে লুকাইতে লাগিল। আলী হতাশ হইয়া প্রিয়তমার নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন "পাপিষ্ঠেরা কেহই আমাকে কিছু দিল না।" রমণী সেই দারুণ কথা শুনিয়া স্বয়ং যাচ্ঞা করিতে বহির্গত হইলেন। তিনি একজন পূর্ব্বপরিচিতা রমণীর নিকটে গেলেন। রমণী তাঁহাকে সেইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! হঠাৎ তোমার এরূপ দুরবস্থার কারণ কি?" "আলীপত্নী সমস্ত বর্ণন করিলেন।" রমণী তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "ভগিনি! আমার বাটীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমার, এখানে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই যাহা কিছু প্রয়োজন বিনাবিনিময়ে লইয়া যাও।" আলী-সহধর্ম্মিণী বলিলেন "জগদীশ্বর তোমায় এ উদারতার উচিত পুরস্কার প্রদান করুন।" রমণী তাঁহাকে পূর্ণ একমাসের মত ভোজ্য পেয়াদি প্রদান করিলেন। তিনি সেগুলি লইয়া নিজ কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। আলী পত্নীকে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিতে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলেন "প্রিয়তমে এত সামগ্রী তোমাকে কে প্রদান করিল?" আলীসহধর্ম্মিণী বলিলেন "অমুক অমুকের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট নিজ অবস্থা বর্ণন করাতে তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এইগুলি দিয়াছেন।" সেই কথা শুনিয়া আলী বলিলেন "অনেক দিনের মত খাদ্য সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে, কিছুদিন নিশ্চিন্ত ভাবে চলিতে পারিবে। এখন আমি একস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি, ঈশ্বর করেন ত শীঘ্রই আমাদের এ দুর্দ্দশা দূর হইবে।"

আলী প্রিয়তমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুত্রকন্যাকে চুম্বন পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। কোথায় যাইবেন তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই; ভাবিতে ভাবিতে বুলাক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে একখানি পোত দিমিয়াত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আলীর পিতার একজন বন্ধু সেই বন্দরের নিকটেই থাকিতেন তিনি বন্ধুপুত্রকে দেখিয়া যথোচিত সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কোথায় যাইবে?" আলী কি উত্তর দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন "কোন বিশেষ প্রয়োজনে দিমিয়াতে যাইব এবং কার্য্যসিদ্ধি হইলে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

আলীর পিতৃবন্ধু সেই কথা শুনিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গেলেন এবং জলযাত্রার উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া ও খরচের নিমিত্ত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া জাহাজে তুলিয়া দিলেন। আলী মিসিয়াতে উপনীত হইলেন, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিলনা সুতরাং কি করিবেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। পথিমধ্যে একজন বণিকের সহিত আলাপ হইল। বণিক তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গেল। আলী নবপরিচিত বণিকের বাটীতেই কয়েকদিন রহিলেন—পরের বাটীতে আর কতদিন থাকিবেন? সহজেই তাঁহার নিতান্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আর অধিক দিন এস্থানে থাকা বিধেয় নহে, অন্য কোন আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতে হইতেছে; যুবক এই ভাবিয়া বণিকের বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। যাহার কিছুরই স্থিরতা নাই নিয়তির স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানই তাহার স্থির—ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার একমাত্র অবলম্বন; আলী যদৃচ্ছাক্রমে বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন একখানি পোত সিরিয়াভিমুখে যাত্রার্থ প্রস্তুত হইতেছে। যুবক সিরিয়ায় যাইতে মনস্থ করিয়া বণিকের নিকটে গিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বণিক যাত্রার উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহাকে পোতে তুলিয়া দিল। পোতখানি নিরাপদে সিরিয়া উপকূলে উপনীত হইল। কায়রোবাসী আলী সেইখানে অবতীর্ণ হইয়া দামাস্কাস নগরে গেলেন। পথিমধ্যে একজন দয়ালুব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি পরম আদরে যুবককে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। যুবক সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া শুনিলেন যে কতকগুলি সার্থবাহ বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া বোগদাদে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া তাঁহারও বোগদাদ দর্শনে অভিলাষ হইল। যাহার বাটীতে ছিলেন তাঁহাকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া সার্থবাহদিগের সহিত চলিলেন। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সঙ্গীদিগের একজনের সহিত আলীর যথেষ্ট প্রণয় হইল। আলী তাহারই ব্যয়ে পরমসুখে পান ভোজন সমাধা করিতে লাগিলেন। আর একদিনের পথ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে কতগুলা দস্যু আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং যাহা কিছু বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে ছিল সমস্তই অপহরণ করিয়া

লইয়া গেল। বণিকগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আলী বোগ্‌দাদাভিমুখেই গেলেন।

সমস্ত দিবসের পর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নগরের তোরণদ্বার দৃষ্টিগোচর হইল। আলী দ্রুতপদে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রক্ষকগণ দ্বাররুদ্ধ করিতেছিল। যুবক নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। তাহারা তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল, কিন্তু সে রাত্রির মত আপনাদের সঙ্গেই রাখিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কোন স্থানেইবা যাইবেন?" আলী বলিলেন "আমি বাণিজ্যার্থ নানাবিধ দ্রব্যজাত লইয়া কায়রো হইতে আসিতেছি। আমার দ্রব্যাদি সমস্ত পশ্চাতে আছে। আমি বাণিজ্য দ্রব্য সকল রাখিবার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য অশ্বতরারোহণে অগ্রে আসিতে ছিলাম পথিমধ্যে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া অশ্বতরটী এবং অপরাপর যাহা কিছু সঙ্গে ছিল কাড়িয়া লইয়াছে। আমার দাস দাসী বাণিজ্যদ্রব্য যানবাহন লোক জন সমস্তই বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়াছে; সুতরাং কোন প্রকার সাহায্য পাইবার আশা নাই, সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম।" দ্বার-রক্ষকগণ সেই কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে বলিল "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার সহিত আলাপ হইল, আজি আপনাকে আমাদের সহিত কোন-রূপে রাত্রি যাপন করিতে হইবে; কল্য আমরা আপনার বাসোপযোগী স্থান অন্বেষণ করিয়া দিব।" আলী জামার জেবে হাত দিয়া দেখিলেন তখনও বুলাকের বণিক প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রার একটী অবশিষ্ট আছে। তিনি সেইটী বাহির করিয়া রক্ষীদিগের একজনকে বলিলেন "এই দীনারটী ভাঙ্গাইয়া কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন কর। রক্ষী সেটী লইয়া বাজারে গেল এবং কিছু রুটি ও মাংস আনিয়া দিল। যুবক তাহাই আহার করিয়া দ্বাররক্ষকদিগের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন।

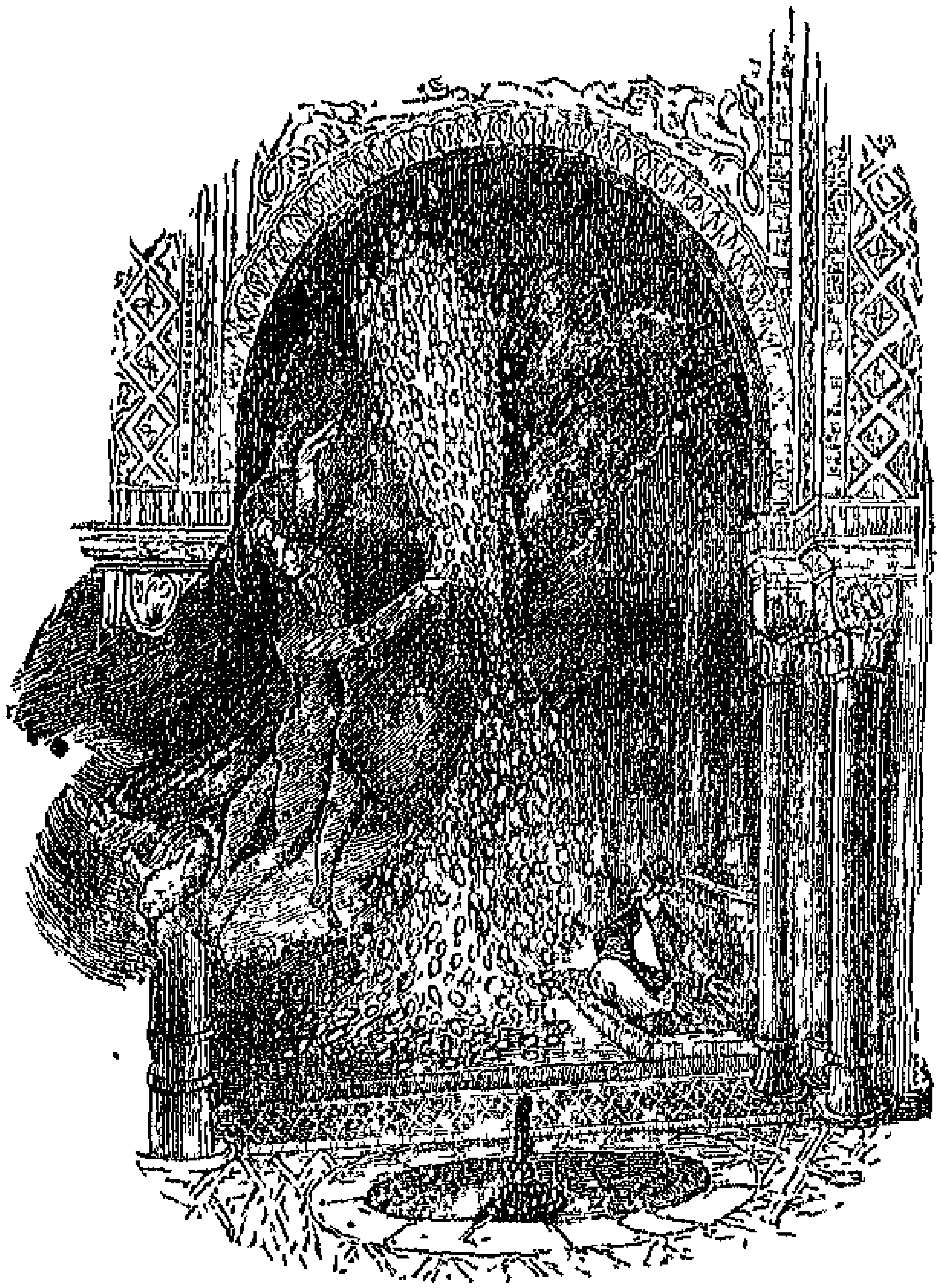
পরদিন প্রভাতে দ্বাররক্ষকদিগের একজন তাঁহাকে বাজারে লইয়া গেল এবং একজন বণিকের নিকটে গিয়া তাঁহার কাল্পনিক বিবরণ আদ্যো-পান্ত বর্ণন করিল। বণিকের অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই—যথার্থই তাঁহার প্রভূত বাণিজ্য দ্রব্যাদি আসিতেছে মনে করিয়া পরম সমাদরে আলীকে

নিজ দোকানে লইয়া গেল এবং বাটী হইতে আপনার পরিধেয় বেশভূষা হইতে বহুমূল্য পরিচ্ছদ আনাইয়া যুবককে হাম্মামে লইয়া গেল। আলী স্নানাদি সমাপনানন্তর বহুমূল্য বেশভূষা ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। বণিক তাঁহাকে নিজ বাসভবনে লইয়া গেল। নবাগত বণিকের জন্য নানারূপ ভোজ্য পেয়াদি আনীত হইল; আলী পরম পরিতোষে আহার করিলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে গৃহস্বামী একজন ক্রীতদাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "মেস্থদ! তোমার প্রভু, এই বণিক মহাশয়কে, অমুক অমুক স্থানে যে আমার দুইটী বাটী আছে, তাহা দেখাইতে লইয়া যাও। বাটী দুইটীর মধ্যে ইনি যেটী মনোনীত করিবেন সেইটীর কুঞ্জিকা ইহাঁকে প্রদান করিয়া ফিরিয়া আইস, তাহার পর কি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেছি।" প্রভুর আদেশানুসারে মেস্থদ আলীকে একটী পার্শ্বস্থ গলি পথে লইয়া গেল। সেইখানে পরস্পর সংলগ্ন তিনটী নূতন প্রাসাদ ছিল, তিনটীরই দ্বারে তালকবদ্ধ ছিল। ক্রীতদাস একটীর দ্বার খুলিয়া দিল, যুবক সেটী দেখিলেন। সে সেটী বন্ধ করিয়া আর একটীর দ্বার খুলিয়া দিল, আলী সেটীও দেখিলেন। বাস্তবিক আলীর বাণিজ্য দ্রব্যও নাই কিছুই নাই—যাহা আসিবে মনে করিয়া বণিক তাঁহার আদর অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সকলই অলীক। সুতরাং দুইটী বাটীর একটীও পছন্দ হইলনা। ক্রীতদাস জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু কোন্ বাটীর কুঞ্জিকা প্রদান করিব?" তিনি বলিলেন "পার্শ্বের প্রাসাদটী কাহার?" সে উত্তর দিল "উহাও আমাদের।" যুবক বলিলেন "তবে একবার খুলিয়া দেখাও দেখি।" ক্রীতদাস বলিল "না মহাশয়! উহা আপনার দেখিবার প্রয়োজন নাই, প্রভু আপনাকে উহার কুঞ্জিকা প্রদান করিবেন না।" যুবক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" সে উত্তর দিল "উহাতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব আছে—যে কেহ উহাতে বাস করে সেই নিহত হয়। লোকে কুঞ্জিকা লইয়া যেদিন ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার পরদিন প্রভাতেই তাহাকে নিহত দেখিতে পাওয়া যায়। ভয়ে আমরা আর ইহার দ্বার খুলিতে পারি না, পার্শ্বস্থ বাটীর ছাদ হইতে শবদেহ তুলিয়া লই। সেই জন্য প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আর কখনও কাহাকে এই ভয়ানক স্থানে বাস করিতে দিবেন না।" সেই কথা শুনিয়া আলী মনে

মনে ভাবিলেন ; ভালই হইয়াছে ; বর্ত্তমান অবস্থায় আমার মৃত্যুই শ্রেয়—বণিকের সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছি, দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এই বাটীতে বাস করিয়াই যদি সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায় মন্দকি। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ক্রীতদাসকে বলিলেন "একবার দেখিতে ক্ষতি কি ? তুমি দ্বার খুলিয়া দাও, আমি কেবল একবার দেখিব মাত্র।" দাস তালক খুলিয়া দিল, আলী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদটী অতি মনোহর, গৃহগুলি নানারূপ কারুকার্য্যে শোভিত—অপর দুইটীর সহিত তুলনায় প্রাসাদটী স্বর্গ হইতেও মনোহর। যুবক ক্রীতদাসের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন "এক সময়ে একস্থলে কয়েকটী দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া যে চিরকালই সেইরূপ দুর্ঘটনা হইবে তাহার অর্থ কি ? তুমি এই বাটীরই কুঞ্জিকা প্রদান কর, আমি এইখানেই বাস করিব ; যদি বাস করিতে হয়ত এই প্রাসাদটীই বাসের প্রকৃত স্থান।" দাস বলিল "আমি প্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনাকে কুঞ্জিকা প্রদান করিতে পারি না।" আলী বলিলেন "ভাল, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যদি থাকিতে হয় তাহা হইলে এই বাটীতেই থাকিব, অন্য স্থানে আমার প্রয়োজন নাই।" ক্রীতদাস প্রভুর নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিল "কায়রো হইতে আগত বণিক মহাশয় বড় বাটীতে থাকিতে চাহিতেছেন তিনি অপর দুইটীতে থাকিবেন না।" বণিক সেই কথা শুনিয়াই আলীর নিকটে আসিয়া বলিল "প্রভু! বড় প্রাসাদটাতে প্রয়োজন কি ? অপর বাটী দুইটীর যেটীতে হয় অবস্থান করুন—ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদ-সঙ্কুল স্থানে বাস করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।" আলী বলিলেন "না মহাশয় আমি এই বড় আবাসটীতেই বাসা করিব—পরমায়ু থাকিতে কেহই মরেনা এবং সময় উপস্থিত হইলেও কেহ রক্ষা করিতে পারে না। যদি আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে যে স্থানেই থাকি না কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে, আর যদি নিরূপিত সময় উপস্থিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে কেহই আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন অতএব তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিয়াই আমি এই বাটীতে বাস করিব।" বণিক কি করে অগত্যা

যুবকের কথাতেই স্বীকৃত হইয়া বলিল "তবে আর আমার কোন দোষ নাই—আপনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদসঙ্কুল স্থানে বাস করিতে চাহিতেছেন তাহা আমাকে লিখিয়া দিউন, কুঞ্জিকা প্রদান করিতেছি।" আলী বলিলেন "অবশ্য, যাহা আমি মুখে বলিতেছি তাহা রীতিমত লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" বণিক কাজীর আদালত হইতে একজন সাহিদকে আনাইয়া সেই-রূপ লেখাপড়া করিয়া লইয়া বাটীর চাবি প্রদান করিল। আলী প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বণিক নিজ আবাস হইতে আস্তরণ শয্যা প্রভৃতি গৃহসজ্জা পাঠাইয়া দিল। পরিচারকগণ প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের পরেই যে দাওয়া ছিল তাহাতেই শয্যা পাতিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বাটীর অভ্যন্তর ভাগে একটী কূপ ছিল এবং তাহার নিকটেই জল তুলিবার জন্য রজ্জু ও কাষ্ঠপাত্র ছিল; আলী তদ্দ্বারা জল তুলিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নমাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে দ্বারের নিকটে যে শয্যা পাতিয়া দিয়াছিল সেইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় বণিকের পরিচারকগণ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী, একটী আলোকাধার, বর্ত্তিকা, পাত্রপূর্ণ জল এবং একটী জলপান পাত্র দিয়া চলিয়া গেল। আলী বাতিটী জালিয়া পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিকালের নমাজ পাঠ করিতে বসিলেন। প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে উঠিয়া আপনা আপনি বলিলেন "দ্বারবানের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিবার আবশ্যক কি? যা ঘটিবার এখানে থাকিলেও ঘটিবে উপরে গেলেও ঘটিবে। বরং উপরে গিয়া ক্ষণকালের মত সুখভোগ করিয়া লই।" তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই শয্যাটী লইয়া উপরে গেলেন এবং একটী সুবৃহৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই গৃহটী নানারূপ স্বর্ণময় কারুকার্য্যে শোভিত—চতুর্দ্দিক অপূর্ব্ব মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত। আলী সেইখানেই শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া পবিত্র কোরাণের পদ সকল পাঠ করিতে করিতে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালের পর সেই নির্জ্জন গৃহমধ্য হইতেই কে যেন বলিল "হসন-তনয় আলী! স্বর্ণমুদ্রাগুলি কি উপস্থিত করিব?" আলী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "স্বর্ণমুদ্রা? কৈ, কোথায়?" অমনি



উপর হইতে কে বলিল "এই যে, এই লও।" অমনি তৎপরেই তাঁহার সম্মুখে রাশি রাশি স্বর্ণ বৃষ্টি হইতে লাগিল। আলী দেখিলেন একটী জিনীমূর্ত্তি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিতেছে। মুদ্রা-বৃষ্টি থামিয়া গেল, জিনী বলিল "আলী! এখন আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই—আমার কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে।"

সেই কথা শুনিয়া আলী বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান আল্লার মহৎ নামের দোহাই,—এই স্বর্ণ বৃষ্টির কারণ কি বলিতে হইবে।" অগ্নিযোনি বলিল "প্রভু! ইন্দ্রজালপ্রভাবে এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতেই, আপনার জন্য আমার নিকট গচ্ছিত ছিল। আমরা জানি এই বাটীর মধ্যেই

আপনার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, সেই জন্য অনেক দিন হইতে এইস্থানে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছি। এই প্রাসাদ মধ্যে যে আসিয়া বাস করে তাহাকেই, আপনি মনে করিয়া, জিজ্ঞাসা করি 'হসনতনয় আলী। স্বর্ণ মুদ্রাগুলি ফেলিয়া দিব কি?' অমনি সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে,—আমরা ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাই। আজিও সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম; কিন্তু আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন, সুতরাং ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথায় স্বর্ণমুদ্রা।' আমিও বুঝিলাম এতকাল ধনরক্ষকরূপে যাঁহার দাসত্ব করিতেছি, তিনি স্বয়ং উপস্থিত, টাকাগুলি আনিয়া দিলাম। এল্ যেমেন প্রদেশে আপনার নিমিত্ত আরও অনেক ধন সঞ্চিত রহিয়াছে, আপনি তথায় গিয়া সেগুলি অধিকার পূর্ব্বক এইখানে আনয়ন করুন। প্রভু! এখন আমার কর্ত্তব্য সাধন হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি স্বাধীনতা প্রদান করেন তাহা হইলে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাই।" আলী বলিলেন "আল্লার দোহাই, তোমাকে সে সকল সম্পত্তিও এইখানে আনিয়া দিতে হইবে, নতুবা স্বাধীনতা প্রদান করিব না।" জিনী বলিল "ভাল, সেগুলি আনিয়া দিলে ত আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন? তখন ত আর কোন আপত্তি থাকিবে না।" আলী বলিলেন "না সে সময়ে তোমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কোন আপত্তি করিব না।" জিনী বলিল "শপথ করুন।" আলী শপথ করিলেন; জিনী প্রস্থান করিবার জন্য শূন্যোপরি উৎপতিত হইল। আলী পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, আরও একটী কার্য্য করিতে হইবে।" সে জিজ্ঞাসা করিল "আর কি কার্য্য, আজ্ঞা করুন।" আলী বলিলেন "কায়রো নগরে আমার পুত্র কন্যা ও স্ত্রী আছে তাহাদিগকেও আনিতে হইবে; কিন্তু দেখিও আনিতে গিয়া যেন তাহাদের কিছু অনিষ্ট করা না হয়।" অগ্নিযোনি বলিল "প্রভু, আমি তাঁহাদিগকে অতি যত্নে—সমারোহের সহিত আনয়ন করিব; লোক জন, দাস দাসী তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। তিন দিনের মধ্যেই আপনার সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ সকলই আনিয়া দিব।" জিনী এই কথা বলিয়াই বিদায় হইল।

প্রভাতে আলী উঠিবাই সর্ব্বাগ্রে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি লুকাইয়া রাখিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন দীবানের শেষ ভাগের একখানি মর্ম্মরপ্রস্তরফলকে একটী ক্ষুদ্র বোতামের ন্যায় দ্রব্য সংলগ্ন রহিয়াছে। তিনি সেইটী টিপিয়া ধরিলেন; অমনি যন্ত্র-সংলগ্ন প্রস্তর-ফলকখানি দ্বারের কবাটের ন্যায় খুলিয়া গেল। সেই নবাবিষ্কৃত দ্বার দিয়া যুবক একটী গুপ্ত ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতরে টাকা রাখিবার জন্য অনেকগুলি শূন্য থলিয়া ছিল। আলী তাহারই কতক-গুলি আনিয়া মুদ্রা পূর্ণ করিলেন এবং সেই তোড়াগুলি ভাণ্ডার মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া প্রস্তরফলকখানি পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিরাপদে রক্ষিত হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আস্তরণাদি শয্যার উপকরণগুলি নিম্নতলে লইয়া গেলেন, এবং সেই দ্বার সমীপস্থ মাস্তাবায় পাতিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই প্রাসাদ-স্বামী সেই বণিকের ক্রীতদাস আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। আলী দ্বার খুলিয়া দিলেন। ক্রীতদাস তাঁহাকে অক্ষত শরীরে জীবদ্দশায় দেখিয়া দ্রুত প্রভুর নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু! যিনি কল্য আমাদের সেই উপদ্রুত প্রাসাদে আসিয়া আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিয়া আসিলাম। তিনি বেস সুস্থ শরীরে মাস্তাবায় বসিয়া আছেন—তাঁহার কোন অত্যাহিত ঘটে নাই।" বণিক সেই সুসম্বাদ শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া স্বয়ং আলীকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া বলিল "জগদীশ্বর আপনাকে পরম সুখে রাখুন; আপনি কেমন আছেন? কোনরূপ ক্লেশ জনক ঘটনা ঘটে নাইত?" আলী বলিলেন "আপনাদের আশীর্ব্বাদে বেস্ আছি। কল্য রাত্রে উপরের গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম—সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।" বণিক জিজ্ঞাসা করিল "কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা শুনিতে কি দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?" "কিছুই না" আলী বলিলেন "কিছুই না—সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া কোরাণের পদ পাঠ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া ছিলাম, আর এই প্রভাত হইতেই উঠিয়া আসিয়া প্রাতঃকৃত্য ও প্রার্থনাদি সমাধা পূর্ব্বক বসিয়াছি।" বণিক বলিল "আপনি যে নিরাপদে রজনী অতিবাহিত করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে শত শত

ধন্যবাদ!" বণিক এই কথা বলিয়াই নিজ বাসভবনে ফিরিয়া গিয়া মেম্‌লুক, হাব্‌শী দাস, দাসী ও গৃহসজ্জা সমস্ত পাঠাইয়া দিল। দাসদাসীগণ প্রাসাদটী উত্তম রূপে পরিষ্কার করিয়া প্রয়োজনানুরূপ গৃহসজ্জা সকল সাজাইয়া দিল। আলীর সেবার্থ তিনজন মেম্‌লুক তিনজন হাব্‌শী দাস ও চারিজন ক্রীতদাসী সেই প্রাসাদেই রহিল, অবশিষ্ট আপনাপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া প্রভুর বাটীতে ফিরিয়া গেল। ক্রমে নবাগত বণিক আলীর আগমনবার্ত্তা বণিক্‌-সমাজে প্রচারিত হইয়া গেল। সকলেই তাঁহার বন্ধুতা লাভাকাঙ্ক্ষায় নানারূপ উপায়ন দ্রব্য সকল প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহাদের প্রেরিত বস্ত্রাভরণ ভোজ্য পেয় প্রভৃতিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। আলী বাজারে গিয়া বণিকবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু! আপনার দ্রব্যাদি কবে আসিয়া উপস্থিত হইবে?" আলী—উত্তর দিলেন "বোধ হয় তিন দিবসের মধ্যেই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

তিন দিবস অতিবাহিত হইয়াগেল। সেই জিনী আলীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "প্রভু! এল্‌ যেমেন হইতে সমস্ত সম্পত্তি ও সেই সঙ্গে আপনার পরিবার বর্গ আসিতেছেন। অতএব তাহাদিগকে সম্মান পুরঃসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হউন। আপনার সম্পত্তি মধ্যে কতক গুলি বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় করিয়া আনা যাইতেছে। যে সকল উষ্ট্র অশ্ব অশ্বতর প্রভৃতি সেই সকল দ্রব্য বহিয়া আনিতেছে ও যে সকল পরিচারক তাহাদের সঙ্গে আছে, সকলেই জীনজাতীয় অতএব সমস্ত উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে।"

জিনী আলীর আদেশ ক্রমে বিদায় হইয়া প্রথমে এল্‌ যেমেন প্রদেশস্থ সম্পত্তিগুলি আনিতে গিয়াছিল; তৎপরে তাঁহার পরিবারবর্গকে আনিতে গিয়া দেখিল, যে তাহাদের দুরবস্থার সীমা নাই, অশন বসনাভাবে তাহারা এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া আছে। সুতরাং কায়রোর বাহিরে আনিয়াই, আনীত সম্পত্তি সকলের মধ্য হইতে, কতকগুলি মহামূল্য বসন ভূষণ লইয়া তাহাদিগকে ভূষিত করতঃ শিবিকারোহণে আনিতে ছিল। আলী ধনরত্ন ও পরিবারবর্গের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই পরম আনন্দে বণিক-দিগের নিকটে গিয়া বলিলেন "অদ্য আমার বাণিজ্য দ্রব্য ও পরিবারবর্গ

আসিয়া পঁহুছিবে ; চলুন আমরা তাহাদের আনিবার জন্য প্রত্যুদ্‌গমন করি।” বণিকগণ নবাগত শ্রেষ্ঠীপরিবারের সম্মাননার্থ নিজ নিজ পৌরমহিলা ও দাস দাসী সমভিব্যাহারে লইয়া চলিল। আলী সকলকে নগরের বহির্ভাগে একটী উদ্যানে লইয়া গেলেন ; সেই খানে বসিয়া পরস্পর নানারূপ বিশ্রম্ভালাপ চলিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে মরুভূমির উপর উড্ডীয়মান ধূলি পটল দেখা গেল। সকলেই তাড়াতাড়ি দেখিতে উঠিল। ক্রমে ধূলি রাশি অপসারিত হইলে অশ্ব,অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি এবং আকাম, ফরাস ও আলোক-ধারী সকল দৃষ্টিগোচর হইল। আলী বলিলেন “ঐ দেখুন আমার বাণিজ্য দ্রব্য ও পরিবারবর্গ আসিয়াছে।” ক্রমে সেই দূরস্থ পরিচারকগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজন প্রধান আকাম অগ্রসর হইয়া কায়রোবাসী আলীর কর চুম্বন করিয়া বলিল “প্রভু! পথে কিছু বিলম্ব হইয়াছে—গতকল্যই আমাদের এস্থানে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দস্যুভয়ে আমা-দিগকে এক দিবস অধিক অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক জগদীশ্বরের কৃপায় পথে আমাদের কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে নাই।” বণিক-গণ সকলেই আপনাপন অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং তাহাদের পুরনারীগণ আলীর পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া শিবিকারোহণে চলিল। এইরূপে সকলে মহা সমারোহে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। বণিকগণ আলীর সম্পত্তি ও মহামূল্য বাণিজ্য দ্রব্য সকল দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া গেল। রমণীগণও আলী-সহধর্ম্মিণীর বেশভূষা দেখিয়া চমকিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, আলীর পুত্রকলত্রদিগের বেশভূষার ন্যায় বসন ভূষণ বোগ্‌দাদ নগরে কাহারই নাই, অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং বোগদাদাধিপতিও সেরূপ মহামূল্য দ্রব্যজাত দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

আলী সকলকে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন। পরিচারকগণ অঙ্গন-ভূমিতে বোঝাই সকল নামাইয়া ভাণ্ডার গৃহ সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। আলী-রমণী বণিক-পুরস্ত্রীদিগকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। আলী সঙ্গী বণিকদিগকে সাদরে যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া যথোচিত অভ্য-র্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলেই মনের সুখে আমোদ আহ্লাদ

করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন কালে পরিচারকগণ নানাবিধ ে প্রস্তত করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেল। নিমন্ত্রিতগণ সেই সকল ভোজন করিয়া ও সুস্বাদ সর্ব্বৎ পান করিয়া প্রীতি লাভ করিল। অপূর্ব্ব সুগন্ধী গোলাপ জল ছিটাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। উৎসব সমাপ্ত হইলে বণিকগণ সপরিবারে নিজ নিজ আবাসে চা এবং আলীর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য নানাবিধ উপায়ন পাঠা লাগিল। নবপরিচিত বন্ধুবর্গ প্রেরিত দাস, দাসী, সেগলুক ও খাদ্য সামগ্রীতে আলীর প্রাসাদ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলে চলি কেবল সেই বাটীর অধিকারী বণিক্ আলীর নিকটে রহিলেন; গং মিটিয়া গেলে তিনি বলিলেন "পরিচারকগণকে উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃ বাহী পশুগুলি একটী ভিন্ন বাটীতে লইয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রদা কারণ উহারা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, উপযুক্ত বি না পাইলে উত্তমোত্তম পশুগুলি এককালে অকর্ম্মণ্যও হইয়া যাইতে আলী বলিলেন "না, উহারা অদ্য রাত্রেই অমুক অমুক স্থানে যাইবে সকলকে নগরের বহির্ভাগে গিয়া থাকিতে হইবে।" তিনি এই কথা পরিচারকরূপী জিনদিগকে পশু সকল লইয়া প্রান্তরে গিয়া থাকিতে দিলেন। আদেশ মাত্রেই তাহারা নগরের বহির্ভাগে গেল এবং সং নিজ নিজ রূপ ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে—অভিলষিত স্থানে—চলিয়া

রজনীর তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গেলে প্রাসাদস্বামী বণিক্ নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ বাসভবনে চলিয়া গেলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগের পর পুনরায় সুখলাভ হইল; বণিক্ দম্পত আনন্দের সীমা রহিল না। আলী নিজ অনুপস্থিতি কালে কি হি হইয়া ছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী অশনবসনাভাবে যে রূ ভোগ করিতেছিলেন, জীবিকা লাভার্থ যে রূপ ভয়ানক পরিশ্রম হইতেছিল, তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। আলী বলিলেন "জগদীশ্বরে যে আমরা পুনরায় নিরাপদে মিলিত হইতে পারিলাম, তজ্জন্য ত শত শত ধন্যবাদ! এখন, তুমি কিরূপে আসিলে? জিনিগণ কিরূপ



াত শীঘ্র আনয়ন করিল?" বণিকরমণী বলিলেন "কিরূপে এত শীঘ্র আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি তাহা আমি জানি পুত্র কন্যা লইয়া একত্র শয়ন করিয়াছিলাম এমন সময়ে বোধ কহ আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে, আমরা শূন্যমার্গ দিয়া উড়িয়া তখন আমি নিদ্রার ঘোরে প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি করিয়াছিলাম বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই কটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে কতকগুলি স্বার্থবাহদিগের পটমণ্ডপে য়াছি—আমার চতুর্দ্দিকে দাস দাসী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অসংখ্য নারূপ মহামূল্য দ্রব্যের গাঁটরী সকল রহিয়াছে। আমি সেই সকল থয়াই হতবুদ্ধি হইয়াগেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম 'একি। আমি তামরাই বা কে?' পরিচারকগণ বলিল, আমরা মণিকার হসন বাসী আলীর পরিচারক। চতুর্দ্দিকে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি । সমস্তই তাঁহার। তিনি এখন বোগ্‌দাদ নগরে আছেন— নাকে তাঁহারই নিকটে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আনয়ন আমি সেই কথা শুনিয়া বলিলাম 'বোগদাদ এখান হইতে তাহারা উত্তর দিল 'অধিক দূর নহে, অদ্য রজনী প্রভাতেই ন পঁহুছিতে পারিব।" আলী জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সকল

মহামূল্য পরিচ্ছদ তোমাকে কে প্রদান করিল?" রমণী বলিলেন "স্বার্থ-বাহদিগের অধিনায়ক একটী সিন্ধুক খুলিয়া এই গুলি ও পুত্র কন্যার বেশ-ভূষাগুলি বাহির করিয়া পরাইয়া দিয়াছে। সে যে সিন্ধুক হইতে বস্ত্রগুলি বাহির করিয়াছিল তাহার কুঞ্জিকাটীও আমাকে দিয়া এই কথা বলিয়া দিয়াছে যে, যতক্ষণ তাহা আপনাকে দিতে না পারি, ততক্ষণ যেন অতি সাবধানে আমার সঙ্গেই থাকে। সে চাবিটী আমি অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।" বণিকপত্নী এই কথা বলিয়াই বস্ত্রমধ্য হইতে একটী কুঞ্জিকা বাহির করিয়া দিলেন। আলী জিজ্ঞাসা করিলেন "সে সিন্ধুকটী কি তুমি দেখিলে চিনিতে পারিবে?" রমণী বলিলেন "পারিব।" দম্পতী ভাণ্ডারগৃহে, যেখানে সিন্ধুকগুলি সাজান ছিল, সেইখানে গেলেন। আলীপত্নী স্বামীকে সিন্ধুকটী দেখাইয়া দিলেন। তিনি সিন্ধুকটী খুলিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে আরও অনেক গুলি মহামূল্য পরিচ্ছদ আছে এবং অপরাপর সিন্ধুকের কুঞ্জিকাসকলও তন্মধ্যে রহিয়াছে। আলী চাবিগুলি বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় সিন্ধুকটী বন্ধ করিলেন এবং অপরাপর সিন্ধুকগুলি একে একে খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সকল সিন্ধুকগুলিই রাজদুর্লভ মণিমাণিক্যে পূর্ণ ছিল। বণিক-দম্পতী সেই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অতুল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আলী প্রিয়তমাকে উপরের সেই বৃহৎ গৃহে লইয়া গেলেন এবং মার্ব্বল প্রস্তরাচ্ছাদিত দ্বারটী উদ্ঘাটিত করিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখাইলেন। রমণী সেইগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "নাথ! এত সম্পত্তি আপনি কোথায় পাইলেন?" "সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাই-য়াছি" আলী এই কথা বলিয়াই আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। রমণী শুনিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! আপনার স্বর্গীয় পিতা যে মৃত্যুকালে অন্তরের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর আপনাকে বিপদে ফেলিলেও শীঘ্রই সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, ইহা সেই আশী-র্ব্বাদের ফল। আপনি যে ভয়াবহ বিপদ হইতে আশ্চর্য্য উপায়ে এত শীঘ্র উদ্ধার লাভ করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ! কিন্তু নাথ! এক একবার যেন পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ হয়। সে কথা ভুলিয়া গিয়া যেন পুনরায় আপনার সে রূপ দুর্ম্মতি উপস্থিত না হয়। আপনার

পিতার শেষ আদেশগুলি যেন আপনার মনে চিরদিন সমভাবে জাজ্জ্বল্যমান থাকে। ঈশ্বরের চিন্তায় যেন আপনার আলস্য না হয়।" রমণী এইরূপে আলীর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আলী বলিলেন "প্রিয়তমে, তোমার উপদেশগুলি আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। জগৎপতি জগদীশ্বর সেরূপ পাপিষ্ঠদিগকে চিরদিন আমাদিগের হইতে দূরে রাখিবেন। পবিত্রাত্মা মহম্মদের কৃপায় ঈশ্বরপ্রেম কখনই হৃদয় হইতে অপসৃত হইবে না।"

আলী বাজারে একটী দোকান ভাড়া করিয়া ক্রয় বিক্রয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরম সুখে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলেই তাঁহাকে বোগ্দাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক বলিয়া চিনিল। তাঁহার যশোরাশি নরপতিরও কর্ণগোচর হইল। নরপতি তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূত দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূত আসিয়া বলিল "প্রভু আলী, নরপতি আপনাকে ডাকিতেছেন।" "নরনাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য" আলী নম্রভাবে এই কথা বলিয়াই নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপযুক্ত উপায়ন সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বরের কৃপায় আলীর কিছুরই অভাব ছিল না, সুতরাং উপায়ন সংগ্রহ করিতে অধিক সময় লাগিল না। তিনি চারিটী স্বর্ণ-পাত্রে রাজদুর্লভ মণি-মাণিক্য পূর্ণ করিয়া লইয়া রাজদর্শনে চলিলেন। দূত তাঁহাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আলী ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক অধিরাজের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতি বলিলেন "বণিকবর! তুমি আমাদের দেশে আসিয়া বাস করাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি।" আলী বলিলেন "নরনাথ! এ ক্রীতদাস যৎসামান্য কিঞ্চিৎ উপায়ন সামগ্রী আনিয়াছে, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে অধিরাজের সম্মুখে স্থাপন করে।" নরপতি বলিলেন "আনয়ন কর।" আলী সমস্ত রাজসম্মুখে স্থাপন করিলেন। নরপতি একে একে পাত্র গুলির আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মহামূল্য রত্ন সমূহ দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, বলিলেন "বণিক, তোমার উপায়ন আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তুমি ইহার উচিত পারিতোষিক পাইবে।" আলী নরপতির করপ্রান্ত চুম্বন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

আলী চলিয়াগেলে নরপতি আমীর উমরাওবর্গকে আহ্বা জিজ্ঞাসা করিলেন "কতগুলি নরপতি আমার কন্যার পাণিগ্রহণাথ করিয়াছিল?" তাহারা উত্তর দিল "নরনাথ! ঠিকসংখ্যা আম পারি না, কিন্তু অনেকগুলি রাজা আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে ছিলেন।" নরপতি আলী-প্রদত্ত উপায়ন সামগ্রীগুলি দেখাইয়া "তাহাদের মধ্যে কি কেহ এরূপ মহামূল্য উপায়ান প্রদান করিয় আমীরগণ উপায়ন দ্রব্যগুলি দেখিয়া বলিল "নরনাথ! এরূপ অ মাণিক্য কি কাহারও ভাণ্ডারে আছে, যে উপায়ন প্রদান করিবে? দ্রব্য যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে আমরা তাহা জানিতামং নরপতি বলিলেন "বোধ হয় ঈশ্বর কৃপায় এই উপায়নদাতাকে কন্যা করিলে সুখী হইতে পারা যাইবে।" উপস্থিত পারিষদ্‌বর্গ বলিল " যাহা সদ্বিবেচনা করেন তাহার কি কখন অন্যথা হইতে পারে?" নরপতি খোজাদিগকে সেই সকল উপায়ন দ্রব্য অন্তঃপুরমধ্যে রাজ্ঞীর লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং সভাভঙ্গ করিয়া স্বয়ং রাজ্ঞীর সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজ্ঞী উপায়ন সামগ্রী-গুলি দেখিয়া ব "এগুলি কি আমার কন্যার পাণীগ্রহণাভিলাষে কেহ পাঠাইয়া দিয়াে কোন্ নরপতির নিকটে হইতে আসিয়াছে?" নরপতি বলিলেন " নরপতির নিকট হইতেই আইসে নাই। কায়রো হইতে একজন বণি নগরে আসিয়া বাস করিতেছে, আমি কন্যার জন্য কিছু অলঙ্কার ক্রয় বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সে-ই এই সকল মহামূল উপায়ন স্বরূপে প্রদান করিয়াছে। এই নবাগত বণিক্ বেস্ ব বুদ্ধিমান সুন্দর পুরুষ, দেখিতে একটী রাজপুত্রের ন্যায়। তাহাকে দে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। আমি ইচ্ছাকরি তাহারই সহিত আ কন্যার বিবাহ হয়। আমি রাজ্যস্থ প্রায় সমস্ত আমীর উমরাওকেই ডা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহারা কতগুলি রাজাকে আমার কন্যার পাণিগ্র আবেদন করিতে দেখিয়াছে। তাহারা বলিল, অসংখ্য নরপতি আ করিয়াছে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের মধ্যে কে এরূপ মহামূল্য দ্রব্য উপায়ন দিয়াছে? তাহারা বলিল, আল্লার দো

কি কাহারও ভাণ্ডারে আছে যে উপায়ন দিবে। সেই কথা
গি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই উপায়নদাতাকে আমার কন্যা
রিলে তাহাদের কোন আপত্তি আছে কি না? তাহারা পরম
্তি প্রকাশ করিয়াছে, এখন তোমার কি অভিমত?” রাজ্ঞী
এবিষয়ে কিছু স্থির নিশ্চয় করা এক জগদীশ্বর পারেন ও আপনি
গদীশ্বরের ইচ্ছা ও আপনার ইচ্ছা উভয়ই সমান।” নরপতি
জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আমি এই বণিক্‌কেই কন্যা সম্প্রদান

প্রভাতে নরপতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই বণিকবর
আলী ও অপরাপর বোগ্‌দাদী বণিক সকলকে আহ্বান করিতে
আজ্ঞামাত্রেই পরিচারকগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিল।
হত হইলে নরপতি যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিতে বলিয়া
সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিতে বলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই কাজী
হারজীবীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। নরপতি কাজীকে
আমি কায়রোনিবাসী বণিক আলীকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা
তাহার বৈবাহিক কাগজ পত্র প্রস্তুত কর।” সেই কথা
আলী নম্র ভাবে বলিলেন “প্রভু! ক্ষমা করুন, আমি একজন
ক, আপনি রাজাধিরাজ—আমি আপনার কন্যার পাণিপীড়ন
যুক্ত পাত্র নহি।” “তাহাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে
ন করিয়া কন্যা দান করিতেছি” নরপতি এই কথা বলিয়াই
লাৎ প্রদান পূর্ব্বক উজীরের আসনে উপবেশন করাইলেন।
পদ গ্রহণ করিয়া করপুটে বলিলেন “নরনাথ! ঈশ্বরের ন্যায়
য়ার সীমা নাই—আমি অতি সামান্য লোক হইয়াও আপনার
ষ্ট সম্মান লাভ করিলাম। এখন আমার কিছু ব্যক্তব্য আছে,
করেন তাহা হইলে প্রকাশ করিতে পারি।” নরপতি বলিলেন
অভিলাষ নির্ভয়ে প্রকাশ কর।” আলী বলিলেন “মহারাজ!
বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে কিছু দ্বিরুক্তি
ধৃষ্টতার কার্য্য, অতএব তাহা ক্ষমা করিবেন। আমার একটী

বিবাহোপযুক্ত পুত্র আছে—আমার সহিত কন্যার তাহাকে কন্যারত্ন প্রদান করেন,তাহা হইলে বোধ হ জনক হয়।" নরপতি বলিলেন "তোমার পুত্র আ "নরপতির প্রসাদে সেও বিবাহের উপযুক্ত বয়স্ক "ভাল, তাহাকে এইথানে আনিতে বল।" "নরনাথে আলী এই কথা বলিয়াই পুত্রকে আনিবার জন্য কে ক্ষণকাল মধ্যেই আলীতনয় রাজসভায় আসিয়া নর করিল। নরপতি দেখিলেন আলীর আপেক্ষা তাহার যথার্থই তাঁহার কন্যাদানের যোগ্যপাত্র; সুতরাং তাহাে স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তোমার না বিনীত ভাবে বলিলেন "সুলতান! প্রভু!—আমার ন হসনের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর; সুতরাং নরপতি তাহ কৃতনিশ্চয় হইয়া কাজীকে বলিলেন "আমার কন্যা হ কায়রোনিবাসী আলীর পুত্র হসনের বৈবাহিক যুদি কাজী তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। সমস্ত স ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। বণিকগণ তাঁহার বাসভবন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার নব অভ্যুদয়ে বিদায় হইল। আলী বাটীতে প্রবেশ করিয়াই প্রিয়তম তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে উজীরী বেশ ভূষায় শোভি করিলেন "নাথ! আজি এ আবার কি ভাব?" তিনি করিলেন। পুত্র রাজ-জামাতা হইয়াছেন শুনিয়া রমণীর রহিল না।

নানাবিধ সুখের চিন্তায় সে রাত্রি অতিবাহিত হ প্রভাতে আলী রাজসভায় গিয়া নরপতির পার্শ্বে নরপতি তাঁহার প্রতি নানারূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে নরপতি আলীকে বলিলেন " মহোৎসব করিতে ও সমারোহের সহিত কন্যা-জামাতা- করি।" আলী বলিলেন "অধিরাজ যাহা ভাল বলি

থাকে।" সেই কথা শুনিয়া নরপতি পরিচারকবর্গকে
জন করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুরুষগণ নানারূপ
র দ্বারা নগরটী সাজাইয়া ফেলিল। পূর্ণ ত্রিংশদ্দিবস
আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। মনোহর গীত
ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। বড় বড় ভোজে প্রজাগণ
রূপে মহোৎসব সমাপ্ত হইলে উজীর আলীর তনয়
ইত মিলিত হইলেন। প্রিয়তমার অলোকসামান্য রূপ
আনন্দের সীমা রহিল না। রাজ্ঞীও পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায়
। প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন; নব বৈবা-
বড়ই প্রণয় জন্মিল। নরপতি নিজ প্রাসাদের পার্শ্বেই
। মনোহর নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন। আলীতনয়
ত সেই প্রাসাদে রহিলেন। তাঁহার জননী কিছুদিন
দিন বা স্বামীর নিকট থাকিয়া দিনযাপন করিতে
বৈবাহিকার সেইরূপ অসুবিধা দেখিয়া নরপতিকে
হসনের মাতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন
াগ করিয়া থাকিবেন কি রূপে?—তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ
যাহাতে তাঁহাকে এখানে কতক দিন, সেখানে কতক
তে না হয়, এরূপ উপায় করিয়া দিলে ভাল হয়।"
প্রিয়তমে! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, আমি পূর্ব্বে একথা
খন দেখিতেছি যথার্থই নিতান্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে।"
াসাদের পার্শ্বে আর একটী প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা
পুরুষগণ শীঘ্রই একটী মনোহর প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া
তিনটী প্রাসাদই পরস্পর সংযোজিত হইল। নরপতি
উজীর আলীকে বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। উজীরের
থানে নীত হইল। আলী পরম সুখে সেই নূতন আবাসে
লেন। সকলেরই যথেষ্ট সুবিধা হইল; নিশীথ সময়েও
রপতি স্বয়ং পাদচারে গুপ্তপথদ্বারা উজীরের নিকটে
াজ্ঞী অবাধে সর্ব্বদাই গুপ্তপথদ্বারা পুত্রকে দেখিয়া

আসিতেন। এইরূপে তিনটী প্রাসাদের লোকেই প্রয়োজন মত প্রাসাদে যাতায়াত করিতে পারিতেন।

কত দিন এইরূপে পরম সুখে কাটিয়া গেল। নরপতি ক্রমে বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন, নানারূপ পীড়ায় তাঁহার দেহ জর্জ্জ হইয়া আসিল। চিকিৎসকগণ তাঁহার পুনঃস্বাস্থ্যলাভে এক কালে হইয়া পড়িল। নরপতি আপনার শেষ দিন নিকটস্থ হইতেছে পারিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা ও রাজপুরুষদিগকে ডাকিয়া পাঠাই সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; তিনি বলিলেন "আমি যেরূপ পীড়াক্রান্ত হইয়াছি তাহা হইতে যে উদ্ধার হইতে পারিব সে আশ সেই জন্য কোন একটী বিশেষ পরামর্শ গ্রহণার্থে তোমাদের ডাকি এখন তোমরা স্বাধীন ভাবে উচিত পরার্শ প্রদান কর।" উপস্থিত অ জিজ্ঞাসা করিল "নরনাথ! আজ্ঞা করুন, কোন্ বিষয়ে আমাদের জানিতে ইচ্ছা করেন?" তিনি বলিলেন "আমি এখন বৃদ্ধ বিশেষতঃ পীড়াবশতঃ আমার জীবন কাল নিঃশেষিত প্রায় হইয়া অ —আমার মৃত্যুর পর রাজ্যের কি দশা হইবে তাহাই স্মরণ করিয় মহা চিন্তা হইয়াছে। হয়ত সে সময়ে সমস্ত অরাজক হইলে শত্রুবর্গ তোমাদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—আমার কীর্ত্তি সকল করিবার চেষ্টা করিবে। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করি তোমরা এ রাজপদে অভিষেক করিবার জন্য নির্ব্বাচন কর; আমি জীবদ তাহাকে সিংহাসনারূঢ় করিয়া নিশ্চিন্ত হই।" আমীরগণ বলিল " এই বিষয়ের জন্য যে আমাদের পরামর্শের অপেক্ষা করিয়াছে আশ্চর্য্য! আপনার জামাতা আলীতনয় হসন্‌ই প্রকৃত উত্তরাধিকারী; তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি প্রভৃতি যেরূপ প্রখর তাহাতে আপনার তিনিই অভিষেকের প্রকৃত পাত্র। তিনি প্রজাদিগের মর্য্যা বুঝিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা আর কাহাকেই তাঁহার সম বিবেচনা করিতে পারি না।" নরপতি বলিলেন "তোমরা যাহা তাহা সকলই বুঝিলাম। কিন্তু একথাগুলি বাস্তবিক অন্তরের সহি কি আমার তুষ্টিসাধনের জন্য বলিতেছ, তাহা জানিব কি রূপে

রাক্ষে আবার অন্য রূপ বলিতেও পার।” আমীরগণ বলিল আমাদিগকে “এতদূর কপট বিবেচনা করিলে আমাদের হৃদয় ।ত হয়। আমরা আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমা- বাহিরে ভিন্ন ভাব নাই, যাহা বলিয়াছি তাহা অন্তরের সহিতই আমাদের এ মত আর যে কখন পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা মনে । আপনি হসন্‌কে রাজাসনে বসাইলে আমরা পরম আনন্দ —আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইবে।” নরপতি বলিলেন “যথার্থই । আমার জামাতাকে সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, ল আগামী কল্য প্রাতে পবিত্রব্যবহারিক কাজী প্রধানতম াজপুরুষ সকল ও সৈনিকদিগকে আমার নিকটে আনিও।” জ্ঞা শিরোধার্য্য” আমীরগণ এই কথা বলিয়াই সেদিনের মত ল।

প্রভাতে ব্যবহারবিদ্‌ ও আমীরগণ একত্রিত হইয়া রাজপ্রাসাদে নরপতির নিকট আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। বৃদ্ধ লকে নিজ গৃহ মধ্যে আহ্বান করিলেন। তাহারা তাঁহার শয্যার য়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল “নরনাথ! আমরা সকলেই আসি- নরপতি বলিলেন “বোগ্‌দাদবাসী আমীরবর্গ! আমার অবর্ত্তমানে ত হইলে তোমরা সন্তুষ্ট হও তাহা কি বিবেচনা করিয়া স্থির ” সকলেই একবাক্যে বলিল “নরনাথ! আমরা আপনার জামাতা হসন্‌কে সিংহসনারূঢ় দেখিলে প্রীত হইব। তিনিই আপনার আমাদিগকে পদমর্য্যাদানুসারে প্রতিপালন করিবেন।” নরপতি ‘যদি তাহাই তোমাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে হসন্‌কে এই নয়ন কর।” আমীরগণ হসনের নিকটে গিয়া বলিল “প্রভু! াপনাকে আহ্বান করিতেছেন।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন অসময়ে নরপতি আমাকে কি জন্য আহ্বান করিতেছেন ?” লিল “বিশেষ এমন কিছু নহে—আপনার ও আমাদের ভিলাষিত সাধনার্থে।” হসন্‌ তাহাদের সহিত নরপতির সম্মুখে হইয়া ভূমি চুম্বন করিলেন। নরপতি বলিলেন “বৎ

উপবেশন কর।” যুবক উপবেশন করিলেন। “নরপতি পুনরায় বলিলেন “দেখ হসন্! আমার রাজ্যস্থ এই সমস্ত আমীর উম্‌রাওবৃন্দ আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমি এই সকল রাজভক্ত প্রজা ও রাজপুরুষদিগের প্রীতি সাধনার্থ তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করি।” কিন্তু হসন্ উঠিয়া ভূমি-চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন “নরনাথ! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু এই সকল আমীরদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং বিচার ও বিবেচনা ক্ষমতায় আমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদের উপর আধিপত্য করিতে ইচ্ছা করা মূঢ়তার কার্য্য। অতএব এই সকল আমীরদিগের মধ্য হইতেই একজনকে রাজাসনে বসাইয়া আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুন।” সেই কথা শুনিয়া আমীরগণ বলিল “আমরা আর অন্য কাহাকেও চাহিনা— রাজ-জামাতা রাজাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তিনিই আমাদের রাজা হইবেন।” হসন্ বলিলেন “আমার পিতা আমার অপেক্ষা সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী, তিনিই রাজাসন গ্রহণ করুন তাঁহার বর্ত্তমানে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমার সিংহাসনাধিরোহণ কখনই সঙ্গত নহে। আমি রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে যাহা আমার পিতা রাজা হইলেও তাহাই।” সেই কথা শুনিয়া উজীর আলী বলিলেন “আমার সঙ্গী ভ্রাতৃবৃন্দ যাহা বলিতেছেন আমি তাহাই বলি, অপরাপর আমীরবর্গের যাহা অভিমত আমারও তাহাই অভিমত—বৎস! তোমার একথার কোন সার নাই। নরপতির আজ্ঞার প্রতিকূলে—এতগুলি বড় লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা কর্ত্তব্য হয় নাই। যখন সকলেই তোমাকে অধিপতি রূপে স্বীকার করিতেছেন তখন তোমার এ রাজপ্রসাদ অভিবাদন পূর্ব্বক মস্তকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।” হসন্ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, সসম্ভ্রমে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরপতি বলিলেন “তোমরা আমার জামাতা হসনকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে স্থির করিয়াছ?” আমীরগণ কোরাণের প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া সাতবার বলিল “আমরা হসন্‌কেই সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করি।” নরপতি কাজীকে ডাকিয়া বলিলেন “কাজী, তুমি শুনিয়াছ প্রজাগণ সকলেই আমার কন্যার স্বামী হসন্‌কে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার

করিয়াছে। অতএব তুমি সেই মর্ম্মে একখানি সম্মতিপত্র প্রস্তুত কর।" কাজী সম্মতিপত্র প্রস্তুত করিয়া সকলের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইল। নরপতিও তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এবং হসন্‌কে সিংহাসনে বসিতে আদেশ করিলেন। আমীরগণ নবভূপতির করচুম্বন করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদান করিতে লাগিল। হসন্ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলকে খেলাৎ প্রদান করিলেন। আমীর উমরাওগণ তাঁহার কার্য্যে পরম সন্তোষ লাভ করিল।

রাজকার্য্য সমাপ্ত হইলে হসন্ শ্বশুরের নিকটে গেলেন এবং যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার কর চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ নরপতি বলিলেন "হসন্! সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া প্রজা পালন করিবে।" কুমার বলিলেন "নরনাথ! আপনার প্রার্থনাবলে আমি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিচালিত হইব।" অনন্তর তিনি নিজ প্রাসাদে সহধর্ম্মিণীর নিকট গেলেন। অনুজীবীগণ আসিয়া তাঁহার করচুম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল "আজি আমাদের কি শুভ দিন!" সকলেই তাঁহার বর্ত্তমান পদমর্য্যাদার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কুমার সেখান হইতে পিতার প্রাসাদে গেলেন। সেখানেও সকলেই তাঁহার অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলী পুত্রকে রাজকার্য্য বিষয়ে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন "বৎস, যাহাই কর না কেন সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহৎনামে ভয় করিয়া চলিবে তাহা হইলেই শ্রেয়ো লাভ হইবে।" পরম আনন্দে সে রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। হসন্ পরদিন প্রভাতে প্রাতঃ প্রার্থনাদি সমাপন পূর্ব্বক রাজ সভায় গেলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষগণ নব ভূপতির উচিত সম্মান প্রদানার্থ উপস্থিত হইল। বিচার, বিবাদ মীমাংসা, আদেশ প্রতিশেষ প্রভৃতি রাজকার্য্যে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অপরাহ্ণ সময়ে সভাভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ নরপতিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন তাঁহার পীড়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যাতনায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন। হসন্ শয্যার নিকটে গিয়া বলিলেন "ঈশ্বর আপনার রোগ যন্ত্রণা দূর করুন।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া বলিলেন "কেও হসন্?" হসন বলিলেন

"প্রভু! আজ্ঞা করুন।" বৃদ্ধ নরপতি বলিলেন "বৎস! আমার জীবনের শেষ দিন উপস্থিত। এখন আমার এই শেষ আজ্ঞা যে, তুমি সর্ব্বদা তোমার স্ত্রী ও তাহার জননীকে যত্নে পালন করিবে, সর্ব্বদা পিতামাতার প্রতি ভক্তি করিবে ও স্থলতান স্বর্গরাজ্যাধিপতি সেই অদ্বিতীয় পুরুষকে ভয় করিবে।" হসন্ বলিলেন "নরনাথ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

তিন দিবসের মধ্যেই বৃদ্ধ নরপতির পরলোক প্রাপ্তি হইল। তিনি পার্থিব রোগ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইয়া স্বর্গীয় অনন্ত সুখ লাভ করিতে গেলেন। যথোচিত সমারোহের সহিত তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইল। চত্তারিংশদ্দিবস কোরাণ পাঠ করিল। নরপতি হসন্ তখন অসীম ক্ষমতা লাভ করিলেন। প্রজাকুল তাঁহার বিচারগুণে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতা প্রধান উজীর পদে থাকিয়া সর্ব্বদাই পুত্রকে ন্যায়-পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। আরও একজন উজীর তাঁহার বাম দিকে বসিলেন। এইরূপে তিনি পরম সুখে বোগ্‌দাদে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার তিনটী পুত্রসন্তান লাভ হইল। অবশেষে সেই পুত্রত্রয়কেই সিংহাসনের অধিকারী করিলেন।

পঞ্চম ভাগ সমাপ্ত।